ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১৫তম বর্ষ ১১তম সংখ্যা

আগস্ট ২০১২

মাসিক
আত-তাহরীক

১৫তম বর্ষ : ১১তম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

কোয়ান্টাম মেথড : একটি শয়তানী ফাঁদ

মানুষকে আল্লাহ্র ইবাদত থেকে ফিরিয়ে কথিত অন্তর্গুরুর ইবাদতে লিপ্ত করার অভিনব প্রতারণার নাম হ'ল কোয়ান্টাম মেথড। হাযার বছর পূর্বে ফেলে আসা হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান পাদ্রী ও যোগী-সন্ন্যাসীদের যোগ-সাধনার আধুনিক কলা-কৌশলের নাম দেওয়া হয়েছে 'মেডিটেশন'। হতাশাগ্রস্ত মানুষকে সাময়িক প্রশান্তির সাগরে ভাসিয়ে এক কল্পিত দেহভ্রমণের নাম দেওয়া হয়েছে Science of Living বা জীবন-যাপনের বিজ্ঞান। আকর্ষণীয় কথার ফুলঝুরিতে ভুলে টাকাওয়ালা সাধারণ শিক্ষিত মানুষেরা এদের প্রতারণার ফাঁদে নিজেদেরকে সঁপে দিচ্ছেন অবলীলাক্রমে। ব্যয় করছেন কথিত ধ্যানের পিছনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ঢেলে দিচ্ছেন হাযার হাযার টাকা। অথচ একটা রঙিন স্বপ্ন ছাড়া তাদের ভাগ্যে কিছুই জুটছে না। অন্যদিকে মুসলমান যারা এদের দলে ভিড়ছে, তারা শিরকের মহাপাতকে লিপ্ত হয়ে দুনিয়া ও আখেরাত দু'টিই হারাচ্ছে। নিম্নে আমরা এদের আক্বীদা-বিশ্বাস ও কর্মনীতি যাচাই করব।-

কোয়ান্টামের পঞ্চসূত্র হ'ল, প্রশান্তি, সুস্বাস্থ্য, প্রাচুর্য, সুখী পরিবার ও ধ্যান। বলা হয়েছে, কোয়ান্টাম প্রত্যেকের ধর্মবিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করে। সুখী মানুষের সবটুকু প্রয়োজন পূরণের প্রক্রিয়াই রয়েছে কোয়ান্টামে। তাই কোয়ান্টামই হচ্ছে নতুন সহস্রাব্দে আধুনিক মানুষের জীবন যাপনের বিজ্ঞান'। অন্যান্য ডিগ্রীর ন্যায় এখানকার ধ্যান সাধনায় যারা উত্তীর্ণ হয়, তাদেরকে 'কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট' বলে শ্রুতিমধুর একটা ডিগ্রী দেওয়া হয়। তাদের প্রচার অনুযায়ী বাংলাদেশে ফলিত মনোবিজ্ঞানের পথিকৃৎ এবং আত্মউন্নয়নে ধ্যান পদ্ধতির প্রবর্তক প্রফেসর এম.ইউ. আহমাদ নাকি ক্লিনিক্যালি ডেড হওয়ার পরেও পুনরায় জীবন লাভ করেন শুধু 'তাঁকে বাঁচতে হবে, তিনি ছাড়া দেশে নির্ভরযোগ্য মনোচিকিৎসক নেই' তাঁর এই দৃঢ় বিশ্বাসের জোরে' *(মহাজাতক, কোয়ান্টাম টেক্সট বুক, জানু. ২০০০, পৃঃ ২২-২৪)*। অর্থাৎ হায়াত-মউতের মালিক তিনি নিজেই।

প্রথমে বলে রাখি, মানবরচিত প্রত্যেক ধর্মেই স্ব স্ব নিয়মে ধ্যান পদ্ধতি আছে। হিন্দু-বৌদ্ধ যোগী-সন্ন্যাসীদের সাধন-ভজন সম্বন্ধে আমরা কিছুটা জানি। আল্লাহ প্রেরিত ঈসায়ী ধর্মে সর্বপ্রথম সন্ন্যাসবাদের উদ্ভব হয়। যে বিষয়ে আল্লাহ বলেন, 'আর সন্ন্যাসবাদ, সেটাতো তারা নিজেরাই প্রবর্তন করেছিল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। আমরা তাদেরকে এ বিধান দেইনি। অথচ এটাও তারা যথাযথভাবে পালন করেনি। তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল, তাদেরকে আমরা পুরস্কার দিয়েছিলাম। আর তাদের অধিকাংশ ছিল পাপাচারী' *(হাদীদ ৫৭/২৭)*। এখানে আল্লাহ তাদেরকে দুইভাবে নিন্দা করেছেন। ১. তারা আল্লাহ্র দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত অর্থাৎ নতুন রীতির উদ্ভাবন করেছিল। ২. তারা নিজেরা যেটাকে আল্লাহ্র নৈকট্য মনে করে আবিষ্কার করেছিল, সেটার উপরেও তারা টিকে থাকতে পারেনি। ইসলামের স্বর্ণযুগের পরে ভ্রষ্টতার যুগে মা'রেফতের নামে বিদ'আতী পীর-ফকীররা নানাবিধ ধ্যান পদ্ধতি আবিষ্কার করে। অতঃপর কথিত ইশক্বের উচ্চ মার্গে পৌঁছে হুয়া হু করতে করতে যখন চক্ষু ছানাবড়া হয়ে 'কাশফ' বা 'হাল' হয়, তখন নাকি তাদের আত্মা পরমাত্মার মধ্যে লীন হয়ে যায়। একে তাদের পরিভাষায় ফানা ফিল্লাহ বা বাক্বা বিল্লাহ বলে। এরাই ছূফী ও পীর-মাশায়েখ নামে এদেশে পরিচিত। অথচ এইসব মা'রেফতী তরীকার কোন অনুমোদন ইসলামে নেই। ধ্যানকে কোয়ান্টামের পরিভাষায় বলা

হয় 'মেডিটেশন' (Medetation)। যার প্রথম ধাপ হ'ল 'শিথিলায়ন' যা মনের মধ্যে ধ্যানাবস্থা সৃষ্টি করে। আর শেষ ধাপ হ'ল মহা চৈতন্য (Super Consciousness)। যখন তারা বস্তুগত সীমা অতিক্রম করে মহা প্রশান্তির মধ্যে লীন হয়ে যায়। যদিও এর কোন সংজ্ঞা তাদের বইতে সুস্পষ্টভাবে নেই।

এক্ষণে কোয়ান্টামের সাথে অন্যদের পার্থক্য এই যে, অন্যেরা স্ব স্ব ধর্মের মধ্যে বিদ'আত সৃষ্টি করেছে ও স্ব স্ব ধর্মের নামেই পরিচিতি পেয়েছে। পক্ষান্তরে কোয়ান্টাম মেথড সকল ধর্ম ও বর্ণের লোকদের নতুন ধ্যানরীতিতে জমা করেছে। খানিকটা সম্রাট আকবরের দ্বীনে এলাহীর মত। তখন আবুল ফযল ও ফৈযীর মত সেকালের সেরা পণ্ডিতবর্গের মাধ্যমে সেটা চালু হয়েছিল মূলতঃ রাজনৈতিক কারণে। আর এ যুগে কিছু উচ্চ শিক্ষিত সুচতুর লোকদের মাধ্যমে এটা চালু হয়েছে ইসলাম থেকে মানুষকে সরিয়ে নেবার জন্যে এবং শিক্ষিত শ্রেণীকে বিশ্বাসে ও কর্মে পুরোপুরি ধর্মনিরপেক্ষ বানাবার জন্যে। যাতে ভবিষ্যতে এদেশ তার ইসলামী পরিচিতি হারিয়ে সেক্যুলার দেশে পরিণত হয়। মুনি-ঋষিরা ধ্যান করে তাদের ঈশ্বরের নৈকট্য লাভের জন্য। পক্ষান্তরে কোয়ান্টামে ধ্যান করা হয় স্ব স্ব 'অন্তর্গুরু'কে পাওয়ার জন্য। যেমন বলা হচ্ছে, 'অন্তর্গুরুকে পাওয়ার আকাংখা যত তীব্র হবে, তত সহজে আপনি তার দর্শন লাভ করবেন। এ ব্যাপারে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা হয়েছে কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটদের' *(পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৭)*। যেমন একটি ঘটনা বলা হয়েছে, 'ছেলে কোলকাতায় গিয়েছে। দু'দিন কোন খবর নেই। বাবা কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট। মাগরিবের নামাজ পড়ে মেডিটেশন কমাণ্ড সেন্টারে গিয়ে ছেলের বর্তমান অবস্থা দেখার চেষ্টা করতেই কোলকাতার একটি সিনেমা হলের গেট ভেসে এল। ছেলে সিনেমা হলের গেটে ঢুকছে। বাবা ছেলেকে তার উদ্বেগের কথা জানালেন। বললেন শিগগীর ফোন করতে' *(পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪১)*। এমনিতরো উদ্ভট বহু গল্প তারা প্রচার করেছেন।

এক্ষণে আমরা দেখব ইসলামের সাথে এর সম্পর্ক :

১. এটি তাওহীদ বিশ্বাসের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক এবং পরিষ্কারভাবে শিরক। তাওহীদ বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ কেন্দ্রিক। ইসলামের সকল ইবাদতের লক্ষ্য হ'ল আল্লাহ্র দাসত্ব ও রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা ও পরকালে মুক্তি লাভ করা। পক্ষান্তরে কোয়ান্টামের ধ্যান সাধনার লক্ষ্য হ'ল অন্তর্গুরুকে পাওয়া। যা আল্লাহ থেকে সরিয়ে মানুষকে তার প্রবৃত্তির দাসত্বে আবদ্ধ করে। এদেরকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ বলেন, 'আপনি কি দেখেছেন ঐ ব্যক্তিকে, যে তার প্রবৃত্তিকে ইলাহ বানিয়েছে? আপনি কি তার যিম্মাদার হবেন'? 'আপনি কি ভেবেছেন ওদের অধিকাংশ শুনে বা বুঝে? ওরা তো পশুর মত বা তার চাইতে পথভ্রষ্ট' *(ফুরক্বান ২৫/৪৩-৪৪)*। মূলতঃ ঐ অন্তর্গুরুটা হ'ল শয়তান। সে সর্বদা তাকে রঙিন স্বপ্নের মাধ্যমে তার দিকে প্রলুব্ধ করে।

২. তারা বলেন, মনকে প্রশান্ত করার মতো নামাজ যাতে আপনি পড়তে পারেন সেজন্যই মেডিটেশন দরকার। কেননা নামাজের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হুযূরিল ক্বালব, একাগ্রচিত্ততা। এটা কিভাবে অর্জিত হয়, তা এখানে এলে শেখা যায়' *(প্রশ্নোত্তর ১৪২৭)*।

জবাব : এটার জন্য সর্বোত্তম পন্থা হ'ল ছালাত। এর বাইরে কোন কিছুর অনুমোদন ইসলামে নেই। আল্লাহ বলেন, তুমি ছালাত কায়েম কর আমাকে স্মরণ করার জন্য' *(ত্বোয়াহা ১৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন সংকটে পড়তেন তখন ছালাতে রত হ'তেন *(আবুদাঊদ হা/১৩১৯)*। তিনি বলেছেন, তোমরা ছালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে দেখছ' *(বুখারী হা/৬৩১)*। যারা খুশু-খুযুর সাথে ফরয, নফল ও তাহাজ্জুদ ছালাত নিয়মিতভাবে আদায় করে, তাদেরকেই আল্লাহ সফলকাম মুমিন বলেছেন *(মুমিনূন ১-২)*। আর ছালাতে ধ্যান করা হয় না। বরং একমনে বান্দা তার সৃষ্টিকর্তার সাথে একান্তে আলাপ করে *(বুখারী হা/৫৩১)*। সর্বোচ্চ শক্তির কাছে নিজের দুর্বলতা ও নিজের কামনা-বাসনা পেশ করে সে হৃদয়ে সর্বোচ্চ প্রশান্তি লাভ করে এবং নিশ্চিত আশাবাদী হয়। অথচ মেডিটেশনের কথিত অন্তর্গুরুর কোন ক্ষমতা নেই। তার সাধনায় নিশ্চিত আশাবাদের কোন প্রশ্নই ওঠে না। কেননা ওটা তো স্রেফ কল্পনা মাত্র। ছালাতে আল্লাহ্র ইবাদত করা হয়। পক্ষান্তরে মেডিটেশনে অন্তর্গুরুর ইবাদত করা হয়। একটি তাওহীদ, অপরটি শিরক। দু'টিকে এক বলা দিন ও রাতকে এক বলার সমান। যা চরম ধৃষ্টতার নামান্তর।

৩. তারা বলেন, কোয়ান্টাম মেডিটেশনের জন্য ধর্ম বিশ্বাস কোন যরূরী বিষয় নয়। ইসলাম বা অন্য কোনো ধর্মের সাথে এর কোন বিরোধ নেই। তাদের কার্যাবলীতে এর প্রমাণ রয়েছে। যেমন, 'এখন কোয়ান্টাম শিশু কাননে রয়েছে ১৫টি জাতিগোষ্ঠীর চার শতাধিক শিশু। মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, ক্রামা, খ্রিষ্টান, প্রকৃতিপূজারী সকল ধর্মের শিশুরাই যার যার ধর্ম পালন করছে। আর এক সাথে গড়ে উঠছে আলোকিত মানুষ হিসাবে' *(শিশু কানন)*।

জবাব : মানুষকে সকল ধর্ম থেকে বের করে এনে কোয়ান্টামের নতুন ধর্মে দীক্ষা নেবার ও কোয়ান্টাম নেতাদের গোলাম বানানোর চমৎকার যুক্তি এগুলি। কেননা অন্তর্গুরুর ব্যাখ্যায় তারা বলেছেন, আধ্যাত্মিকতার পথে অগ্রসর হতে গেলে একজন আলোকিত গুরুর কাছে বায়াত বা দীক্ষা নেয়া প্রয়োজন। এছাড়া আধ্যাত্মিকতার সাধনা এক পিচ্ছিল পথ। যেকোন সময়ই পা পিছলে পাহাড় থেকে একেবারে গিরিখাদে পড়ে যেতে পারেন' *(টেক্সটবুক, পৃঃ ২৪৭)*। অর্থাৎ এরা 'আলোকিত মানুষ' বানাচ্ছে না। বরং ইসলামের আলো থেকে বের করে এক অজানা অন্ধকারে বন্দী করছে। যার পরিণাম জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করবে, তা কবুল করা হবে না। ঐ ব্যক্তি আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আলে ইমরান ৮৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল ও পরিচ্ছন্ন দ্বীন নিয়ে এসেছি' *(আহমাদ, মিশকাত হা/১৭৭)*। অতএব ইসলামের প্রকৃত অনুসারীরাই কেবল আলোকিত মানুষ। বাকী সবাই অন্ধকারের অধিবাসী।

৪. তারা বলেন, বহু আলেম আমাদের মেডিটেশন কোর্সে অংশগ্রহণ করেন এবং তারা এর সাথে ইসলামের কোন বিরোধ নেই বলেছেন।

জবাব : অল্প জ্ঞানী অথবা কপট বিশ্বাসী ও দুনিয়াপূজারী লোকেরাই চিরকাল ইসলামের ক্ষতি করেছে। আজও করছে। ওমর (রাঃ) বলেন, ইসলামকে ধ্বংস করে তিনটি বস্তু : (১) আলেমদের পদস্খলন (২) আল্লাহ্র কিতাবে মুনাফিকদের ঝগড়া এবং (৩) পথভ্রষ্ট নেতাদের শাসন' *(দারেমী)*। মনে রাখা আবশ্যক যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় ইসলাম পূর্ণতা লাভ করেছে। অতএব যা তাঁর ও তাঁর ছাহাবীগণের আমলে দ্বীন হিসাবে গৃহীত ছিল, কেবলমাত্র সেটাই দ্বীন হিসাবে গৃহীত হবে। তার বাইরে কোন কিছুই দ্বীন নয়।

৫. মেডিটেশন পদ্ধতি নিজের উপরে তাওয়াক্কুল করতে বলে এবং শিখানো হয় যে, 'তুমি চাইলেই সব করতে পার'। এরা হাতে মূল্যবান 'কোয়ান্টাম বালা' পরে ও তার উপরে ভরসা করে।

জবাব : ইসলাম মানুষকে মহাশক্তিধর আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল

করতে শিখায় এবং আল্লাহ যা চান তাই হয়। এর মাধ্যমে মুমিন নিশ্চিন্ত জীবন লাভ করে ও পূর্ণ আত্মশক্তি ফিরে পায়। আর ইসলামে এ ধরনের 'বালা' পরা ও তাবীয ঝুলানো শিরক *(ছহীহাহ হা/৪৯২)*।

৬. তারা বলেন, শিথিলায়ন প্রক্রিয়ায় মানুষের মধ্যে এমন এক ক্ষমতা তৈরী হয়, যার দ্বারা সে নিজেই নিজের চাওয়া-পাওয়া পূরণ করতে পারে। এজন্য একটা গল্প বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক ইঞ্জিনিয়ার সপরিবারে আমেরিকায় বসবাস করার মনছবি দেখতে লাগল। ফলে সে ডিভি ভিসা পেয়ে গেল। তারপর সেখানে ভাল একটা চাকুরীর জন্য মনছবি দেখতে লাগল। ফলে সেখানে যাওয়ার দেড় মাসের মধ্যেই উন্নতমানের একটা চাকুরী পেয়ে গেল' *(টেক্সট বুক পৃঃ ১১৫)*। **জবাব :** ইসলাম মানুষকে তাকদীরে বিশ্বাস রেখে বৈধভাবে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে বলে। অথচ কোয়ান্টাম সেখানে আল্লাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে কথিত মনছবির পূজা করতে বলে।

৭. কোয়ান্টামের মতে রোগের মূল কারণ হ'ল মানসিক। তাই সেখানে মনছবি বা ইমেজ থেরাপি ছাড়াও 'দেহের ভিতরে ভ্রমণ' নামক পদ্ধতির মাধ্যমে শরীরের নানা অঙ্গের মধ্য দিয়ে কাল্পনিক ভ্রমণ করতে বলা হয়। এতে সে তার সমস্যার স্বরূপ সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে এবং নিজেই কম্যাণ্ড সেন্টারের মাধ্যমে সমাধান করতে পারে। যেমন, একজন ক্যান্সার রোগী তার ক্যান্সারের কোষগুলিকে সরিষার দানা রূপে কল্পনা করে। আর দেখে যে অসংখ্য ছোট ছোট পাখি ঐ সরিষাদানাগুলো খেয়ে নিচ্ছে। এভাবে আস্তে আস্তে সর্ষে দানাও শেষ, তার ক্যান্সারও শেষ' *(টেক্সট বুক পৃঃ ১৯৪)*।

৮. এদের শোষণের একটি হাতিয়ার হ'ল 'মাটির ব্যাংক'। যে নিয়তে এখানে টাকা রাখবেন, সে নিয়ত পূরণ হবে। প্রথমবারে পূরণ না হ'লে বুঝতে হবে মাটির ব্যাংক এখনো সন্তুষ্ট হয়নি। এভাবে টাকা ফেলতেই থাকবেন। কোন মানত করলে মাটির ব্যাংকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিতে হবে। পূরণ না হলে অর্থের পরিমাণ বাড়াতে হবে। এখানে খাঁটি সোনার চেইন বা হীরার আংটি দিতে পারেন। ইমিটেশন দিলে মানত পূরণ হবে না *(প্রশ্নোত্তর)*। এর জন্য একটা গল্প ফাঁদা হয়েছে। যেমন, 'মধ্যরাতে উঠে মাটির ব্যাংকে পাঁচশত টাকা রাখার সাথে সাথে মুমূর্ষু ছেলে সুস্থ হয়ে গেল' *(দুঃসময়ের বন্ধু..)*।

প্রিয় পাঠক! বুঝতে পারছেন, কত সুচতুরভাবে মানুষকে আল্লাহ থেকে সরিয়ে নিয়ে তাদের কম্যাণ্ড সেন্টারে আবদ্ধ করা হচ্ছে এবং সেই সাথে মাটির ব্যাংকে টাকা ও গহনা রাখার ও তা কুড়িয়ে নেবার চমৎকার ফাঁদ পাতা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে রোগ ও তা আরোগ্য দানের মালিক আল্লাহ। আল্লাহ্র হুকুম আছে বলেই মুমিন ঔষধ খায়। ঔষধ আরোগ্যদাতা নয়। বরং আল্লাহ মূল আরোগ্যদাতা। এই বিশ্বাস তাকে প্রবল মানসিক শক্তিতে শক্তিমান করে তোলে। এজন্য তাকে মেডিটেশন বা কম্যাণ্ড সেন্টারে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। মাটির ব্যাংকে টাকা রাখারও দরকার হয় না। বরং গরীবকে ছাদাক্বা দিলে তার গোনাহ মাফ হয় *(মিশকাত হা/২৯)*।

৯. অন্যান্য বিদ'আতীদের ন্যায় এরাও কুরআন-হাদীছের অপব্যাখ্যা করেছে মুসলমানদের ধোঁকা দিয়ে দলে ভিড়ানোর জন্য। যেমন-

(ক) 'সকল ধর্মই সত্য' তাদের এই মতবাদের পক্ষে সূরা কাফেরূনের 'লাকুম দ্বীনুকুম ওয়া লিয়া দ্বীন' শেষ আয়াতটি ব্যবহার করেছে। যেন আবু জাহলের দ্বীনও ঠিক, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দ্বীনও ঠিক। এই অপব্যাখ্যা ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিকরা ও তাদের পদলেহীরা করে থাকে। কোয়ান্টামের লোকেরাও করছে। অথচ ইসলামের সারকথা একটি বাক্যেই বলা হয়েছে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। একথার মধ্যে সকল ধর্ম ও মতাদর্শকে অস্বীকার করা হয়েছে। কোয়ান্টামের অন্তর্গুরু নামক ইলাহটিকেও বাতিল করা হয়েছে।

(খ) তারা বলেন মেডিটেশন একটি ইবাদাত। যা রাসূল (ছাঃ) হেরা গুহায় করেছেন'। অথচ এটি স্রেফ তোহমত বৈ কিছু নয়। নিঃসঙ্গপ্রিয়তা আর মেডিটেশন এক নয়। তাছাড়া নবী হওয়ার পরে তিনি কখনো হেরা গুহায় যাননি। ছাহাবায়ে কেরামও কখনো এটি করেননি।

(গ) তারা সূরা জিন-এর ২৬ ও ২৭ আয়াতের অপব্যাখ্যা করে বলেছেন, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা গায়েবের খবর জানাতে পারেন। অতএব যে যা জানতে চায় আল্লাহ তাকে সেই জ্ঞান দিয়ে দেন' *(প্রশ্নোত্তর ১৭৫৩)*। অথচ উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর মনোনীত রাসূল ছাড়া তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারু নিকট প্রকাশ করেন না। এ সময় তিনি সামনে ও পিছনে প্রহরী নিযুক্ত করেন'। অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর রাসূলের নিকট 'অহি' প্রেরণ করেন এবং তাকে শয়তান থেকে নিরাপদ রাখেন। এই 'অহি'-টাই হ'ল গায়েবের খবর, যা কুরআন ও হাদীছ আকারে আমাদের কাছে মওজুদ রয়েছে। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর 'অহি'-র আগমন বন্ধ হয়ে গেছে। অতএব কোয়ান্টামের গুরুরা চাইলেও গায়েবের খবর জানতে পারবেন না।

(ঘ) তারা সূরা বুরূজ-এর বুরূজ অর্থ করেন 'রাশিচক্র'। যাতে আল্লাহকে বাদ দিয়ে রাশিচক্র অনুযায়ী মানুষের ভাল-মন্দ ও শুভাশুভ নির্ধারণের বিষয়টি তাদের শিষ্যদের মনে গেঁথে যায়। অথচ এটি হিন্দু ও তারকা পূজারীদের শিরকী আক্বীদা মাত্র।

(ঙ) তারা সূরা আলে ইমরানের **১৯১** আয়াতটি তাদের আবিস্কৃত মেডিটেশনের পক্ষে প্রমাণ হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন *(প্রশ্নোত্তর ১৭৫৩)*। ঐ সাথে একটি জাল হাদীছকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছেন যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সৃষ্টি সম্পর্কে এক ঘণ্টার ধ্যান ৭০ বছরের নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম' *(প্রশ্নোত্তর ১৭২৪)*। অথচ উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র সৃষ্টি বিষয়ে গভীর গবেষণা তাকে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রার্থনায় উদ্বুদ্ধ করে'। কোয়ান্টামের কথিত অন্তর্গুরুর কাছে যেতে বলে না। আর হাদীছটি হ'ল জাল। যা আদৌ রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী নয়। কোন কোন বর্ণনায় ৬০ বছর ও **১০০০** বছর বলা হয়েছে' *(সিলসিলা যঈফাহ হা/১৭১)*।

পরিশেষে বলব, কোয়ান্টাম মেথডের পুরা চিন্তাধারাটাই হ'ল তাওহীদ বিরোধী এবং শিরক প্রসূত। যা মানুষের মাথা থেকে বেরিয়ে এলেও এর মূল উদ্গাতা হ'ল শয়তান। মানুষকে জাহান্নামে নেবার জন্য মানুষের নিকট বিভিন্ন পাপকর্ম শোভনীয় করে পেশ করার ক্ষমতা আল্লাহ তাকে দিয়েছেন *(হিজর ৩৯)*। তবে সে আল্লাহ্র কোন মুখলেছ বান্দাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না *(হিজর ৪০)*। শয়তান নিজে অথবা কোন মানুষের মাধ্যমে প্রতারণা করে থাকে। যেমন হঠাৎ করে শোনা যায়, অমুক স্থানে অমুকের স্বপ্নে পাওয়া শিকড়ে বা তাবীযে মানুষের সব রোগ ভাল হয়ে যাচ্ছে। ফলে দু'পাঁচ মাস যাবত দৈনিক লাখো মানুষের ভিড় জমিয়ে হাযারো মুসলমানের ঈমান হরণ করে হঠাৎ একদিন ঐ অলৌকিক চিকিৎসক উধাও হয়ে যায়। এদের এই ধোঁকার জালে আবদ্ধ হয়েছিল সর্বপ্রথম নূহ (আঃ)-এর কওম। যারা পরে আল্লাহ্র গযবে ধ্বংস হয়ে যায়। আমরাও যদি শিরকের মহাপাপ থেকে দ্রুত তওবা না করি, তাহ'লে আমরাও তাঁর গযবে ধ্বংস হয়ে যাব। অতএব হে মানুষ! সাবধান হও!! *(স.স.)*।

মাপে ও ওযনে ফাঁকি

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ، الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ، وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَو وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ، أَلاَ يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ، لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ، يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ-

(১) দুর্ভোগ মাপে কম দানকারীদের জন্য। (২) যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় নেয়। (৩) এবং যখন লোকদের মেপে দেয়, বা ওযন করে দেয়, তখন কম দেয়'। (৪) তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে? (৫) সেই মহা দিবসে, (৬) যেদিন মানুষ দণ্ডায়মান হবে বিশ্বপালকের সম্মুখে।

বিষয়বস্তু :

আলোচ্য আয়াতগুলিতে মাপ ও ওযনে কম-বেশী করাকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে বড় যুলুম হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে হকদারের প্রাপ্য হক আদায়ে কম-বেশী করার ভয়াবহ পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। একথা স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, দুনিয়ার মানুষকে ফাঁকি দিয়ে সাময়িক লাভবান হলেও আল্লাহ্র পাহারাকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হবে না। এর দ্বারা আখেরাতে চিরস্থায়ী ক্ষতির সম্মুখীন হ'তে হবে এবং জাহান্নাম অবধারিত হবে।

শানে নুযূল :

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মদীনায় পদার্পণ করেন, তখন মদীনাবাসীগণ ছিল মাপ ও ওযনে কম-বেশী করায় সবার চেয়ে সিদ্ধহস্ত (كانوا من أخبث الناس كيلا)। তখন আল্লাহপাক وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ নাযিল করেন। ফলে তারা বিরত হয় এবং মাপ ও ওযনে সততা অবলম্বন করে'। তিনি বলেন, فهم من أوفى الناس كيلا إلى يومهم هذا 'তারা এখন পর্যন্ত মাপ ও ওযনের সততায় সবার সেরা'।[১]

আরবী বাকরীতি অনুযায়ী وَيْلٌ অর্থ দুর্ভোগ বা ধ্বংস। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, وَيْلٌ لِمَنْ يُحَدِّثُ يَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِه الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ- 'দুর্ভোগ ঐ ব্যক্তির জন্য যে কথা বলার সময় মিথ্যা বলে, যাতে লোকেরা হাসে। তার জন্য দুর্ভোগ, তার জন্য দুর্ভোগ'।[২] তবে এখানে وَيْلٌ-এর সাথে يَوْمَئذ যোগ হওয়ায় এর অর্থ হবে জাহান্নাম। কেননা ক্বিয়ামতের দিন দুর্ভোগের একমাত্র পরিণাম হ'ল জাহান্নাম। মাপ ও ওযনে ইচ্ছাকৃতভাবে কম-বেশী করে যারা, এটাই হবে তাদের পরকালীন পুরস্কার। মূলতঃ এই পাপেই বিগত যুগে হযরত শো'আয়েব (আঃ)-এর কওম আল্লাহ্র গযবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে *(হূদ ১১/৮৪-৯৪)*। ঐ ধ্বংসের পুনরাবৃত্তি হওয়া এ যুগে মোটেই অসম্ভব নয়।

আল্লাহ বলেন, وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا 'তোমরা মাপ ও ওযন পূর্ণ করে দাও ন্যায়নিষ্ঠার সাথে। আমরা কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কষ্ট দেই না' *(আন'আম ৬/১৫২)*। তিনি আরও বলেন, وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً- 'তোমরা মেপে দেয়ার সময় মাপ পূর্ণ করে দাও এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওযন করো। এটাই উত্তম ও পরিণামের দিক দিয়ে শুভ' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৩৫)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَأَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ- 'তোমরা যথার্থ ওযন প্রতিষ্ঠা কর এবং ওযনে কম দিয়ো না' *(রহমান ৫৫/৯)*।

মাপে ও ওযনে কমদানকারীদের জন্য পরকালে কঠিন শাস্তির দুঃসংবাদ শুনানোর কারণ হ'তে পারে দু'টি। ১- ঐ ব্যক্তি গোপনে অন্যের মাল চুরি করে ও তার প্রাপ্য হক নষ্ট করে। ২- ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্র দেওয়া অমূল্য জ্ঞান-সম্পদকে লোভরূপী শয়তানের পদলেহী বানায়। জ্ঞান ও বিবেক হ'ল মানুষের প্রতি আল্লাহ্র দেওয়া সর্বশ্রেষ্ঠ নে'মত। আর এজন্যেই মানুষ আশরাফুল মাখলূক্বাত বা সৃষ্টির সেরা। মানুষ যখন তার এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-সম্পদকে নিকৃষ্ট কাজে ব্যবহার করে, তখন তার জন্য কঠিনতম শাস্তি প্রাপ্য হয়ে যায়। আর সেই শাস্তির কথাই প্রথম আয়াতে শুনানো হয়েছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন যে,

خَمْسٌ بِخَمْسٍ: مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إِلاَّ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ وَمَا حَكَمُوْا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلاَّ فَشَا فِيْهِمُ الْفَقْرُ وَمَا ظَهَرَتْ فِيْهِمُ الْفَاحِشَةُ إِلاَّ فَشَا فِيْهِمُ الْمَوْتُ (أَوْ إِلاَّ ظَهَرَ فِيْهِمُ الطَّاعُوْنُ) ولا طَفَّفُوا المِكْيَالَ إلا مُنِعُوا النَّبَاتَ وَأُخِذُوا بِالسِّنِيْنَ ولا مَنَعُوا الزَّكَاةَ إلا حُبِسَ عَنْهُمُ الْمَطَرُ، أخرجه الديلمي وخرجه البزار بمعناه و مالك من حديث ابن عمر-

'পাঁচটি বস্তু পাঁচটি বস্তুর কারণে হয়ে থাকে। এক- কোন কওম চুক্তিভঙ্গ করলে আল্লাহ তাদের উপরে তাদের শত্রুকে বিজয়ী করে দেন। দুই- কেউ আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধানের বাইরে বিধান দিলে তাদের মধ্যে দারিদ্র্য ছড়িয়ে পড়ে। তিন- কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে অশীল কাজ বিস্তৃত হ'লে তাদের মধ্যে মৃত্যু অর্থাৎ মহামারি ছড়িয়ে পড়ে। চার- কেউ মাপে বা ওযনে কম

---

১. *নাসাঈ হা/১১৬৫৪ 'তাফসীর' অধ্যায়; ইবনু মাজাহ হা/২২২৩, হাকেম ২/৩৩ সনদ ছহীহ।*

২. *আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ; মিশকাত হা/৪৮৩৪; সনদ ছহীহ।*

দিলে তাদের জন্য খাদ্য-শস্যের উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং দুর্ভিক্ষ তাদের গ্রাস করে। পাঁচ- কেউ যাকাত দেওয়া বন্ধ করলে তাদের থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দেয়া হয়'।[৩]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত অনুরূপ আরেকটি হাদীছে এসেছে (১) যে জাতির মধ্যে খেয়ানত অর্থাৎ আত্মসাতের ব্যাধি আধিক্য লাভ করে, সে জাতির অন্তরে আল্লাহ শত্রুর ভয় নিক্ষেপ করেন (২) যে জাতির মধ্যে যেনা-ব্যভিচার বিস্তার লাভ করে, সে জাতির মধ্যে মৃত্যুহার বেড়ে যায় (৩) যে জাতি মাপে ও ওযনে কম দেয়, তাদের রিযিক উঠিয়ে নেওয়া হয়। (৪) যে জাতি অন্যায় বিচার করে, তাদের মধ্যে খুন-খারাবি ব্যাপক হয় (৫) যে জাতি অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তাদের উপর শত্রুকে চাপিয়ে দেওয়া হয়'।[৪]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) যখন বাজারে যেতেন, তখন বিক্রেতাদের উদ্দেশ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ শুনিয়ে বলতেন,

اتَّقِ اللهَ وَأَوْفِ الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ بِالْقِسْطِ فَانَّ الْمُطَفِّفِيْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُوْقَفُوْنَ حَتَّى إِنَّ الْعَرَقَ لَيُلْجِمُهُمْ إِلَى أَنْصَافِ آذَانِهِمْ 'আল্লাহকে ভয় কর। মাপ ও ওযন ন্যায্যভাবে কর। কেননা মাপে কম দানকারীগণ ক্বিয়ামতের দিন দণ্ডায়মান থাকবে এমন অবস্থায় যে, ঘামে তাদের কানের অর্ধেক পর্যন্ত ডুবে যাবে'।[৫] আল্লাহ বলেন, أَلاَ يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُوْنَ، لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ، يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ 'তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে'। 'সেই মহা দিবসে'। 'যেদিন মানুষ দণ্ডায়মান হবে বিশ্বপালকের সম্মুখে' *(ঐ, ৪-৬ আয়াত)*।

অর্থাৎ তারা কি ক্বিয়ামতের ভয় পায় না এবং তারা কি এটা বিশ্বাস করে না যে, তাদেরকে একদিন এমন এক মহান সত্তার সম্মুখে দণ্ডায়মান হ'তে হবে, যিনি তার প্রতিপালক এবং যিনি তার ভিতর-বাহির সবকিছুর খবর রাখেন।

তারা কি ভাবে না যে, তাদেরকে একদিন মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ্র সম্মুখে দাঁড়াতে হবে? যেদিন মানুষের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং তাদের হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ ও দেহচর্ম সাক্ষ্য প্রদান করবে। সেদিন অবস্থাটা কেমন হবে? *(ইয়াসীন ৩৬/৬৫; হামীম সাজদাহ ৪১/২০-২১)*।

ক্বিয়ামতের দিনের ভয়ংকর অবস্থা সম্পর্কে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হ'ল যেমন মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদ আল-কিন্দী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أُدْنِيَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْعِبَادِ حَتَّى تَكُوْنَ قَيْدَ مِيْلٍ أَوْ مِيْلَيْنِ... قَالَ: فَتَصْهَرُهُمُ الشَّمْسُ فَيَكُوْنُوْنَ فِى الْعَرَقِ بِقَدْرِ أَعْمَالِهِمْ .. 'ঐদিন সূর্য এক মাইল বা দু'মাইল মাথার উপরে চলে আসবে। ... তাতে পাপের পরিমাণ অনুযায়ী কারু হাঁটু পর্যন্ত, কারু কোমর পর্যন্ত, কারু পায়ের টাখনু পর্যন্ত, কারু বুক পর্যন্ত ঘামে ডুবে যাবে। যেমন ব্যাঙ পানিতে হাবুডুবু খায়। এছাড়া তাদের পানীয় হবে দেহনিঃসৃত রক্ত ও পুঁজ..'।[৬] এগুলি হবে তাদের দুষ্কর্মের ফল ও তার পরিমাণ অনুযায়ী।

এদেরকে আল্লাহ তাঁর শত্রু হিসাবে অভিহিত করে বলেন, وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ 'যেদিন আল্লাহ্র শত্রুদের জাহান্নাম অভিমুখে সমবেত করা হবে, সেদিন তাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে বিভিন্ন দলে' *(হামীম সাজদাহ ৪১/১৯)*। উলেখ্য যে, ক্বিয়ামতের একটি দিন হবে দুনিয়ার পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান *(মা'আরেজ ৭০/৪)*।

পক্ষান্তরে সৎ ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ 'সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ী ক্বিয়ামতের দিন নবী, ছিদ্দীক ও শহীদগণের সাথে থাকবে'।[৭] তিনি বলেন, التُّجَّارُ يُحْشَرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّاراً إِلاَّ مَنِ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ 'ব্যবসায়ীরা ক্বিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে পাপাচারী হিসাবে। কেবল সেইসব ব্যবসায়ী ব্যতীত, যারা আল্লাহভীরু, সৎকর্মশীল ও সত্যবাদী'।[৮] ক্বিয়ামতের দিন তাদের কোন ভয় নেই।

সারকথা :

বর্ণিত আয়াতগুলির সারকথা হ'ল ওযন ও মাপে কম-বেশী করা ও হকদারের প্রাপ্য হক আদায়ে কমতি করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে মানুষকে হুঁশিয়ার করা এবং তাদের ভাল-মন্দ সকল কাজকর্ম যে ইল্লিয়ীন ও সিজ্জীনের সুনির্দিষ্ট দফতরে লিপিবদ্ধ হচ্ছে, সে বিষয়ে সাবধান করা। যেন মানুষ শয়তানের কুহকে পড়ে আত্মবিস্মৃত না হয় এবং আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত না হয়। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন- আমীন!

---

৩. দায়লামী হা/২৯৭৮; কুরতুবী হা/৬২৬৫; ত্বাবারাণী কাবীর হা/১০৯৯২, সনদ হাসান; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৭৬৫; ছহীহুল জামে' হা/৩২৪০।
৪. মুওয়াত্ত্বা মালেক, মিশকাত হা/৫৩৭০; ছহীহাহ হা/১০৬-১০৭।
৫. আহমাদ, সনদ ছহীহ; বুখারী হা/৪৯৩৮; মুসলিম হা/২৮৬২; কুরতুবী হা/৬২৬৮।
৬. তিরমিযী হা/২৪২১; মুসলিম হা/২১৯৬; মিশকাত হা/৫৫৪০ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায়-২৮ 'হাশর' অনুচ্ছেদ-২।
৭. ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২৭৯৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৬৭৪; ছহীহাহ হা/৩৪৫৩।
৮. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৭৯৯; ছহীহাহ হা/৯৯৪, ১৪৫৮।

খাদ্যে ও ঔষধে ভেজাল

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ). ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র। পবিত্র বস্তু ভিন্ন তিনি কবুল করেন না। আর আল্লাহ মুমিনদের সেই নির্দেশ দিয়েছেন, যে নির্দেশ তিনি রাসূলগণকে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি পাঠ করেন আল্লাহ্র বাণী, 'হে রাসূলগণ! আপনারা পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করুন এবং সৎকর্ম সম্পাদন করুন। (মনে রাখবেন) আপনারা যা কিছু করেন, সকল বিষয়ে আমি সম্যক অবহিত' *(মুমিনূন ২৩/৫১)*। অতঃপর মুমিনদের উদ্দেশ্যে তিনি একই কথা বলেছেন, 'হে মুমিনগণ তোমাদেরকে আমরা যে পবিত্র রূযী দান করেছি, সেখান থেকে খাদ্য গ্রহণ কর' *(বাক্বারাহ ২/১৭২)*। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একজন ব্যক্তির উদাহরণ দিয়ে বললেন, যে ব্যক্তি দীর্ঘ সফরে থাকা অবস্থায় এলোমেলো চুল ও ধূলি-মলিন চেহারায় দু'হাত আকাশের দিকে তুলে আল্লাহকে ডাকে, হে প্রভু! হে প্রভু! অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় ও পরিধেয় বস্ত্র হারাম এবং সে হারাম খাদ্য দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছে। ফলে কিভাবে তার দো'আ কবুল হবে?'[৯]

উক্ত হাদীছ প্রমাণ করে যে, হারাম খাদ্যে পরিপুষ্ট ব্যক্তির দো'আ কবুল হয় না এবং ঐ ব্যক্তি কখনো জান্নাতে যাবে না। যেমন অন্য হাদীছে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِالْحَرَامِ 'ঐ দেহ জান্নাতে যাবে না, যা হারাম দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছে'।[১০] এক্ষণে খাদ্য কিসে হারাম হয়, সে বিষয়ে মৌলিক কিছু বিষয় বর্ণিত হ'ল।-

১। খাদ্য গ্রহণের জন্য কুরআনে দু'টি মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে- হালাল এবং ত্বাইয়িব। অর্থাৎ আইনসিদ্ধ ও পবিত্র। যেমন আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যমীন থেকে হালাল ও পবিত্র খাদ্য গ্রহণ কর' *(বাক্বারাহ ২/১৬৮)*। এর বিপরীত খাদ্য হারাম। যেমন নিজ ক্ষেতে উৎপাদিত পাকা কলা হালাল। কিন্তু সেটা পচা হ'লে তা ত্বাইয়িব বা পবিত্র নয় বিধায় হারাম। পক্ষান্তরে চুরি করা খাদ্য ত্বাইয়িব হ'লেও তা হালাল নয় বিধায় হারাম। ঐ খাদ্য খেয়ে জান্নাত পাওয়া যাবে না।

২। চিরন্তন হারাম খাদ্য সমূহ। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ 'নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের জন্য হারাম করেছেন মৃত প্রাণী, প্রবাহিত রক্ত, শুকরের গোশত এবং যা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীত *(বাক্বারাহ ২/১৭৩; মায়েদাহ ৫/৩)*। তবে দু'টি মৃত প্রাণী হালাল: মাছ ও টিড্ডি পাখি এবং দু'টি রক্ত হালাল: কলিজা ও প্লীহা'।[১১]

৩। চিরন্তন হারাম বস্তু সমূহ : যেমন আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ 'হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, পূজার বেদী, শুভাশুভ নির্ণয়ের তীর, এসবই গর্হিত বিষয় শয়তানী কাজ। অতএব তোমরা এসব থেকে দূরে থাক। যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো' *(মায়েদাহ ৫/৯০)*।

৪। বস্তু হালাল। কিন্তু হারাম মিশানোর কারণে হারাম হয়ে যায়। যেমন, মাছ-গোশত, শাক-সবজি, ফল-মূলের সাথে বিষাক্ত কেমিক্যাল মিশানো। এর দ্বারা মানব স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। এমনকি তার মৃত্যু হয়ে যায়।

পত্রিকার রিপোর্ট মতে গত জুনে মাত্র দু'সপ্তাহে দিনাজপুরে পরপর ১৪টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে বিষাক্ত কেমিক্যাল স্প্রে করা লিচু খেয়ে। তরতাজা স্কুল শিশুরা লিচু খাওয়ার দিন থেকে দু'দিনের মধ্যে হাসপাতালে মারা গেছে। ২০০৯ সালের জুলাই মাসে 'রিড ফার্মা' নামের একটি ঔষধ কোম্পানীর ভেজাল প্যারাসিটামল সিরাপ খেয়ে ২৭টি শিশু মারা যায়। এ ছাড়া অনেক কোম্পানীর ট্যাবলেট-ক্যাপসুল তৈরী হচ্ছে আটা-ময়দা বা খড়িমাটি দিয়ে। সিরাপে দেওয়া হচ্ছে কেমিক্যাল মিশানো রং। এমনকি 'ভল্টারিন'-এর মত নামকরা ব্যথানাশক ইনজেকশনের অ্যাম্পুলে ভরে দেওয়া হচ্ছে স্রেফ ডিস্টিল্ড ওয়াটার। বিভিন্ন নামি-দামী দেশী কোম্পানীর, এমনকি বিদেশী কোম্পানীর ঔষধও নকল করে চলেছে অনেক ঔষধ কোম্পানী লেভেল ও বোতল ঠিক রেখে! এভাবে বর্তমানে প্রায় ৪০০০ রকম নকল ঔষধ বাজারে চলছে। সরল

৯. *মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, বঙ্গানুবাদ হা/২৬৪০।*
১০. *বায়হাক্বী-শু'আব, মিশকাত হা/২৭৮৭, 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়-১১ 'হালাল উপার্জন' অনুচ্ছেদ-১; ছহীহাহ হা/২৬০৯।*
১১. *আহমাদ, ইবনু মাজাহ হা/৩৩১৪; মিশকাত হা/৪১৩২, 'শিকার ও যবহ' অধ্যায়-২০, অনুচ্ছেদ-২; ছহীহাহ হা/১১১৮।*

মনে এসব ঔষধ সেবন করে শরীরে দেখা দিচ্ছে উল্টা প্রতিক্রিয়া। অনেকে মারা যাচ্ছে।

রাজশাহীতে আম গবেষণা সেমিনারে প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে যে, আমে মুকুল আসার শুরু থেকে আম বিক্রয় করা পর্যন্ত ক্ষেত্র বিশেষে ৭ বার পর্যন্ত বিষাক্ত কেমিক্যাল স্প্রে করা হয় এবং মিশানো হয়। শুরুতে যে স্প্রে করা হয়, তার বিষক্রিয়া ছয় মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ফলে ঐ আম খেলে নিঃসন্দেহে দেহের মধ্যে বিষ প্রবেশ করে। যাতে সে পরবর্তীতে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়। ডাক্তার রোগ ধরতে পারেন না। অবশেষে অজ্ঞাত রোগে বা অপচিকিৎসায় অথবা বিনা চিকিৎসায় সে দ্রুত মারা যায়। অথচ বিষদাতা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। রাজশাহীর বাজারে লিচু ও আমের শতকরা ৯৫ ভাগ বিষযুক্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং এইসব ফলচাষী ও ব্যবসায়ীদের ক্রস ফায়ারে হত্যা করার দাবী উঠেছে। গত ১০ জুলাই সিরাজগঞ্জের শাহাজাদপুরে বাজারের কেনা আম খেয়ে চারজন হাসপাতালে নীত হয়েছে। যাদের একজনের অবস্থা আশংকাজনক। সৈয়দপুরে বিষাক্ত কেমিকেলের ড্রাম ধরা পড়েছে। যেখানে কাঁঠাল, লিচু, আপেল, ডালিম, বেদানা, তরমুজ ইত্যাদি চুবিয়ে উঠানো হয় এবং সপ্তাহকাল তাযা রেখে বিক্রি করা হয়। কলায় মোচা ধরার পরপরই তাতে স্প্রে করা হয়। তাতে কলা মোটা হয়। কিন্তু স্বাদহীন ও বিষাক্ত হয়। আলু-টমেটোতে প্রকাশ্যে কেমিক্যাল মিশিয়ে বিক্রি করা হয়। যার ছবি প্রায়ই পত্র-পত্রিকায় আসে। ভ্রাম্যমান আদালত মাঝে-মধ্যে আড়তে হানা দিয়ে এগুলি বিনষ্ট করে দেন। কিন্তু মূল আসামীদের টিকিতে হাত দেন না। অনেক ব্যবসায়ী শুকরের চর্বি দিয়ে সিমাই ভেজে ঘিয়ে ভাজা টাটকা সেমাই বলে চালিয়ে দেন বলে জানা যায়। অনেক বেকারীতে পচা ডিম মিশানো হয়। অনেক হোটেলে মরা মুরগী, কুকুরের গোশত ইত্যাদি বিক্রি হয় ও পচা-বাসি খাবার পরিবেশন করা হয়। অনেক ফার্মেসীতে মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ বিক্রি করা হয়। যা জনস্বাস্থ্যে দারুণ ক্ষতিকর।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ ‘ক্ষতিগ্রস্ত হয়োনা এবং কারু ক্ষতি করো না’।[১২] যারা এভাবে জেনে-শুনে মানুষের ক্ষতি করে, তারা সাময়িক লাভবান হলেও তারা হারামখোর। তাদের জন্য জান্নাত হারাম।

৫। বস্তু হালাল। কিন্তু প্রতারণা যুক্ত হওয়ায় তা হারামে পরিণত হয়। যেমন দুধের সাথে পানি বা পাউডার মিশানো, ড্রেনের ময়লা পানি বোতলজাত করে মিনারেল ওয়াটার বলে চালানো, নিম্নমানের পণ্য উন্নত মানের বলে প্রচার করা, নীচে নিম্নমানের পণ্য রেখে উপরে উত্তম পণ্য সাজানো, দুগ্ধবতী গাভী বিক্রয়ের পূর্বে দুধ আটকানো, গরু মোটাতাজা করার নামে ইউরিয়া সার ও অন্যান্য বস্তু খাওয়ানো, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। মুরগী বিক্রির আগে তাকে পাথরের টুকরা খাইয়ে অধিক ওযনদার করা। ভাল সিমেন্টের সাথে নষ্ট সিমেন্ট গুড়া করে মিশানো ইত্যাদি যাবতীয় রকমের ভেজাল মিশ্রিত বস্তু।

৯ জুলাই’১২ পত্রিকার রিপোর্ট মোতাবেক দেশে বর্তমানে ২৫৮টি এলোপ্যাথী, ২২৪টি আয়ুর্বেদী, ২৯৫টি ইউনানী ও ৭৭টি হোমিওপ্যাথিসহ মোট ৮৫৪টি ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ঔষধ কোম্পানীগুলোর মধ্যে বড় জোর ৪০টি ছাড়া বাকী প্রতিষ্ঠানগুলো নকল ও নিম্নমানের ঔষধ তৈরী করে বলে অভিযোগ রয়েছে। সম্প্রতি ৬২টি কোম্পানীর উৎপাদন সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হলেও এগুলির নাম রহস্যজনকভাবে প্রকাশ করা হয়নি। ফলে তাদের ঔষধ বাজারে চলছে আগের মতই’।

জানা যায়, বড় বড় ডাক্তাররাই এইসব ভেজাল ঔষধ বাজারে চালু করার মূল সহযোগী। তারা এইসব কোম্পানীর কাছ থেকে বহু মূল্যের গিফ্ট (ঘুষ) নিয়ে তাদের ঔষধ প্রেসক্রিপশন করেন। কমদামের খাঁটি ঔষধ বাদ দিয়ে উচ্চ মূল্যের ভেজাল ঔষধ লিখে দেন। কারণ রোগীদের ধারণায় দামী ঔষধ খাঁটি ও দ্রুত ফলদায়ক। অনেক সময় রোগীর ঔষধের প্রয়োজন না হ’লেও স্রেফ কোম্পানীর স্বার্থে বাড়তি ঔষধ লিখে দেন।

শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ। তারা আমাদের সবচেয়ে প্রিয়। অথচ এই নিষ্পাপ ফুটফুটে শিশুদের আমরাই হত্যা করছি নিষ্ঠুরের মত। এদের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত খাঁটি গরুর দুধে ভেজাল মিশিয়ে তা বিষাক্ত নকল দুধে পরিণত করা হচ্ছে। এমনকি আদৌ দুধ নয়, বরং তরল পদার্থের সাথে অন্যান্য বস্তু মিশিয়ে নকল দুধ বানানো হচ্ছে। ফরমালিন মেশানো দুধ, মিষ্টি, আইসক্রিম এবং কাপড়ের রং মেশানো চকোলেট, কেক, চানাচুর ইত্যাদি খেয়ে বিশেষ করে শিশুরা দ্রুত কিডনী রোগে ও ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে। এখন নকল ডিমও চোরাই পথে আসছে বিদেশ থেকে। দুগ্ধজাত ঘি, মাখন, ছানা সবকিছুতে ভেজাল। জমিতে যে সার দেওয়া হচ্ছে, সেখানেও ভেজাল। ফলে কৃষক প্রতারিত হচ্ছে। গাছে আশানুরূপ দানা ও ফল আসছে না। চাউলেও এখন ভেজাল মিশানো হচ্ছে। এক কথায় মানুষের হাত ঘুরে যেটাই আসছে, সেটাতেই ভেজাল। এমনকি বিষেও ভেজাল।

ভেজাল চেনার উপায় :

১. চাঁপাইয়ের আম যখন হলুদ হবে ২. লিচু যখন তার স্বাভাবিক রং হারিয়ে ফ্যাকাশে অথবা অধিক হলুদ হবে ৩. পাকা কলা যখন অস্বাভাবিক রং হবে ও অধিক মোটা হবে। খোসা পাকবে ও পচবে। কিন্তু ভিতর শক্ত থাকবে ও স্বাদ নষ্ট হবে ৪. আপেল, কমলা, আঙ্গুর যখন বেশী চকচক করবে। আপেলের ভিতরটা পচা, উপরের অংশ ভাল। বুঝতে হবে বিষযুক্ত।

করণীয় : এইসব ফল কাউকে দিবেন না। মাটিতে পুঁতে ফেলবেন অথবা বদ্ধ ডোবায় বা স্রোতে ফেলে দিবেন।

১২. *আহমাদ, ইবনু মাজাহ হা/২৩৪০; ছহীহাহ হা/২৫০।*

বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য অধিদফতর প্রকাশিত স্বাস্থ্য বুলেটিন-২০১১-তে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী গত এক দশক ধরে বাজারে যেসব ভোগ্যপণ্য বিক্রি হচ্ছে তার শতকরা ৫০ ভাগই ভেজাল। মহাখালী জনস্বাস্থ্য ইন্সটিটিউটের ফুড টেস্টিং ল্যাবরেটরীতে ২০০১ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত রাজধানীসহ সারা দেশ থেকে নমুনা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ভোগ্যপণ্যের শতকরা ৪৮ ভাগই ভেজাল এবং ২০১০ সালে এর হার ছিল ৫২ ভাগ। উক্ত ল্যাবরেটরীর রিপোর্ট মোতাবেক দেশের বিভিন্ন কোম্পানীর ঘি ও বাজারের মিষ্টির শতকরা ৯০ ভাগই ভেজাল। তারা বলেন, মাছে ফরমালিন ও ফলমূলে হরহামেশা কার্বাইড, ইথাইনিল ও এথ্রিল মিশানো হচ্ছে'। গত ৫ই জুলাই প্রকাশিত পত্রিকার রিপোর্ট মোতাবেক দেশের প্রসিদ্ধ 'প্রাণ' কোম্পানীর হট টমেটো সস পুরোটাই ভেজাল ও স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে ল্যাব টেস্টে। তাদের বিরুদ্ধে দু'টি মামলাও হয়েছে। অথচ দেশের বড় বড় তারকা হোটেলে এগুলি সাপ্লাই দেওয়া হয়।

বস্তুতঃ এইসব ভেজাল যারা মিশায়, যারা সহযোগিতা করে এবং যেসব সরকারী কর্মকর্তা এসব দেখেও না দেখার ভান করে, তারা প্রত্যেকে দায়ী হবে। যারা এইসব ভেজাল খেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তাদের সকলের ক্ষতির দায়ভার ক্বিয়ামতের দিন ঐসব লোকদের উপর বর্তাবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّار 'যে ব্যক্তি আমাদের ধোঁকা দেয়, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়। ধোঁকাবাজ ও প্রতারক জাহান্নামী'।[১৩] অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আত লাভে ব্যর্থ হবে। ফলে সে জাহান্নামী হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ : مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ : أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ : أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّى-

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন একটি খাদ্যস্তূপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলে তাঁর হাত ভিজে গেল। তিনি বিক্রেতাকে কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল, বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তাহ'লে তুমি কেন ভিজা অংশটি উপরে রাখলে না? মনে রেখ, যে প্রতারণা করে, সে আমার দলভুক্ত নয়'।[১৪]

শাস্তি বিধান :

ইসলামে তিন ধরনের শাস্তি বিধান রয়েছে। হুদূদ, ক্বিছাছ ও তা'যীর।

১. হুদূদ : যেগুলি আল্লাহ্‌র হক-এর সাথে সংশ্লিষ্ট এবং যেগুলির দণ্ডবিধি কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। যেমন যেনা, চুরি, মদ্যপান, ধর্মত্যাগ ইত্যাদির শাস্তি।

২. ক্বিছাছ : যেগুলি বান্দার হক-এর সাথে জড়িত। এগুলির শাস্তি হ'ল জীবনের বদলে জীবন, অঙ্গের বদলে অঙ্গ, যখমের বদলে যখম' *(বাক্বারাহ ২/১৭৮-৭৯; মায়েদাহ ৫/৪৫)*।

৩. তা'যীর : যেসব শাস্তি ইসলাম বিচারকদের উপর ন্যস্ত করেছে। অপরাধের গুরুত্ব বুঝে বিচারকগণ গুরু ও লঘু দণ্ড দিতে পারেন।

এক্ষণে খাদ্যে বিষ ও ঔষধে ভেজাল মিশানো ও তাতে জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি ও মৃত্যু হওয়া সাধারণভাবে তা'যীরের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হলেও ক্ষেত্র বিশেষে তা ক্বিছাছ-এর পর্যায়ে চলে যায়। অমনিভাবে ভেজাল সিমেন্টে বিল্ডিং বা ব্রীজ-কালভার্ট নির্মাণ করে তা ভেঙ্গে পড়ে যদি মানুষের মৃত্যু হয়, তাহ'লে সেটাও অনেক সময় ক্বিছাছ-এর পর্যায়ে চলে যায়। এইসব নীরব ঘাতকদের বিরুদ্ধে অবশ্যই কঠোর আইন তৈরী করা উচিত এবং বিচারকদের নিরপেক্ষভাবে ও নিরাসক্ত মনে এদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধান করা উচিত। কেননা ভেজাল দানকারীরা মানুষ হত্যাকারী এবং তারা নিঃসন্দেহে বান্দার হক বিনষ্টকারী।

সামাজিক শাস্তি :

উপরোক্ত আইনী ও প্রশাসনিক শাস্তি ছাড়াও সামাজিকভাবে এইসব নরঘাতকদের ঘৃণা ও বয়কট করা উচিত। এদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক ও সামাজিক সুসম্পর্ক স্থাপন করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। ইতিমধ্যে যেমন সূদখোর ও ভূমিদস্যুরা সমাজে ঘৃণিত শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। খাদ্যে বিষ ও ভেজালদানকারী ব্যবসায়ী ও ফলচাষীরাও তেমনি যত দ্রুত জনগণের কাছে ঘৃণিত ও ধিকৃত হবে, তত দ্রুত এদের হাত থেকে মানুষ রক্ষা পাবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِه فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِه فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِه وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَان 'তোমাদের যে কেউ কোন অন্যায় কাজ দেখলে সে যেন তা হাত দিয়ে প্রতিরোধ করে। না পারলে যবান দিয়ে, না পারলে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে। আর সেটা হ'ল দুর্বলতম ঈমান'।[১৫] অন্য বর্ণনায় এসেছে, এর বাইরে তার মধ্যে সরিষাদানা পরিমাণ ঈমান নেই'।[১৬]

তাই প্রশাসনের কর্তব্য এদের ধরে নিয়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া। সমাজনেতা ও সচেতন ব্যক্তিদের কর্তব্য যবান ও কলম দিয়ে এদের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলা। আর নিরীহ মানুষের কর্তব্য এদের প্রতি অন্তর থেকে ঘৃণা পোষণ করা ও এদেরকে বয়কট করা।

---

১৩. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২০; ছহীহ ইবনু হিব্বান, ছহীহাহ হা/১০৫৮।*
১৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৬০ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়-১১ অনুচ্ছেদ-৫।*
১৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৭।*
১৬. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৭।*

কুরআনের বাণী :

যারা সমাজে কৃত্রিম অভাব ও দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে এবং যারা বিষ ও ভেজাল মিশানোর মাধ্যমে মানুষ হত্যা করে, তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ বলেন, مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا 'যে ব্যক্তি নরহত্যা বা জনপদে ফাসাদ সৃষ্টি ব্যতিরেকেই কাউকে হত্যা করল, সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করল' *(মায়েদাহ ৫/৩২)*। তিনি বলেন, لاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ 'তোমরা পরস্পরকে হত্যা করো না' *(নিসা ৪/২৯)*। তিনি আরও বলেন, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا 'মন্দের প্রতিফল মন্দই হবে' *(শূরা ৪২/৪০)*। তিনি ঈমানদারগণের উদ্দেশ্যে বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না' *(নিসা ৪/২৯)*। আল্লাহ বলেন, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ 'তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তিনি সর্বদা তোমাদের সাথে আছেন এবং তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সবই দেখেন' *(হাদীদ ৫৭/৪)*।

হাদীছের বাণী :

যারা এগুলি করে তারা মূলতঃ লোভের বশবর্তী হয়েই করে। লোভ মানুষের সহজাত ও তার ষড়রিপুর অন্তর্ভুক্ত। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَوْ كَانَ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لاَبْتَغَى ثَالِثًا، وَلاَ يَمْلأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ 'যদি আদম সন্তানকে দুই ময়দান ভর্তি মাল দেওয়া হয়, তাহলেও সে তৃতীয় আরেকটি ময়দান চাইবে। কবরে যাওয়া পর্যন্ত তার পেট ভরবে না। তবে যে ব্যক্তি তওবা করে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন'।[১৭]

ষড়রিপু আল্লাহ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন তাকে পরীক্ষা করার জন্য। মুমিনগণ এগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তার বিনিময়ে আল্লাহ্র অনুগ্রহ কামনা করেন। লোভ ও কৃপণতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রকৃত মুমিন সর্বদা উদার ও দানশীল হয়। সে কখনোই লোভ ও কৃপণতার কাছে নতি স্বীকার করে না। কেননা এ দু'টির মাধ্যমে আল্লাহ তাকে বেশী পরীক্ষা করে থাকেন। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيْمَانُ فِى قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا 'কৃপণতা ও ঈমান কখনোই কোন মুমিনের হৃদয়ে একত্রিত হ'তে পারে না'।[১৮] কিন্তু অসৎ ব্যবসায়ীরা সাধারণতঃ লোভে পড়েই অন্যায় করে। তারা মিথ্যা কসম করে ভেজাল মাল খাঁটি বলে বিক্রি করে ও অধিক লাভ করে। এইভাবে তারা হরহামেশা খরিদ্দারকে ঠকায়। এর দ্বারা তারা নিজেদেরকে অধিক চতুর ও অধিক লাভবান মনে করে। অথচ সে এর দ্বারা তার আখেরাত হারালো। 'ক্বিয়ামতের দিন তার হাত-পা তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে' *(হামীম সাজদাহ ৪১/২০)*।

ভেজাল দানকারী ও মিথ্যা শপথকারী প্রতারক ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ : الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلَفِ الْكَاذِبِ 'তিনজন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে ফিরেও তাকাবেন না- (১) যে ব্যক্তি অহংকার বশে টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরে (২) যে ব্যক্তি দান করে খোটা দেয় এবং (৩) যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে অধিক দামে মাল বিক্রি করে ও তা চালু করার চেষ্টা করে'।[১৯]

আখেরাতের শাস্তি :

কৃপণ ব্যক্তি ও লোভী ধনিক শ্রেণী সাধারণতঃ এই অপকর্মগুলি করে থাকে আরো অধিক ধনী হওয়ার আশায়। বিশেষ করে রামাযান মাস এলে এদের শয়তানী নেশা আরো বেড়ে যায়। ফলে রামাযানের বরকত হাছিলের জন্য যেখানে জিনিষ-পত্রের মূল্য কমানো উচিত এবং লাভ কম করা উচিত, সেখানে এরা লাগামহীন ভাবে দাম বাড়িয়ে দেয়। তারা কেউ কেউ নিয়মিত ছালাত-ছিয়াম ও হজ্জ-ওমরাহ সম্পাদন করে। তাদের ধারণায় এসবের মাধ্যমে বান্দার হক নষ্ট করার মহাপাপ সব মাফ হয়ে যাবে। অথচ তারা জানেন না যে, বান্দার হক বান্দা মাফ না করলে তা কখনো আল্লাহ মাফ করেন না।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সবাইকে বললেন, أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ. فَقَالَ : إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِى قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ– 'তোমরা কি জানো নিঃস্ব কে? তারা বলল, আমাদের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি যার কোন টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব ঐ ব্যক্তি, যে ক্বিয়ামতের দিন ছালাত, ছিয়াম, যাকাত ইত্যাদির নেকী নিয়ে হাযির হবে। কিন্তু দেখা যাবে যে, সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারু মাল আত্মসাৎ করেছে, কারু রক্ত প্রবাহিত করেছে ও কাউকে

১৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২৭৩ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়-২৬, অনুচ্ছেদ-২।*
১৮. *নাসাঈ হা/৩১১০ 'জিহাদ' অধ্যায় ৮ অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৩৮২৮।*
১৯. *মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৯৫; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৯৯৫ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়-১১, অনুচ্ছেদ-২, ১৫।*

মেরেছে। তখন তার নেকীসমূহ থেকে তাদের বদলা দেওয়া হবে। এভাবে দিতে দিতে তার সব নেকী শেষ হয়ে গেলে বাকী বদলার জন্য দাবীদারদের পাপসমূহ তার উপরে চাপানো হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে' (এভাবেই নেকীর পাহাড় নিয়ে আসা লোকটি অবশেষে নেকীহীন নিঃস্ব ব্যক্তিতে পরিণত হবে এবং জাহান্নামে পতিত হবে)।[২০] আল্লাহ বলেন, فَأَمَّا مَنْ طَغَى، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى– 'অতঃপর যে ব্যক্তি সীমালংঘন করে' ও দুনিয়াবী জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়', 'জাহান্নামই তার ঠিকানা হবে' *(নাযে'আত ৭৯/৩৭-৩৯)*।

সরকারের প্রতি পরামর্শ :

১. প্রশাসনিক কঠোরতা বৃদ্ধি করুন এবং কর্তব্যে উদাসীন ও ঘুষখোর অফিসারদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিন। তাদেরকে গ্রামে ও বাজারে পাঠিয়ে ভেজালের অপকারিতা সম্পর্কে চাষী ও ব্যবসায়ীদের সজাগ করে তুলতে বলুন।

২. দলীয় নিয়োগ নীতি বাতিল করে মেধা, সততা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রশাসনের সর্বত্র লোক নিয়োগ করুন। সেই সাথে চাঁদাবাজ ও দলীয় ক্যাডারদের দৌরাত্ম্য বন্ধ করুন।

৩. ফরমালিন ও বিষাক্ত কেমিক্যাল তৈরীর কারখানাগুলির বিপণন কঠোরভাবে তদারকি করুন। সাথে সাথে যাতে এগুলি বিদেশ থেকে দেশে প্রবেশ করতে না পারে, তার যথাযোগ্য ব্যবস্থা নিন।

৪. দেশের কৃষি বিজ্ঞানীদের এমন কিছু আবিষ্কার করতে উদ্বুদ্ধ করুন, যা বিষমুক্ত ভাবে শস্য ও ফল-মূল সংরক্ষণে সহায়ক হয়। সাথে সাথে ভেজাল শনাক্ত করণ মেশিন ও যন্ত্রপাতি সহজলভ্য করুন ও এর উপরে ছাত্র ও যুবকদের প্রশিক্ষণ দিন।

৫. চাষী ও ব্যবসায়ীদেরকে আল্লাহ্‌র উপরে ঈমান বৃদ্ধি ও তাক্বদীরে বিশ্বাসী হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করুন এবং তাদেরকে হালাল রূযী গ্রহণের প্রতি উৎসাহিত করুন।

৬. প্রত্যেক গ্রামের সৎ কৃষক ও বাজারের সৎ ব্যবসায়ীদের পুরস্কৃত করুন ও তাদের তালিকা টাঙিয়ে দিন।

৭. ভেজাল শনাক্তকারী মেশিনে পরীক্ষা করে বাজারে মালামাল সরবরাহ নিশ্চিত করুন। এজন্য বাজার কেন্দ্রিক নির্দলীয় 'ভোক্তা কমিটি' গঠন করে তাদের সহযোগিতা নিন।

৮. ভ্রাম্যমান আদালতের সংখ্যা ও তাদের লোকবল বৃদ্ধি করুন।

৯. ঔষধ প্রশাসনকে গতিশীল করুন। দেশে বর্তমানের মাত্র ২টির স্থলে ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরীর সংখ্যা প্রতি উপযেলায় একটি করে স্থাপন করুন। সেই সাথে সারা দেশে বর্তমানের মাত্র ৩৩ জনের স্থলে প্রতি উপযেলায় অন্ততঃ একজন করে ড্রাগ সুপার ও সহকারী সুপার নিয়োগ দিন।

১০. সরকারী কর্মকর্তাদের সরাসরি কৃষক ও উৎপাদকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে বলুন। সেই সাথে গ্রামের কৃষক, ব্যবসায়ী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিকটে গিয়ে তাদের সাথে নিয়মিত বৈঠক করতে বলুন।

উপসংহার :

পরিশেষে বলব, অন্য সবকিছুর চাইতে খাদ্যে ও ঔষধে ভেজাল দেওয়া সবচাইতে মারাত্মক অপরাধ। কেননা খাদ্য ছাড়া মানুষ বাঁচে না। আর ঔষধ ছাড়া রোগ সারে না। যেকোন মানুষ এ দু'টি বস্তু ছাড়া দুনিয়ায় বাঁচতে পারে না। যারা এসবে বিষ দেয় ও ভেজাল মেশায়, তারাও এসবের মুখাপেক্ষী। দেখা যাবে যে, তারই বিষ দেওয়া ফল খেয়ে সে নিজে বা তার কোন নিকটাত্মীয় রোগাক্রান্ত হয়েছে বা মৃত্যু বরণ করেছে। তারই তৈরী ভেজাল ঔষধে তার নিজের বা তার কোন নিকটাত্মীয়ের মৃত্যু হয়েছে। তার ভাবা উচিত যে, দুনিয়ায় মানুষকে ফাঁকি দেওয়া গেলেও আল্লাহকে ফাঁকি দেওয়া যাবে না। يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ 'মানুষের চোখের চাহনি ও অন্তরের গোপন কথা তিনি জানেন' *(মুমিন ৪০/১৯)*। অতএব যারা এগুলি করেন এবং যারা এগুলিতে প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেন, সকলে সমানভাবে দায়ী হবেন এবং সবাইকে ক্বিয়ামতের কঠিন দিনে আল্লাহ্‌র সম্মুখে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كُنْ فِى الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَعُدَّ نَفْسَكَ فِى أَهْلِ الْقُبُورِ 'তুমি দুনিয়াতে বসবাস কর এমন অবস্থায় যেন তুমি একজন আগন্তুক ব্যক্তি অথবা পথযাত্রী মুসাফির। আর তুমি সর্বদা নিজেকে কবরের বাসিন্দাদের মধ্যে গণ্য কর'।[২১]

আল্লাহ তুমি আমাদেরকে জান্নাতের পথে হেদায়াত দান কর- আমীন!

২০. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৭ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়-২৫ 'যুলুম অনুচ্ছেদ-২১।*

২১. *বুখারী, মিশকাত হা/৫২৭৪; বঙ্গানুবাদ হা/৫০৪৪ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়-২৬ 'আশা ও লোভ-লালসা' অনুচ্ছেদ-২।*

অন্তর কঠিন হওয়ার কারণ ও প্রতিকার

*মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ**

মানুষ কেবল দেহসর্বস্ব জীব নয়। সুন্দর দৈহিক অবয়বের সাথে মহান আল্লাহ মানুষকে সুন্দর একটি ক্বলব বা অন্তর দিয়েছেন। যার মাধ্যমে মানুষ চিন্তা করে জীবনের ভাল-মন্দ বেছে নেয়। মানুষের অন্তরের চিন্তা-ভাবনার উপরই নির্ভর করে তার অন্যান্য অঙ্গের ভাল কাজ বা মন্দ কাজ সম্পাদন করা। এই ক্বলব বা অন্তরেই মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস বা আক্বীদার অবস্থান। আর আল্লাহ বান্দার অন্তরই দেখেন।[২২] এই ক্বলব বা অন্তর হ'ল পরিকল্পনাকারী এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি বাস্তবায়নকারী। অন্তর ভাল থাকলে, মানুষের কাজও ভাল হবে।[২৩] অন্তর বা মন খারাপ থাকলে, কাজে মনোযোগ থাকে না। কাজ হয় অগোছালো, অসুন্দর। শরীরের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় এই অন্তরেরও রোগ-ব্যাধি হয়ে থাকে। শরীরের অন্যান্য রোগের কথা মানুষ জানলেও অন্তরের রোগ সম্পর্কে অনেকেই অজ্ঞ। ফলে অধিকাংশ মানুষের অন্তর সুস্থ না থাকার কারণে পাপ কাজ করেই যাচ্ছে। আল্লাহ্র আযাবের কথা শুনেও কর্ণপাত করছে না। অন্তর কঠিন হওয়া অন্তরের একটি অন্যতম রোগ। অন্তর কঠিন হ'লে মানুষ আল্লাহ্র আযাব ও জাহান্নামের শাস্তির কথা শুনে বিগলিত হয় না। আল্লাহ বনী ইসরাঈলদের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً 'অতঃপর এ ঘটনার পরে তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে। তা পাথরের মত অথবা তদপেক্ষাও কঠিন' *(বাক্বারা ২/৭৪)*। অন্য আয়াতে তিনি বলেন, وَلَـٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ– 'বস্তুতঃ তাদের অন্তর কঠোর হয়ে গেল এবং শয়তান তাদের কাছে সুশোভিত করে দেখাল, যে কাজ তারা করছিল' *(আন'আম ৬/৪৩)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُم مِّن ذِكْرِ اللهِ– 'যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণের ব্যাপারে কঠোর, তাদের জন্য দুর্ভোগ। তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে রয়েছে' *(যুমার ৩৯/২২)*। আল্লাহ আরো বলেন, فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ 'তাদের উপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে। অতএব তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গেছে' *(হাদীদ ৫৭/১৬)*।

অন্তর কঠিন হওয়ার আলামত :

(১) আল্লাহ্র আনুগত্য ও ভালকাজে অলসতা : মানুষের অন্তর কঠিন হ'লে ইবাদতে অলসতা চলে আসবে। ছালাত পড়বে কিন্তু অন্তরে আল্লাহ্র ভয় থাকবে না। ছালাতে নফল ও সুন্নাত আদায়ের পরিমাণ কমে যাবে। মুনাফিকদের চরিত্র প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, وَلاَ يَأْتُوْنَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنْفِقُوْنَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُوْنَ 'তারা ছালাতে আসে অলসতার সাথে আর ব্যয় করে সংকুচিত মনে' *(তওবা ৯/৫৪)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, – وَإِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلاَةِ قَامُوْا كُسَالَى 'যখন তারা ছালাতে দাঁড়ায় তখন তারা অলসভাবে দাঁড়ায়' *(নিসা ৪/১৪২)*।

(২) আল্লাহ্র আয়াত ও উপদেশ শুনে অন্তর প্রভাবিত না হওয়া : অন্তর কঠিন হ'লে মানুষ কুরআনের আয়াত শুনে বিশেষ করে আযাবের আয়াতগুলি শুনে ভীত হয় না; বরং কুরআন পড়া ও শোনাকে নিজের কাছে ভারী মনে হয়। আল্লাহ বলেন, فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيْدِ 'অতএব যে আমার শাস্তিকে ভয় করে, তাকে কুরআনের মাধ্যমে উপদেশ দান করুন' *(ক্বাফ ৫০/৪৫)*। অন্যত্র আল্লাহ মুমিনদের প্রশংসা করে বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ– 'যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহ্র নাম নেয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় আল্লাহর আয়াত, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় পরওয়ারদেগারের প্রতি ভরসা করে' *(আনফাল ৮/ ২)*।

(৩) দুনিয়াতে আল্লাহ্র আযাব-গযব ও মানুষের মৃত্যু দেখে অন্তর ভীত না হওয়া : মানুষ সাধারণত আযাব-গযব ও নিকটজনের মৃত্যু দেখলে ভীত হয়। কিন্তু কেউ যদি ভীত না হয়, ভাল আমল না করে, খারাপ আমল ছেড়ে না দেয়, তাহ'লে বুঝতে হবে তার অন্তর কঠিন হয়ে গেছে। আল্লাহ বলেন, أَوَلاَ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِيْ كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لاَ يَتُوْبُوْنَ وَلاَ هُمْ يَذَّكَّرُوْنَ 'তারা কি লক্ষ্য করে না, প্রতিবছর তারা দু'একবার বিপর্যস্ত হচ্ছে, অথচ তারা এরপরও তওবা করে না কিংবা উপদেশ গ্রহণ করে না' *(তওবা ৯/১২৬)*।

(৪) দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি পাওয়া ও আখেরাতকে ভুলে যাওয়া : মুমিনদের আসল বাসস্থান হ'ল জান্নাত। দুনিয়া হ'ল আখেরাতের শস্যক্ষেত্র। যদি কেউ আখেরাতের কথা ভুলে দুনিয়া অর্জনের পিছনে লেগে থাকে, তাহ'লে বুঝতে হবে তার অন্তর কঠিন হয়ে গেছে।

(৫) আল্লাহকে সম্মান করা কমে যাওয়া : আল্লাহকে সম্মান না করার অর্থ হ'ল আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধকে মান্য না করা। সুতরাং কেউ আল্লাহ্র আদেশকে মান্য না করে নিষেধগুলিতে ডুবে থাকলে বুঝতে হবে লোকটির অন্তর কঠিন হয়ে গেছে।

অন্তর কঠিন হওয়ার কারণ :

অন্তর কঠিন হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে। নিম্নে সেগুলি আলোচনা করা হ'ল।-

(১) অন্তরকে দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত রেখে আখেরাতকে ভুলিয়ে রাখা : এটা হচ্ছে অন্তর কঠিন হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ। যদি দুনিয়ার ভালবাসা আখেরাতের ভালবাসার চেয়ে প্রাধান্য

---

* *তুলাগাঁও, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।*

২২. *মুসলিম, মিশকাত তাহক্বীক আলবানী, 'রিক্বাক' অধ্যায়, 'লোক দেখানো ও নাম কুড়ানো' অনুচ্ছেদ হা/৫৩১৪, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৭।*

২৩. *বুখারী হা/৫২, মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৫৮৮।*

পায়, তাহ'লে ধীরে ধীরে অন্তর কঠিন হ'তে আরম্ভ করে। ফলে ঈমান কমে যায়, সৎ কাজকে ভারী মনে হয়, দুনিয়াকে ভালবাসা আরম্ভ করে এবং আখেরাতকে ভুলে যেতে থাকে। জনৈক সৎ বান্দা বলেছেন,

ما من عبد إلا وله عينان في وجهه يبصر بهما أمر الدنيا، وعينان في قلبه يبصر بهما أمر الآخرة، فإذا أرد الله بعبد خيراً فتح عينيه اللتين في قلبه، فأبصر بهما ما وعد الله بالغيب، وإذا أراد به غير ذلك تركه على ما فيه، ثم قرأ-

'প্রত্যেক বান্দারই দু'টি চোখ রয়েছে। এক চোখ দিয়ে সে দুনিয়ার বিষয় দেখে। আর অন্তরে যে চোখ আছে তা দিয়ে সে আখেরাতের বিষয় দেখে। আল্লাহ যদি কোন বান্দার কল্যাণ চান, তাহ'লে তার অন্তরে যে চোখ আছে তা খুলে দেন। ফলে আল্লাহ অদৃশ্যের যে ওয়াদা করেছেন সে সেগুলি দেখতে থাকে। আর আল্লাহ যদি অন্য কিছু ইচ্ছা করেন, তাহ'লে তার অবস্থায় তাকে ছেড়ে দেন। তারপর এ আয়াতটি পাঠ করেন, 'তাদের অন্তর কি তালাবদ্ধ করা হয়েছে' *(মুহাম্মাদ ৪৭/২৪)*।

(২) **অলসতা :** এটা একটা সংক্রামক ব্যাধি। অন্তর এ রোগে আক্রান্ত হ'লে শরীরের সব অঙ্গে তা ছড়িয়ে পড়ে। শরীরের সব অঙ্গ কর্মক্ষমতা হারায়। আল্লাহ বলেন, أُولَـئِكَ الَّـذِيْنَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَـئِكَ هُـمُ الْغَـافِلُوْنَ- 'তারা হ'ল সে সমস্ত লোক যাদের অন্তর, শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির উপর আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন' *(নাহল ১৬/১০৮)*। আল্লাহ মানুষকে যে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়েছেন, মানুষের উচিত সেগুলি সঠিকভাবে কাজে লাগানো। অন্যথা সেই গাফেলদের জন্য আল্লাহ আযাবের ব্যবস্থা রেখেছেন। আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْراً مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ لَهُمْ قُلُوْبٌ لاَّ يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُوْنَ بِهَا أُوْلَـئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ-

'আমি বহু জিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের হৃদয় রয়েছে, কিন্তু তারা তদ্বারা উপলব্ধি করে না। তাদের চক্ষু রয়েছে কিন্তু তারা তদ্বারা দেখে না। তাদের কর্ণ রয়েছে, কিন্তু তদ্বারা তারা শোনে না। তারাই হ'ল পশুর ন্যায় বরং তা অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত। তারাই হ'লো গাফিল বা অমনোযোগী' *(আ'রাফ ৭/১৭৯)*।

(৩) **খারাপ বন্ধুদেরকে ভালবাসা ও তাদের সাথে উঠা-বসা করা :** কথায় আছে 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'। মানুষ যার সাথে চলাফেরা করে তার আচার-আচরণ অন্য জনের উপরও প্রভাব বিস্তার করে। রাসূল (ছঃ) বলেছেন,

مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ، وَكِيرِ الْحَدَّادِ، لاَ يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ، أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ، وَكِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً.

'সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ আতর বিক্রেতা ও কর্মকারের হাপরের ন্যায়। আতর বিক্রেতার থেকে শূন্য হাতে ফিরে আসবে না। হয় তুমি আতর খরিদ করবে, না হয় তার সুঘ্রাণ পাবে। আর কর্মকারের হাপর হয় তোমার ঘর অথবা তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে, না হয় তুমি তার দুর্গন্ধ পাবে'।[২৪]

ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন লোক নবী (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা সে ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলব, যে কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসে অথচ তাদের সাথে সাক্ষাত হয়নি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, المرء مع مـن احـب 'মানুষ তার সাথেই থাকবে সে যাকে ভালবাসে'।[২৫] অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

لَمَّا وَقَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِى الْمَعَاصِى نَهَتْهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ فَلَـمْ يَنْتَهُوا فَجَالَسُوهُمْ فِى مَجَالِسِهِمْ وَوَاكَلُـوهُمْ وَشَـارَبُوهُمْ فَضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ وَلَعَنَهُمْ عَلَى لِـسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

'বনু ইসরাঈলরা যখন পাপাচারে লিপ্ত হ'ল, তখন তাদের আলেম দরবেশগণ প্রথমদিকে এইসব অন্যায়ের প্রতিবাদ করত। কিন্তু লোকেরা বিরত না হওয়ায় পরে তারা দুষ্টমতি সমাজ নেতা ও বড়লোকদের সাথে উঠা-বসা ও খানাপিনা করত। ফলে আল্লাহ তাদের পরস্পরের অন্তরকে পাপাচারে কুলষিত করে দেন। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) তাদের উপর লা'নত করেন'।[২৬]

(৪) **অধিক হারে গুনাহ ও খারাপ কাজ করা :** অধিক হারে পাপ বান্দার অন্তরকে কঠিন করে তোলে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِى قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِى ذَكَرَ اللهُ (كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)

'যখন বান্দা কোন পাপ করে, তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। যখন সে তওবা করে, তখন সেটা তুলে নেওয়া হয়। আর ইস্তেগফারের মাধ্যমে অন্তরকে পরিষ্কার করা হয়। আর যদি পাপ বাড়তেই থাকে, তাহ'লে দাগও বাড়তে থাকে। আর এটাই হ'ল মরিচা। যেমন আল্লাহ বলেন, না এটা সত্য নয়; বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের মনের উপর

২৪. *বুখারী হা/২১০১, মিশকাত হা/৫০১০ তাহক্বীক আলবানী 'আদব' অধ্যায় 'আল্লাহর জন্য ভালবাসা' অনুচ্ছেদ।*

২৫. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০০৮ তাহক্বীক : আলবানী 'আদব' অধ্যায় 'আল্লাহর জন্য ভালবাসা' অনুচ্ছেদ; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৯,৩৭০,৩৬৮।*

২৬. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৪৮।*

মরিচারূপে জমে গেছে' *(মুতাফফিফীন ৮৩/১৪) আহমাদ, তিরমিযী*।

(৫) মৃত্যুর কষ্ট ও আখেরাতের আযাব ভুলে যাওয়া : মৃত্যু ও আখেরাতের চিন্তা মানুষের অন্তরকে নরম রাখে। কেউ মৃত্যুর কথা ও আখেরাতে জবাবদিহিতার কথা ভুলে গেলে তার অন্তর কঠিন হয়ে যায়।

অন্তর কঠিন হওয়ার প্রতিকার :

(১) আল্লাহ তা'আলাকে চেনা : অন্তর কঠিন হওয়া থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার প্রথম ও প্রধান উপায় হ'ল আল্লাহর রহমত, ক্ষমা, শাস্তি ও মর্যাদা জানার মাধ্যমে অন্তর নরম করার চেষ্টা করা এবং আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণের জন্য ছুটে আসা। আল্লাহ বলেন, غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ إِلَيْهِ الْمَـــصِيْرُ– 'পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা ও সামর্থ্যবান। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তাঁরই দিকে হবে প্রত্যাবর্তন' *(গাফির ৪০/৩)*।

(২) কুরআন তিলাওয়াত করা : কুরআন তিলাওয়াত করা ও এর অর্থ বুঝে আমল করার মাধ্যমে অন্তর নরম হয়। আল্লাহ বলেন, الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصَّابِرِيْنَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ '(বিনয়ী হ'ল তারা) যাদের অন্তর আল্লাহ্র নাম স্মরণ করা হ'লে ভীত হয় এবং যারা তাদের বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করে' *(হজ্জ ২২/৩৫)*। ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রহঃ) কুরআন দ্বারা কঠিন অন্তরের কিভাবে চিকিৎসা করতে হবে তা অতি সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন এভাবে- 'এটির দু'টি পথ রয়েছে- এক- আপনার অন্তরকে দুনিয়া থেকে স্থানান্তর করে আখেরাতের দেশে নিয়ে যাবেন। দুই- অতঃপর কুরআনের অর্থ বুঝবেন এবং কেন নাযিল হয়েছে সেটা বুঝার চেষ্টা করবেন এবং প্রত্যেক আয়াত হ'তে আপনার জন্য প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করে তা আপনার অন্তরের ব্যধির উপর প্রয়োগ করবেন। তা যদি আপনার অসুস্থ অন্তরের উপর প্রয়োগ করেন, তাহ'লে আল্লাহ্র ইচ্ছায় আরোগ্য লাভ করবেন'।[২৭]

(৩) অন্তরকে পরকালীন চেতনায় উজ্জীবিত করা : অন্তরকে বুঝাতে হবে যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের পরে রয়েছে স্থায়ী, অনাদি, অনন্ত আখিরাতের জীবন। সে জীবনের তুলনায় এ নশ্বর জীবন নিতান্তই তুচ্ছ ও নগণ্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

والله مَا مَثَلُ الدُّنْيَا فِى الآخِرَةِ إِلاَّ مَثَلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ.

'আল্লাহর কসম! আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার উদাহরণ হ'ল যেমন তোমাদের কেউ মহাসাগরের মধ্যে নিজের একটি অঙ্গুলি ডুবিয়ে দেয়, এরপর সে লক্ষ্য করে দেখুক তা কি (পরিমাণ পানি) নিয়ে আসল'।[২৮]

জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি কানকাটা মৃত বকরীর বাচ্চার নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে একে এক দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করতে পসন্দ করবে'? ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা তো একে কোন কিছুর বিনিময়েই ক্রয় করতে পসন্দ করব না। তখন তিনি বললেন, فَوَاللهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِـــنْ هَـــذَا عَلَـــيْكُمْ 'আল্লাহর কসম! এটা তোমাদের কাছে যতটুকু নিকৃষ্ট, আল্লাহর কাছে দুনিয়া এর চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট'।[২৯]

(৪) মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী অবস্থার কথা চিন্তা করা : দুনিয়ার জীবনের পর সবাইকে মরতে হবে এবং দুনিয়ার জীবনের হিসাব আল্লাহ্র কাছে দিতে হবে। এ চিন্তা ও বিশ্বাসই মানুষর অন্তর নরম করতে পারে। মরণের পর কবরে যেতে হবে, মুনকার-নাকীরের প্রশ্নের জবাব দিতে হবে, হাশরের ময়দানে আমলনামা নিয়ে উঠতে হবে, আমল ভাল হ'লে জান্নাত, না হয় জাহান্নাম। একথা চিন্তা ও বিশ্বাসের মাধ্যমেই অন্তর নরম হয়। পক্ষান্তরে সে যদি পরকালের জবাবদিহিতার কথা ভুলে যায়, তাহ'লে তার অন্তর দুনিয়ার মায়ায় আচ্ছাদিত হয়ে কঠিন হয়ে যায়।

(৫) কবর যিয়ারত করা ও তাদের অবস্থা চিন্তা করা : কোন মানুষ যদি কবরের কাছে গিয়ে এই চিন্তা করে যে, এই কবরে যে আছে সে একদিন দুনিয়াতে ছিল, আমার মত খাওয়া-দাওয়া করত, চলাফেরা করত। আজকে সে কবরে চলে গেছে, তার দেহ মাটি হয়ে গেছে, তার সম্পদ তার ছেলে-মেয়েরা ভাগ করে নিয়েছে। আমাকেও একদিন তার মত কবরে যেতে হবে। তাহ'লে অন্তর নরম হবে। রাসূল (ছঃ) বলেছেন, كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلاَ فَزُوْرُوْهَا، فَإِنَّهَا تَـــرِقُ الْقَلْـــبَ. 'আমি প্রথমে তেমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা কবর যিয়ারত কর। কেননা এটা অন্তরকে নরম করে'।[৩০]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) তাঁর মায়ের কবর যিয়ারত করেছিলেন। অতঃপর তিনি কেঁদেছেন এবং আশেপাশে যারা ছিল তাদের কাঁদিয়েছেন। অতঃপর বললেন, আমি আল্লাহ্র কাছে আমার মায়ের জন্য ক্ষমা চাওয়ার অনুমতি চেয়েছি, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। আমি আল্লাহ্র কাছে তাঁর কবর জিয়ারত করার অনুমতি চেয়েছি। অতঃপর আমাকে অনুমতি দিয়েছেন। অতএব তোমরা কবর যিয়ারত কর। কেননা এটা মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়'।[৩১]

---

২৭. *মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ, ঈমানী দুর্বলতা, (ঢাকা: আল-ফুরকান প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ-২০০৪), অনু: মুহাম্মদ শামাউন আলী, পৃঃ ৩৬।*

২৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৫৬; তাহক্বীক : আলবানী, 'কিতাবুর রিক্বাক্ব; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৪৬৩।*

২৯. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৫৭ তাহক্বীক: আলবানী 'কিতাবুর রিক্বাক্ব'।*

৩০. *হাকেম, হা/১৩৯৩; আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।*

৩১. *আলবানী, আহকামুল জানায়িয, মাসআলা নং ১১৯।*

(৬) **আল্লাহর নির্দশনাবলী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা :** আল্লাহ কুরআনে আযাব-গযবের অনেক আয়াত নাযিল করেছেন। বিভিন্ন জাতি অবাধ্য হওয়ার কারণে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়ার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। চিন্তাশীল মানুষ যদি এগুলি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন তাহ'লে তার অন্তর নরম হবে। আল্লাহ বলেন,

كِتَاباً مُّتَشَابِهاً مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِيْ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلْ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ-

'আল্লাহ উত্তমবাণী তথা কিতাব নাযিল করেছেন, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ, পুনঃ পুনঃ পঠিত। এতে তাদের লোম কাঁটা দিয়ে উঠে চামড়ার উপর, যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, এরপর তাদের চামড়া ও অন্তর আল্লাহর স্মরণে বিনম্র হয়। এটাই আল্লাহ্র পথনির্দেশের মাধ্যম। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন তার কোন পথ প্রদর্শক নেই' *(যুমার ৩৯/২৩)*।

(৭) **বেশী বেশী আল্লাহ্র যিকর করা ও গুনাহ মাফ চাওয়া :** অন্তরের কঠিনতা যিকর ব্যতীত দূর হয় না। প্রত্যেকের উচিৎ অন্তরের কঠিনতা দূর করার জন্য আল্লাহ্র যিকর করা। একজন লোক হাসান (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي، قال: أذبه بالذكر. 'হে আবু সাঈদ! আপনার নিকট অন্তর কঠিন হওয়ার অভিযোগ করছি, তিনি বললেন, তুমি (অন্তরের কঠিনতা থেকে বাঁচতে) যিকর করবে। ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রহঃ) বলেছেন, صدأ القلب بأمرين: بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين: بالاستغفار والذكر. 'দু'টি জিনিস অন্তরকে বন্ধ করে দেয়- অলসতা ও গুনাহ, এবং দুটি জিনিস এটাকে শূন্যতা করে- ক্ষমাপ্রার্থনা ও যিকির।

(৮) **সৎ লোকদের সঙ্গী হওয়া ও তাদের থেকে উপদেশ গ্রহণ করা :** সৎ লোকদের সাথে থাকা, তাদের সাথে চলাফেরা করা ও তাদের থেকে উপদেশ নেওয়ার মাধ্যমে মানুষের অন্তর নরম থাকে। আল্লাহ বলেন,

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً.

'আপনি নিজেকে তাদের সৎসঙ্গে আবদ্ধ রাখুন যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে এবং আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, সে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, আপনি তার আনুগত্য করবেন না' *(কাহফ ১৮/২৮)*।

জাফর বিন সুলায়মান বলতেন, كنت إذا وجدت من قلبي قسوة غدوت فنظرة إلي وجه محمد بن واسع 'যখনই আমি আমার অন্তরের মধ্যে কঠিনতা লক্ষ্য করেছি, তখনই আমি মুহাম্মাদ বিন ওয়াছে'-এর চেহারার দিকে লক্ষ্য করেছি'।

(৯) **আত্মসমালোচনা করা :** মানুষ যদি নিজে নিজের দিকে না তাকায়, তাহ'লে সে তার অন্তরের রোগের অবস্থা জানতে পারে না। তাই মানুষের উচিত তার প্রতিদিনের কার্যকলাপের দিকে নিজেই লক্ষ্য রাখা এবং ভাল কাজ অব্যাহত রাখা ও মন্দা কাজ ত্যাগ করা।

১০. **দো'আ করা :** দো'আ প্রত্যেক মুমিনের প্রধান হাতিয়ার এবং অন্তরের কঠিনতা থেকে পরিত্রাণকারী। অন্তরের চিকিৎসার জন্য নিম্নোক্ত দো'আটি পড়া যায়, যা রাসূল (ছাঃ) করতেন, اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ.

উচ্চারণ : 'আল্লাহুম্মা মুছার্রিফাল কুলূব ছাররিফ কুলূবানা 'আলা তা'আতিক'। অর্থ: 'হে হৃদয় সমূহকে পরিবর্তনকারী! আমাদের হৃদয়গুলিকে আপনার আনুগত্যের দিকে ঘুরিয়ে দিন'।[১১] অন্য হাদীছে এসেছে, يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ. 'হে অন্তরের পরিবর্তনকারী! আপনি আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর স্থির রাখুন'।[১২]

পরিশেষে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদেরকে অন্তরের কঠিনতা থেকে রক্ষা করে সুস্থ অন্তর নিয়ে তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়ার তাওফীক্ব দান করেন- আমীন।

১১. *মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৪৭০, মিশকাত হা/৮৯*।
১২. *তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১০২*।

পবিত্রতা অর্জন সম্পর্কিত বিবিধ মাসায়েল

*মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম**

(৩য় কিস্তি)

মিসওয়াক সম্পর্কিত মাসআলা

পরিচিতি : খাদ্যকনা ও মুখের দুর্গন্ধ দূর করার জন্য কাঠি, ডাল বা অনুরূপ কিছু দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করাকে মিসওয়াক বলে।

মিসওয়াক করার হুকুম :

মিসওয়াক করা সুন্নাত। এমনকি ছিয়াম অবস্থায়ও দিনের প্রথম বা শেষ ভাগে যখনই হোক না কেন মিসওয়াক করলে কোন সমস্যা নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিসওয়াক করার প্রতি জোর তাকীদ প্রদান করেছেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ.

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মিসওয়াক হ'ল মুখ পরিষ্কারকারী এবং আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের উপায়।[৩২]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ أَوْ عَلَى النَّاسِ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের জন্য বা তিনি বলেছেন, লোকদের জন্য যদি কঠিন মনে না করতাম, তাহ'লে প্রত্যেক ছালাতের সাথে তাদেরকে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম'।[৩৩]

কখন মিসওয়াক করা যরূরী :

(ক) ওযূ করার সময় মিসওয়াক করা যরূরী। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ.

আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যদি আমি আমার উম্মতের উপর কঠিন মনে না করতাম তাহ'লে প্রত্যেক ওযূর সাথে তাদেরকে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম'।[৩৪]

(খ) মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন দীর্ঘ সময় মুখ বন্ধ থাকে, এতে মুখে গন্ধ হয়। তাই ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পরে এবং অন্য কোন সময় দীর্ঘক্ষণ মুখ বন্ধ রাখলে অথবা মুখের গন্ধ পরিবর্তন হ'লে মিসওয়াক করা যরূরী। হাদীছে এসেছে,

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.

হুযায়ফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) রাতের বেলা যখন তাহাজ্জুদ ছালাতের জন্য উঠতেন, তখন মিসওয়াক দ্বারা তাঁর মুখ পরিষ্কার করে নিতেন'।[৩৫]

(গ) কুরআন তেলাওয়াত এবং ছালাত আদায় করার সময় মিসওয়াক করা যরূরী।

(ঘ) মসজিদে এবং বাড়িতে প্রবেশ করলে মিসওয়াক করা যরূরী। হাদীছে এসছে,

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ قُلْتُ بِأَىِّ شَىْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ بِالسِّوَاكِ.

মিকদাম ইবনে শুরাইহ (রাঃ) তাঁর পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন বাড়িতে প্রবেশ করতেন তখন তিনি কি দ্বারা কাজ আরম্ভ করতেন? আয়েশা (রাঃ) বললেন, তিনি মিসওয়াক দ্বারা আরম্ভ করতেন।[৩৬]

কোন্ জিনিস দ্বারা করা মিসওয়াক করা সুন্নাত?

গাছের তরতাজা ডাল, যা মুখকে ক্ষত করে না এমন বস্তু দ্বারা মিসওয়াক করা সুন্নাত।[৩৭]

মিসওয়াক করার উপকারিতা :

মিসওয়াক করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। যেমনটি মা আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন যে, 'মিসওয়াক হ'ল মুখ পরিষ্কারকারী এবং আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের উপায়।[৩৮]

অতএব প্রত্যেক মুসলিমের উচিত এই কল্যাণকর কাজ ত্যাগ না করে এই সুন্নাতের বাস্তবায়ন করা। এছাড়া মিসওয়াকের আরো অনেক উপকারিতা রয়েছে। যেমন- মিসওয়াক করলে দাঁত মযবুত হয়, মাড়ি মযবুত হয়, কণ্ঠ পরিষ্কার হয় এবং মনে প্রফুল্লতা আসে।

---

৩২. *নাসাঈ, 'মিসওয়াক করার প্রতি উৎসাহ প্রদান' অনুচ্ছেদ, হা/৫; মিশকাত, 'মিসওয়াক করা' অনুচ্ছেদ, হা/৩৫১, বাংলা অনুবাদ: এমদাদিয়া ২/৭৪; নাছিরুদ্দীন আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন, ইরওয়াউল গালীল ১/১০৫।*

৩৩. *বুখারী, 'জুমআর দিন মিসওয়াক করা' অনুচ্ছেদ, হা/৮৮৭, বাংলা অনুবাদ: তাওহীদ পাবলিকেশন্স ১/৪১১; মিশকাত, 'মিসওয়াক করা' অনুচ্ছেদ, হা/৩৪৭, বাংলা অনুবাদ: এমদাদিয়া ২/৭২।*

৩৪. *বুখারী, 'ছায়েমের জন্য কাঁচা বা শুকনো মিসওয়াক ব্যবহার করা' অনুচ্ছেদ, বাংলা অনুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ২/৩০৮।*

৩৫. *বুখারী, 'তাহাজ্জুদের ছালাত দীর্ঘ করা' অনুচ্ছেদ, হা/১১৩৬, বাংলা অনুবাদ: তাওহীদ পাবলিকেশন্স ১/৫৫২।*

৩৬. *মুসলিম, হা/২৫৩।*

৩৭. *আল-মুলাক্ষাছুল ফিক্বহী, ১/৩৫ পৃঃ, আল-ফিক্বহুল মুয়াস্সার ১৪ পৃঃ।*

৩৮. *নাসাঈ, 'মিসওয়াক করার উৎসাহ প্রদান' অনুচ্ছেদ, হা/৫, মিশকাত, 'মিসওয়াক করা' অনুচ্ছেদ, হা/৩৫১, বাংলা অনুবাদ, এমদাদিয়া ২/৭৪, নাছিরুদ্দীন আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন, ইরওয়াউল গালীল ১/১০৫।*

মানুষের প্রকৃতিগত সুন্নাত :

মানুষের প্রকৃতিগত সুন্নাত পাঁচটি। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الاسْتِحْدَادُ وَالْخِتَانُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَتَقْلِيْمُ الأَظْفَارِ.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 'ফিতরাত (অর্থাৎ মানুষের জন্মগত স্বভাব) পাঁচটি : ক্ষুর ব্যবহার করা (নাভির নিম্নে), খাতনা করা, গোঁফ খাটো করা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা ও নখ কাটা'।[৩৯]

ওযূ সম্পর্কিত মাসআলা

الوُضوء-এর আভিধানিক অর্থ : الوضـــاءة শব্দটি الوُضوء মাছদার হ'তে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হ'ল, উত্তমতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা।

الوُضـــوء-এর পারিভাষিক অর্থ : ইবাদতের উদ্দেশ্যে শরী'আতের নির্দিষ্ট নিয়মে ওযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহে পানি ব্যবহার করার নাম ওযূ।

الوُضـــوء-এর হুকুম : ওযূ ভঙ্গ হয়েছে এমন ব্যক্তি ছালাত আদায়ের ইচ্ছা করলে তার উপর ওযূ করা ওয়াজিব।[৪০]

الوُضوء ওয়াজিব হওয়ার দলীল :

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ-

'হে মুমিনগণ! যখন তোমরা ছালাতে দণ্ডায়মান হ'তে চাও, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর, মাথা মাসাহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা (ধৌত কর) এবং যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে ভালভাবে পবিত্র হও। আর যদি অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাক অথবা যদি তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসে অথবা তোমরা যদি স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর অতঃপর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর। সুতরাং তোমাদের মুখ ও হাত তা দ্বারা মাসাহ কর। আল্লাহ তোমাদের উপর কোন সমস্যা সৃষ্টি করতে চান না, বরং তিনি চান তোমাদের পবিত্র করতে এবং তার নে'মত তোমাদের উপর পূর্ণ করতে, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর' *(মায়েদা ৬)*।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ.

ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'পবিত্রতা ব্যতীত ছালাত এবং হারাম মালের দান কবুল হয় না'।[৪১]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

'যে ব্যক্তির ওযূ ভঙ্গ হয়েছে তার ছালাত হবে না যতক্ষণ না সে ওযূ করে'।[৪২]

ওযূ কার উপর ও কখন ওয়াজিব?

মুসলিম, প্রাপ্ত বয়স্ক এবং জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ যদি ছালাত আদায়ের ইচ্ছা করে অথবা কা'বা শরীফ তাওয়াফ করার ইচ্ছা করে তাহ'লে তার উপর ওযূ করা ওয়াজিব।

ওযূর শর্ত সমূহ :

ওযূর কিছু শর্ত, ফরয এবং সুন্নাত কাজ রয়েছে। শর্ত এবং ফরয অবশ্যই আদায় করতে হবে। অজ্ঞতাবশত হোক অথবা ভুলবশত হোক যে কোন কারণে ওযূর শর্ত এবং ফরয কাজ সমূহ ছেড়ে দিলে ওযূ শুদ্ধ হবে না। আর সুন্নাত কাজ সমূহ যদি অজ্ঞতাবশত অথবা ভুলবশত ছুটে যায় তাহ'লে ওযূ শুদ্ধ হবে। কিন্তু তার ছওয়াব থেকে সে বঞ্চিত হবে।

ওযূর শর্ত সমূহ ৮ টি :

১- الإسلام অর্থাৎ ওযূকারী ব্যক্তিকে অবশ্যই মুসলিম হ'তে হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা কোন কাফিরের ইবাদত কবুল করবেন না।

২-৩ العقـــل و التمييـــز অর্থাৎ জ্ঞান সম্পন্ন এবং প্রাপ্ত বয়স্ক হ'তে হবে। কেননা পাগল এবং শিশুর উপর থেকে আল্লাহ তা'আলা কলম উঠিয়ে নিয়েছেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِلَ.

৩৯. *বুখারী, 'গোঁফ ছাটা' অনুচ্ছেদ, হা/৫৮৮৯, বাংলা অনুবাদ: তাওহীদ পাবলিকেশন্স ৫/৪০৪।*
৪০. *আল-ফিকহুল মুয়াস্সার, পৃঃ ১৭।*
৪১. *মুসলিম, হা/২২৫, মিশকাত, হা/২৮১; বাংলা অনুবাদ : এমদাদিয়া ২/৪৮।*
৪২. *বুখারী, 'পবিত্রতা ব্যতীত ছালাত কবুল হবে না' অনুচ্ছেদ, হা/১৩৫, বাংলা অনুবাদ; তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ১/৮৫। মুসলিম, হা/২২৫। মিশকাত, হা/২৮০, বাংলা অনুবাদ; এমদাদিয়া ২/৪৮।*

আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'তিন শ্রেণীর ব্যক্তির উপর থেকে আল্লাহ তা'আলা কলম উঠিয়ে নিয়েছেন। ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত সে জাগ্রত না হয়, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক, যতক্ষণ না সাবালেগ হয় এবং পাগল যতক্ষণ তার জ্ঞান ফিরে না আসে।[৪৩]

অতএব পাগল যতক্ষণ পর্যন্ত তার জ্ঞান ফিরে না আসে এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক, যতক্ষণ না সাবালেগ হয়। ততক্ষণ পর্যন্ত তার ওযূ শুদ্ধ হবে না।

৪- النية অর্থাৎ ওযূ শুদ্ধ হওয়ার জন্য নিয়ত ছহীহ হ'তে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

'নিশ্চয়ই প্রত্যেক কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে ইহকাল লাভের অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে, তার হিজরত সেদিকেই গণ্য হবে, যে জন্য সে হিজরত করেছে'।[৪৪]

অতএব প্রত্যেকটি কাজ যেমন নিয়তের উপর নির্ভরশীল তেমন ওযূ ছহীহ হওয়ার জন্যও নিয়ত যরূরী।

৫- ওযূর পানি পবিত্র হওয়া। অতএব অপবিত্র পানি দ্বারা ওযূ শুদ্ধ হবে না।

৬- ওযূর পানি বৈধ হওয়া। অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি কারো নিকট থেকে অন্যায়ভাবে বা জোরপূর্বক পানি নিয়ে ওযূ করে তাহ'লে সেই পানি দ্বারা ওযূ হবে না।

৭- ওযূ করার পূর্বেই ইসতিন্জা করা। অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি পেশাব-পায়খানা করার পরে ওযূ করে অতঃপর ইসতিন্জা করে তাহ'লে তার ওযূ ছহীহ হবে না।

৮- চামড়াতে পানি পৌঁছতে বাধা দেয় এমন বস্তুকে ওযূ করার পূর্বেই দূর করা। অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি ওযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এমন বস্তু ব্যবহার করে যা চামড়াতে পানি পৌঁছতে বাধা সৃষ্টি করে, তাহ'লে ওযূ করার পূর্বেই তা দূর করতে হবে। যেমন- কেউ নেইল পালিশ বা এ জাতীয় কিছু ব্যবহার করলে তা দূর করার পরে ওযূ করতে হবে। অন্যথা তার ওযূ ছহীহ হবে না।[৪৫]

ওযূর ফরয কাজ সমূহ :

ওযূর ফরয চারটি যা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজীদে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছেন। তা হ'ল :

১- সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল ধৌত করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ

'হে মুমিনগণ! যখন তোমরা ছালাতে দণ্ডায়মান হ'তে চাও, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত কর' *(মায়েদা ৬)*।

কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া মুখমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। অতএব কেউ যদি মুখমণ্ডল ধৌত করে কিন্তু কুলি না করে অথবা নাকে পানি না দেয়, তাহ'লে তার ওযূ ছহীহ হবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল ধোয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আর কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া মুখমণ্ডল ধোয়ার অন্তর্ভুক্ত।

২- উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ 'তোমরা তোমাদের হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত কর' *(মায়েদা ৬)*। এখানে কনুই পর্যন্ত বলতে কনুই সহ ধৌত করার কথা বলা হয়েছে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ.

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ওযূ করতেন তখন তাঁর দুই কনুইয়ের উপর পানি ঢেলে দিতেন।[৪৬]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِى الْعَضُدِ ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِى الْعَضُدِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِى السَّاقِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِى السَّاقِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ.

নু'আঈম ইবনে আব্দুল্লাহ আল-মুজমির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রাহ (রাঃ)-কে ওযূ করতে দেখেছি। তিনি খুব ভালভাবে মুখমণ্ডল ধৌত করলেন, এরপর ডান হাত বাহুর কিছু অংশসহ ধৌত করলেন। পরে বাম হাতও বাহুর কিছু অংশসহ ধৌত করলেন। এরপর মাথা মাসাহ করলেন। অতঃপর ডান পায়ের নলার কিছু অংশসহ ধৌত করলেন। তারপর বাম পায়ের নলার কিছু অংশসহ ধৌত করলেন। অতঃপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এভাবে ওযূ করতে দেখেছি।[৪৭]

---

৪৩. সুনানে আবি দাউদ, তাহক্বীক: নাছিরুদ্দীন আলবানী, হা/৪৪০৩, হাদীছ ছহীহ।

৪৪. বুখারী, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি কিতাবে অহী শুরু হয়েছিল অধ্যায়, হা/১।

৪৫. ছালেহ আল-ফাউযান, আল-মুলাক্ষাছুল ফিকহী, ১/৪১ পৃঃ; আল-ফিকহুল মুয়াস্সার, পৃঃ ১৮।

৪৬. দারাকুতনী, হা/২৬৮, বায়হাক্বী, হা/২৫৬।

৪৭. মুসলিম, 'অযূর সময় মুখমণ্ডল, কনুই ও পায়ের টাখনুর বাইরে একটু বেশী করে ধোয়া উত্তম' অনুচ্ছেদ, হা/৬০২।

এ হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, উভয় হাতের কনুই ও পায়ের গোড়ালী সহ ধৌত করতে হবে।

৩- সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ 'তোমরা তোমাদের মাথা মাসাহ কর' *(মায়েদা ৬)*। এখানে মাথা মাসাহ বলতে সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করার কথা বলা হয়েছে। অতএব মাথার কিছু অংশ মাসাহ করা বৈধ নয়। মাথা মাসাহ করার সাথে কান মাসাহ করতে হবে। কারণ কান মাথার অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ 'কানদ্বয় মাথার অংশ'।[৪৮]

অতএব যেহেতু কান মাথার অংশ সেহেতু মাথার সাথে কান মাসাহ করাও ফরয।

৪- টাখনু পর্যন্ত উভয় পা ধৌত করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ 'তোমরা তোমাদের পা টাখনু পর্যন্ত ধৌত কর' *(মায়েদা ৬)*। এখানে টাখনু পর্যন্ত বলতে টাখনুসহ ধৌত করা বুঝানো হয়েছে। যেমন পূর্বোক্ত হাদীছ- '... আবু হুরায়রাহ ডান পায়ের নলার কিছু অংশসহ ধৌত করলেন। অতঃপর বাম পায়ের নলার কিছু অংশসহ ধৌত করলেন। এরপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এভাবে ওযূ করতে দেখেছি।[৪৯]

উপরিউল্লেখিত ওযূর চারটি ফরয ছাড়াও আরো দু'টি কাজ অপরিহার্য। এমনকি ফিকহবীদগণের অনেকেই এ দু'টিকেও ফরযের মধ্যে গণ্য করেছেন।[৫০]

১- ওযূ করার সময় ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। অর্থাৎ প্রথমে মুখমণ্ডল, তারপর দুই হাত ধৌত করা, অতঃপর মাথা মাসাহ করা এবং শেষে দুই পা ধৌত করা। যেভাবে পবিত্র কুরআনে এসেছে। আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! যখন তোমরা ছালাতে দণ্ডায়মান হ'তে চাও, তখন তোমাদের মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর, মাথা মাসাহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা ধৌত কর' *(মায়েদা ৬)*।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ওযূর যে ধারাবাহিকতা বর্ণনা করেছেন তা বজায় রাখা অপরিহার্য।

২- ওযূ করার সময় এক অঙ্গ শুকানোর পূর্বেই অপর অঙ্গ ধৌত করা। হাদীছে এসেছে,

عَنْ خَالد عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يُصَلِّى وَفِى ظَهْرِ قَدَمِه لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعِيْدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ.

খালিদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর কতিপয় ছাহাবী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, তিনি ছালাত আদায় করছেন, কিন্তু তার পায়ের পাতায় এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা শুকনো দেখতে পেলেন, যেখানে পানি পৌঁছেনি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে পুনরায় ওযূ করে ছালাত আদায় করার নির্দেশ দিলেন।[৫১]

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এক অঙ্গ শুকানোর পূর্বেই অপর অঙ্গ ধৌত করা অপরিহার্য। যদি অপরিহার্য না হ'ত তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাদীছে উল্লেখিত ব্যক্তিকে পুনরায় ওযূ করে ছালাত আদায় করার নির্দেশ দিতেন না। বরং তার পায়ের যতটুকু জায়গা শুকনো ছিল ততটুকুই ধৌত করার নির্দেশ দিতেন। কিন্তু যেহেতু তার অন্যান্য অঙ্গ শুকিয়ে গিয়েছিল সেহেতু তাকে পুনরায় ওযূ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

অযূর সুন্নাত কাজ সমূহ :

(ক) মিসওয়াক করে ওযূ আরম্ভ করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ.

'যদি আমি আমার উম্মতের উপর কঠিন মনে না করতাম, তাহ'লে প্রত্যেক ওযূর সাথে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম'।[৫২]

(খ) বিসমিল্লাহ বলে ওযূ আরম্ভ করা। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوْءَ لَهُ وَلاَ وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ছালাত হবে না ওযূ ছাড়া এবং ওযূ হবে না বিসমিল্লাহ বলা ছাড়া'।[৫৩]

অত্র হাদীছের প্রতি লক্ষ্য করে কিছু সংখ্যক আলেম বলেন যে, বিসমিল্লাহ বলে ওযূ আরম্ভ করা ওয়াজিব। তবে ছহীহ মত হ'ল, বিসমিল্লাহ বলে ওযূ আরম্ভ করা সুন্নাত।[৫৪] কেননা যে হাদীছগুলোতে রাসূল (ছাঃ)-এর ওযূর পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে তাতে 'বিসমিল্লাহ' বলার কথা বলা হয়নি। তাছাড়া ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, 'বিসমিল্লাহ' বলে ওযূ আরম্ভ করা ওয়াজিব মর্মে ভাল সনদের কোন হাদীছ আমার জানা নেই।[৫৫]

---

৪৮. সুনানে ইবনে মাজাহ, তাহক্বীক্ব নাছিরুদ্দীন আলবানী, হা/৪৪৩, ছহীহ আবুদাউদ, হা/১২৩, সিলসিলা ছহীহা হা/৩৬, ইরওয়াউল গালীল, হা/৮৪।

৪৯. মুসলিম, ওযূর সময় মুখমণ্ডল, কনুই ও পায়ের টাখনুর বাইরে একটু বেশী করে ধোয়া উত্তম অধ্যায়, হা/৬০২।

৫০. শারহুল মুমতে ১/১৮৩ পৃঃ, আল-মুলাক্ষাছুল ফিকহী ১/৪১ পৃঃ।

৫১. সুনানু আবী দাউদ, তাহক্বীক্ব নাছিরুদ্দীন আলবানী, হা/১৭৫, হাদীছ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল, ১/১২৭।

৫২. বুখারী, 'ছায়েমের জন্য কাঁচা বা শুকনো মিসওয়াক ব্যবহার করা' অনুচ্ছেদ, বাংলা অনুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ২/৩০৮।

৫৩. সুনানু আবী দাউদ, তাহক্বীক: নাছিরুদ্দীন আলবানী, হা/১০১।

৫৪. ছহীহ ফিকহুস সুন্নাহ ১/১২২ পৃঃ।

৫৫. ইবনে কুদামা, আল-মুগনী ১/১৪৫ পৃঃ।

(গ) ঘুম থেকে জেগে ওযূ করার পূর্বে দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা সুন্নাত। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِيْ أَنْفِه ثُمَّ لِيَنْثُرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِه فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوْئِه فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِيْ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ যখন ওযূ করে তখন সে যেন তার নাক পানি দিয়ে ঝাড়ে। আর যে শৌচকার্য করে সে যেন বেজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করে। আর তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে জাগে তখন সে যেন ওযূর পানিতে হাত ঢুকানোর পূর্বে তা ধুয়ে নেয়। কারণ তোমাদের কেউ জানে না যে, ঘুমন্ত অবস্থায় তার হাত কোথায় থাকে'।[৫৬]

(ঘ) নাকের ভিতরে পানি প্রবেশ করিয়ে তা ঝেড়ে ফেলা সুন্নাত। তবে ছিয়াম অবস্থায় নাকের এমন গভীরে পানি প্রবেশ করানো যাবে না। যাতে পেটের মধ্যে পানি প্রবেশের সম্ভাবনা থাকে। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَالِغْ فِى الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

আছেম ইবনে লাক্বীত ইবনে ছাবিরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা নাসিকায় পানি প্রবেশ করাও। তবে ছিয়াম অবস্থা ছাড়া'।[৫৭]

(ঙ) ওযূর অঙ্গ সমূহ পানি দিয়ে মর্দন করা সুন্নাত। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ، فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ.

আব্বাদ ইবনে তামীম তার চাচা হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ওযূ করতে দেখেছি, তিনি তাঁর হাত মর্দন করলেন।[৫৮]

(চ) দাড়ি খিলাল করা সুন্নাত। দাড়ি দুই প্রকার। ১- পাতলা দাড়ি যার ভিতর দিয়ে চামড়া দেখা যায়। এই দাড়ি ধৌত করা ওয়াজিব। ২- ঘন দাড়ি যার ভিতর দিয়ে চামড়া দেখা যায় না। এই দাড়ি ধৌত করা ওয়াজিব নয়। বরং পানি দিয়ে খিলাল করা সুন্নাত। হাদীছে এসেছে,

৫৬. *বুখারী, 'বেজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করা' অনুচ্ছেদ, হা/১৬২, বাংলা অনুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ১/৯৬।*

৫৭. *আবুদাঊদ, হা/১৪২; নাসাঈ, হা/৮৭; নাছিরুদ্দীন আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন, ছহীহ নাসাঈ, হা/৮৫।*

৫৮. *ছহীহ ইবনে হিব্বান, হা/১০৮২, বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা ১/১৯৬, মুসতাদরাক হাকেম ১/২৪৩; ছহীহ ইবনে খুযাইমা ১/৬২।*

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ.

আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তাঁর দাড়ি খিলাল করতে দেখেছি।[৫৯]

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِه فَخَلَّلَ بِه لِحْيَتَهُ وَقَالَ هَكَذَا أَمَرَنِى رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ. রসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ওযূ করতেন তখন হাতের এক অঞ্জলী পানি নিতেন এবং তাঁর চোয়ালের নিচে প্রবেশ করাতেন। অতঃপর তা দ্বারা তাঁর দাড়ি খিলাল করতেন এবং তিনি বলতেন, 'আল্লাহ তা'আলা আমাকে অনুরূপ নির্দেশ দিয়েছেন'।[৬০]

(ছ) হাত ধোয়ার সময় প্রথমে ডান হাত এবং পা ধোয়ার সময় প্রথমে ডান পা ধৌত করা সুন্নাত। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِه كُلِّه فِيْ طُهُوْرِه وَتَرَجُّلِه وَتَنَعُّلِه.

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (ছাঃ) নিজের সমস্ত কাজে যথাসম্ভব ডান দিক হ'তে আরম্ভ করা পসন্দ করতেন। পবিত্রতা অর্জন, মাথা আচড়ানো এবং জুতা পরার সময়ও।[৬১]

(জ) ওযূর অঙ্গ-প্রতঙ্গ সমূহ দ্বিতীয় বার ও তৃতীয় বার ধৌত করা সুন্নাত। তবে প্রথম বার ধৌত করা ওয়াজিব। হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً مَرَّةً.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ওযূর অঙ্গ একবার করে ধৌত করেছেন।[৬২] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ. নবী করীম (ছাঃ) ওযূর অঙ্গ দু'বার করে ধৌত করেছেন।[৬৩] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِيْنَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثَ مِرَارٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِه ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ

৫৯. *সুনানু ইবনে মাজাহ, তাহক্বীক: নাছিরুদ্দীন আলবানী, হা/৪২৯, হাদীছ ছহীহ।*

৬০. *সুনানু আবুদাঊদ, তাহক্বীক : নাছিরুদ্দীন আলবানী, হা/১৪৫, হাদীছ ছহীহ।*

৬১. *বুখারী, 'মসজিদে প্রবেশ ও অন্যান্য কাজ ডান দিক হ'তে আরম্ভ করা' অনুচ্ছেদ, হা/৪২৬, বাংলা অনুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ১/২১৭।*

৬২. *বুখারী, 'অযূর মধ্যে একবার করে ধৌত করা' অনুচ্ছেদ, হা/১৫৭, বাংলা অনুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ১/৯৫।*

৬৩. *বুখারী, 'অযূর মধ্যে দু'বার করে ধৌত করা' অনুচ্ছেদ, হা/১৫৮, বাংলা অনুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ১/৯৫।*

مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِيْ هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

হুমরান (রহঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি ওছমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ)-কে দেখেছেন যে, তিনি পানির পাত্র আনিয়ে উভয় হাতের তালুতে তিনবার ঢেলে তা ধুয়ে নিলেন। অতঃপর ডান হাত পাত্রের মধ্যে ঢুকালেন। তারপর কুলি করলেন ও নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করলেন। তারপর তাঁর মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করলেন এবং দু'হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করলেন। অতঃপর মাথা মাসাহ করলেন। অতঃপর দুই পা টাখনু পর্যন্ত তিনবার ধৌত করলেন। পরে বললেন, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার মত এ রকম ওযূ করবে, অতঃপর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে, যাতে দুনিয়ার কোন খেয়াল করবে না, তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে'।[৩৩]

৩৩. *বুখারী, 'অযূর মধ্যে তিনবার করে ধৌত করা' অনুচ্ছেদ, হা/১৫৯, বাংলা অনুবাদ: তাওহীদ পাবলিকেশন্স ১/৯৫।*

অতএব উল্লিখিত দলীল সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ওযূতে প্রথমবার ধৌত করা ওয়াজিব এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার ধৌত করা সুন্নাত। তবে মাথা শুধুমাত্র একবার মাসাহ করতে হবে।

(ঝ) ওযূ শেষে দো'আ পড়া সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ يَقُوْلُ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.

'মুসলমানদের যে কেউ ওযূ করবে, সে যেন উত্তমভাবে ওযূ করে। অতঃপর বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বূদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল। তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে। সে যেকোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে।[৩৪]

[চলবে]

৩৪. *সুনানু ইবনে মাজাহ, 'অযূর পরে কি বলবে' অনুচ্ছেদ, তাহক্বীক: নাছিরুদ্দীন আলবানী হা/৪৭০, হাদীছ ছহীহ।*

আল-কুরআনের আলোকে ক্বিয়ামত

*রফীক আহমাদ**

ক্বিয়ামত হ'ল মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার অলৌকিক শক্তির রূপায়ণ ও নিদর্শন। ক্বিয়ামতের বিভীষিকাময় পরিবেশের কথা জানার জন্য বিশ্ববাসীর চরম আগ্রহের প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তা'আলা এর সময়কাল গোপন রেখেছেন। কোন নবী-রাসূল বা ফেরেশতারাও এর আসন্ন সময়কাল জানেন না। কিন্তু সাধারণ মানুষের বিশেষ করে উম্মতে মুহাম্মাদীর অনেকে বিষয়টি বার বার জানার আগ্রহ ব্যক্ত করলে, আল্লাহ তা'আলা এর গোপনীয়তা সংরক্ষণের কথা বিভিন্নভাবে প্রত্যাদেশ করে পৃথিবীবাসীকে অবহিত করেন। মহান আল্লাহ বলেন, يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْباً. 'লোকেরা আপনাকে ক্বিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন, এর জ্ঞান আল্লাহ্র কাছেই আছে। আপনি কি করে জানবেন যে, সম্ভবতঃ ক্বিয়ামত শীঘ্রই হয়ে যেতে পারে' *(আহযাব ৬৩)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন, وَتَبَارَكَ الَّذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ. 'বরকতময় তিনিই, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু যাঁর। তাঁরই কাছে আছে ক্বিয়ামতের জ্ঞান এবং তাঁরই দিকে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে' *(যুখরুফ ৮৫)*।

ক্বিয়ামতের গোপনীয়তা রক্ষার ঘোষণায় আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ السَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيْهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى، فَلاَ يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى-

'ক্বিয়ামত অবশ্যই আসবে, আমি তা গোপন রাখতে চাই, যাতে প্রত্যেকেই তার কর্ম অনুযায়ী ফল লাভ করে। সুতরাং যে ব্যক্তি ক্বিয়ামতের জ্ঞান রাখে না এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে তা থেকে নিবৃত্ত না করে। নিবৃত্ত হ'লে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে' *(ত্ব-হা ১৫-১৬)*।

একই বিষয়ে অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গোপন রহস্য আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে। ক্বিয়ামতের ব্যাপারটি তো এমন, যেমন চোখের পলক অথবা তার চাইতেও নিকটবর্তী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছুর উপর শক্তিমান' *(নাহল ৭৭)*। এ বিষয়ে এরশাদ হচ্ছে,

يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ لاَ يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لاَ تَأْتِيْكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً يَسْأَلُوْنَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ.

'আপনাকে জিজ্ঞেস করে, ক্বিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে? বলে দিন, এর খবর তো আমার পালনকর্তার কাছেই রয়েছে। তিনিই তা যথাসময়ে প্রকাশ করবেন। আসমান ও যমীনের জন্য সেটি অতি কঠিন বিষয় হবে। তোমাদের উপর আকস্মিকভাবেই তা এসে যাবে। তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে থাকে, যেন আপনি তার অনুসন্ধানে লেগে আছেন। বলে দিন, এর সংবাদ শুধু আল্লাহ্র নিকটেই রয়েছে। কিন্তুঅধিকাংশ লোকেই তা জানে না' *(আ'রাফ ১৮৭)*।

ক্বিয়ামত দিবস হবে অকল্পনীয় ও অবর্ণনীয় এক মহাদিবস। মানব সৃষ্টির নেপথ্যে যে মহারহস্য নিহিত আছে, আসন্ন ক্বিয়ামত দিবসের ঘোষণায়ও অনুরূপ আশ্চর্যজনক রহস্য লুক্কায়িত আছে। এর মধ্য দিয়ে ক্বিয়ামতের সর্বোচ্চ ও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সমূহ অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র অসীম কুদরত সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পরও গভীরতর বিচার-বিশ্লেষণের অভাবে একটা বৃহৎ দল ধর্মদ্বেষী হয়ে ক্বিয়ামতে অবিশ্বাসী হয়ে পড়ে। ফলে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী উভয় দলের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা দেয়। সর্বজ্ঞ আল্লাহ তা'আলা এদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করে প্রত্যাদেশ করেন যে, إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لاَّ رَيْبَ فِيْهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يُؤْمِنُوْنَ 'ক্বিয়ামত অবশ্যই আসবে, এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস স্থাপন করে না' *(মুমিন ৫৯)*।

মূলতঃ ক্বিয়ামতে অবিশ্বাসী হচ্ছে কাফের ও মুনাফিকদের দল। কাফেরদের ক্বিয়ামতে অবিশ্বাস সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় রাসূল (ছাঃ)-কে প্রত্যাদেশ করেন,

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لاَ تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّيْ لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الْأَرْضِ وَلاَ أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلاَّ فِيْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ-

'কাফেররা বলে, আমাদের উপর ক্বিয়ামত আসবে না। বলুন, আমার পালনকর্তার শপথ! অবশ্যই তোমাদের নিকটে আসবে। তিনি অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে তাঁর অগোচর নয় অনুপরিমাণ কিছু, না তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং না বৃহৎ, সমস্তই আছে সুস্পষ্ট কিতাবে' *(সাবা ৩)*।

একই বিষয়ে আরো বলা হয়েছে, قُل لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لاَّ تَسْتَأْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلاَ تَسْتَقْدِمُوْنَ 'বলুন, তোমাদের জন্য একটি দিনের ওয়াদা রয়েছে, যাকে তোমরা এক মুহূর্তও বিলম্বিত করতে পারবে না এবং ত্বরান্বিতও করতে পারবে না' *(সাবা ৩০)*।

কাফেররা ক্বিয়ামতকে একটা মিথ্যা প্রচারণা মনে করে। ফলে তাদের মনে নানারূপ সন্দেহ-সংশয় ও অবিশ্বাস ভর করে এবং তারা বিভিন্নভাবে একে প্রত্যাখ্যান করে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

* *শিক্ষক (অবঃ), বিরামপুর, দিনাজপুর।*

وَلاَ يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيْمٍ، اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّه يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ فِيْ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ، وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ–

‘কাফেররা সর্বদা সন্দেহ পোষণ করবে যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আকস্মিকভাবে ক্বিয়ামত এসে পড়ে অথবা এসে পড়ে তাদের কাছে এমন দিবসের শাস্তি, যা থেকে রক্ষার উপায় নেই। রাজত্ব সেদিন আল্লাহ্‌রই, তিনিই তাদের বিচার করবেন। অতএব যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে তারা নে‘মতপূর্ণ কাননে থাকবে এবং যারা কুফরী করে এবং আমার আয়াত সমূহকে মিথ্যা বলে তাদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি রয়েছে’ *(হজ্জ ৫৫-৫৭)*।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَلِلَّه مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ– ‘নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ্‌রই। যেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন মিথ্যাপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে’ *(জাছিয়া ২৭)*।

তিনি আরো বলেন,

وَإِذَا قِيْلَ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لاَ رَيْبَ فِيْهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِيْ مَا السَّاعَةُ إِنْ نَّظُنُّ إِلاَّ ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ، وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِه يَسْتَهْزِئُوْنَ–

‘যখন বলা হয়, আল্লাহ্‌র ওয়াদা সত্য এবং ক্বিয়ামতে কোন সন্দেহ নেই, তখন তোমরা বলে থাক আমরা জানি না ক্বিয়ামত কি? আমরা কেবল ধারণাই করি এবং এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই। তাদের মন্দ কর্মগুলো তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং যে আযাব নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তা তাদেরকে গ্রাস করবে’ *(জাছিয়া ৩২-৩৩)*।

বর্তমান বিশ্বে আধুনিক বিজ্ঞানী বা জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা প্রাকৃতিক বিপর্যয় দ্বারা পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার ঘোষণা দিয়ে আসছেন এবং বিগত কয়েক দশকে পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার দিন তারিখও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তা এতটুকু কার্যকর হয়নি। অতএব বুঝা যায়, এ পৃথিবীর কোন কিছুই কার্যকর হয় না আল্লাহ্‌র হুকুম ব্যতীত। অবশ্য বিজ্ঞানীদের বর্ণনায় পৃথিবীর ধ্বংসযজ্ঞের সঙ্গে ক্বিয়ামতের ধ্বংসযজ্ঞের যৎসামান্য সাদৃশ্য রয়েছে। বিজ্ঞানীদের এই তথ্যে বর্তমান বিশ্বের জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষা রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার দিনক্ষণ গোপন রেখেছেন। তিনি একদিন তা প্রকাশ করে দেবেন, আর সঙ্গে সঙ্গে ক্বিয়ামত শুরু হয়ে যাবে।

পার্থিব জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বহু বিষয়ে মানুষের কোন জ্ঞান নেই, যেমন কে কোথায় জন্মগ্রহণ করবে ও মৃত্যুবরণ করবে, আগামী কাল কি ঘটবে, কে ধনী হবে আর কে হবে দরিদ্র, কে হবে ভাগ্যবান আর কে হতভাগ্য, কে হবে অন্ধ, পঙ্গু আর কে হবে সর্বাঙ্গ সুন্দর, আর কখন হবে প্রচণ্ড ঝড় ও বৃষ্টি, ভূকম্পন ও ভূমিধ্বস ইত্যাদি, কোন মানুষের পক্ষে তা জানা একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু ক্বিয়ামতের মতই এগুলো আল্লাহ্‌র জানা। তাঁর পক্ষে অসম্ভব বলতে কোন কিছুই নেই। এ মর্মে আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوْتُ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ–

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র কাছেই ক্বিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে, তিনি তা জানেন। কেউ জানে না আগামীকাল সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত’ *(লোকমান ৩৪)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلاَ تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِه وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيْ قَالُوْا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيْدٍ–

‘ক্বিয়ামতের জ্ঞান একমাত্র তাঁরই জানা। তাঁর অজ্ঞাতসারে বাইরে কোন ফল আবরণমুক্ত হয় না এবং কোন নারী গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব করে না। যেদিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন, আমার শরীকরা কোথায়? সেদিন তারা বলবে, আমরা আপনার নিকট নিবেদন করি যে, আমরা কিছুই জানি না’ *(হা-মীম সাজদাহ ৪৭)*।

মূলতঃ ক্বিয়ামত হবে মানবজীবনের শেষ পরীক্ষা কেন্দ্র। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব জাতিকে এ পার্থিব জগতে আল্লাহ্‌র হুকুম মান্য করে এবং শয়তানের প্ররোচনা ও পরামর্শ হ’তে বেঁচে থেকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। যারা আল্লাহ্‌র হুকুম বা আদেশ-নিষেধ মেনে পরজগতে পাড়ি জমাতে পারবে, ক্বিয়ামত হবে তাদের জন্য আশীর্বাদ বা অভয় কেন্দ্র। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহকে ভুলে গিয়ে শয়তানের মিথ্যা ধোঁকায় পৃথিবীতে নানা অনাচার ও অবিচার করে মৃত্যুবরণ করবে, ক্বিয়ামত তাদের জন্য অভিশাপ, দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের কেন্দ্রে পরিণত হবে।

নির্ধারিত সময় উপস্থিত হ’লেই ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। তখন কেউ কোন কাজ করার বা কথা বলার সুযোগ পাবে না। ক্বিয়ামতের পূর্বাবস্থার একটি হাদীছ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করা হ’ল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না দু’টি বৃহৎ দল পরস্পর তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হবে। অথচ তাদের উভয় দলেরই মূল দাবী হবে এক ও অভিন্ন। আর যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রায় ত্রিশজন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে, তাদের প্রত্যেকেই নিজেকে আল্লাহ্‌র নবী বলে দাবী করবে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত না ধর্মীয় ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে। ভূমিকম্পের সংখ্যা বেড়ে যাবে। সময়ের পরিধি সংকীর্ণ হয়ে আসবে। (অর্থাৎ সময় দ্রুত অতিবাহিত হয়ে যাবে)। ফিতনা-ফাসাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে। খুন-খারাবী, হত্যাকাণ্ড ও মারামারি-হানাহানি অত্যধিক বৃদ্ধি পাবে। এমনকি তোমাদের মধ্যে ধন-সম্পদের এমন

প্রাচুর্য দেখা দেবে যে, সম্পদশালী ব্যক্তি, ধন-সম্পদের মালিক (তার ছাদাক্বা প্রদান করার জন্য) চিন্তিত ও পেরেশান হয়ে পড়বে এজন্য যে, কে তার ছাদাক্বা গ্রহণ করবে? এমনকি যার নিকটই সে মাল উপস্থাপন করা হবে, সে বলে উঠবে আমার এ মালের কোন প্রয়োজন নেই। আর যতক্ষণ না জনগণ সুউচ্চ ও কারুকার্যখচিত ইমারত নির্মাণ কাজে পরস্পর প্রতিযোগিতা করবে। যতক্ষণ না কোন ব্যক্তি কোন কবরের নিকট দিয়ে গমন কালে (পরিতাপ করে বলবে) হায়! আমি যদি তার স্থানে হ'তাম! আর যতক্ষণ না পশ্চিম দিক হ'তে সূর্য উদিত হবে। অতঃপর সূর্য (পশ্চিম দিক হ'তে) উদিত হ'লে জনগণ তা প্রত্যক্ষ করে সকলেই (আল্লাহ্‌র প্রতি) ঈমান আনয়ন করবে। কিন্তু لاَ يَنفَعُ نَفْساً إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيْ إِيْمَانِهَا خَيْرًا- 'এখনকার ঈমান কোন লোকেরই উপকারে আসবে না। যে ব্যক্তি ইতিপূর্বে ঈমান আনয়ন করেনি কিংবা ঈমানদার অবস্থায় কোন সৎ ও ন্যায় কাজ করেনি' *(আন'আম ১৫৮)*। আর ক্বিয়ামত এমন পরিস্থিতি ও এমন অবস্থায় কায়েম হবে যে, দু'ব্যক্তি (ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রেতাদের সম্মুখে) কাপড় ছড়িয়ে ও খুলে বসবে। কিন্তু সে কাপড় ক্রয়-বিক্রয় কিংবা ছড়ান কাপড়টা গুটিয়ে নেয়া বা ভাঁজ করারও সুযোগ পাবে না। আর ক্বিয়ামত এমন পরিস্থিতি ও পরিবেশে অবশ্যই কায়েম হবে যে, এক ব্যক্তি উট দোহন করে নিয়ে আসবে, কিন্তু সে তা পান করারও সুযোগ পাবে না। ক্বিয়ামত অবশ্যই কায়েম হবে এমতাবস্থায় যে, এক ব্যক্তি তার পশুর জন্য চৌবাচ্চা বা জলাধার মেরামত বা নির্মাণ করতে থাকবে। কিন্তু তাতে সে পানি পান করাবার সুযোগ পাবে না। আর ক্বিয়ামত এমন পরিস্থিতি ও পরিবেশে অবশ্যই কায়েম হবে যে, এক ব্যক্তি খাদ্যের লোকমা বা গ্রাস তার মুখ পর্যন্ত উত্তোলন করবে কিন্তু সে তা খাওয়া ও গলধঃকরণ করার সুযোগ পাবে না। *(বুখারী)*।

ক্বিয়ামতের ভয়াবহতা সম্পর্কে নিম্নে কয়েকটি আয়াত পেশ করা হ'ল। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ، يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدٌ- 'হে লোক সকল! তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। নিশ্চয়ই ক্বিয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ঙ্কর ব্যাপার। সেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী তার দুধের শিশুকে বিস্মৃত হবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করবে এবং মানুষকে তুমি দেখবে মাতাল। অথচ তারা মাতাল নয়, বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র আযাব অত্যন্ত কঠিন' *(হজ্জ ১-২)*। মহান আল্লাহ বলেন,

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ-

'যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে একটি মাত্র ফুৎকার এবং পৃথিবী ও পর্বতমালা উত্তোলিত হবে এবং এক ধাক্কায় তারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, সেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। সেদিন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে শক্তিহীন হয়ে পড়বে এবং ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে ও আটজন ফেরেশতা আপনার পালনকর্তার আরশকে তাদের উর্ধ্বে বহন করবে' *(হাক্বক্বাহ ১৩-১৭)*।

অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَتَسَاءَلُوْنَ، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا أَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خَالِدُوْنَ-

'অতঃপর যখন সিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিন তাদের পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না। যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম এবং যাদের পাল্লা হাল্কা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতিসাধন করেছে, তারা জাহান্নামেই চিরকাল বসবাস করবে' *(মুমিনূন ১০১-১০৩)*।

ক্বিয়ামত দিবসের প্রথম নিদর্শনই হবে সিংগায় ফুৎকারের বিকট আওয়াজ। সিংগায় এই ফুৎকারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সকল প্রাণী মৃত্যুবরণ করবে। পাহাড়-পর্বত ভেঙ্গে চুরমার হয়ে ধূলিকণার ন্যায় উড়ে বেড়াবে, আকাশ ও পৃথিবী ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। পবিত্র কুরআন ও হাদীছ দ্বারা ক্বিয়ামতে শিংগায় দুইটি ফুৎকার প্রমাণিত হয়। প্রথম ফুৎকারে ধ্বংস অনিবার্য যা উপরের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয়বার সিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে। ফলে অকস্মাৎ সব মৃত জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ্‌র পানে ধাবিত হবে। এমর্মে মহান আল্লাহ্‌র বাণী, وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَن شَاءَ اللهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُوْنَ- 'সিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, ফলে আসমান ও যমীনে যারা আছে সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন। অতঃপর আবার সিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে' *(যুমার ৬৮)*।

একইভাবে অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে,

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ، قَالُوْا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ-

'সিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে তাদের পালনকর্তার দিকে ছুটে চলবে। তারা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! কে আমাদেরকে নিদ্রাস্থল থেকে উত্থিত করল?

রহমান আল্লাহ তো এরই ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ সত্য বলেছিলেন' *(ইয়াসীন ৫১-৫২)*।

একই বিষয়ে মহান আল্লাহ আরও বলেন, وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِيْنَ- 'যেদিন সিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে, অতঃপর আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছা করবেন, তারা ব্যতীত নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যারা আছে, তারা সবাই ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে এবং সকলেই তার কাছে আসবে বিনীত অবস্থায়' *(নামল ৮৭)*।

যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী তারাই ক্বিয়ামতে সফলকাম হবে। পক্ষান্তরে যারা ক্বিয়ামতকে মিথ্যা ভাববে এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহকে অবিশ্বাস করবে, তারা ক্বিয়ামতে কোপানলে পতিত হবে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর সকল বান্দাকে সঠিকভাবে ক্বিয়ামতের বিষয়ে সতর্ক করেছেন।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহামূল্যবান আদেশ সমূহকে একাধিকবার বা বহুবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রত্যাদেশ করেছেন। তন্মধ্যে ক্বিয়ামতের ভীতিকর ও আতংকজনক আলোচনা নিঃসন্দেহে অন্যতম। ক্বিয়ামতের অচিন্তনীয় ও নিদারুণ শাস্তির প্রেক্ষাপটেই দয়াশীল আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের বহুমুখী আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির সেরা বস্তুগুলির নামে বার বার শপথ করে প্রত্যাদেশ করতে থাকেন বান্দার হৃদয়ে ভীতি সঞ্চারের উদ্দেশ্যে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقاً، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطاً، وَالسَّابِحَاتِ سَبْحاً، فَالسَّابِقَاتِ سَبْقاً، فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْراً، يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ، تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ، قُلُوْبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ، أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ-

'শপথ সেই ফেরেশতাগণের, যারা ডুব দিয়ে আত্মা উৎপাটন করে। শপথ তাদের, যারা আত্মার বাঁধন খুলে দেয় মৃদুভাবে। শপথ তাদের, যারা সন্তরণ করে দ্রুতগতিতে, শপথ তাদের যারা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয় এবং শপথ তাদের, যারা সকল কর্মনির্বাহ করে। যেদিন প্রকম্পিত করবে প্রকম্পিতকারী, অতঃপর পশ্চাতে আসবে পশ্চাদগামী, সেদিন অনেক হৃদয় ভীত-বিহ্বল হবে। তাদের দৃষ্টি নত হবে' *(নাযি'আত ১-৯)*।

ক্বিয়ামতের অপরিসীম দৃঢ়তা ব্যক্ত করে অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفاً، فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفاً، وَالنَّاشِرَاتِ نَشْراً، فَالْفَارِقَاتِ فَرْقاً، فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْراً، عُذْراً أَوْ نُذْراً، إِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ، فَإِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، لِيَوْمِ الْفَصْلِ-

'কল্যাণের জন্য প্রেরিত বায়ুর শপথ, সজোরে প্রবাহিত ঝটিকার শপথ, মেঘ বিস্তৃতকারী বায়ুর শপথ, মেঘপুঞ্জ বিতরণকারী বায়ুর শপথ এবং অহী নিয়ে অবতরণকারী ফেরেশতাগণের শপথ, ওযর-আপত্তির অবকাশ না রাখার জন্য অথবা সতর্ক করার জন্য; নিশ্চয়ই তোমাদেরকে প্রদত্ত ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে। অতঃপর যখন নক্ষত্রসমূহ নির্বাপিত হবে, যখন আকাশ ছিদ্রযুক্ত হবে, যখন পর্বতমালাকে উড়িয়ে দেয়া হবে এবং যখন রাসূলগণের একত্রিত হওয়ার সময় নিরূপিত হবে, এসব বিষয় কোন দিবসের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে? বিচার দিবসের (ক্বিয়ামতের) জন্য' *(মুরসালাত ১-১৩)*।

মহান আল্লাহ আরও বলেন,

لاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلاَ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ، بَلَى قَادِرِيْنَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ، بَلْ يُرِيْدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ، يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، يَقُوْلُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، كَلاَّ لاَ وَزَرَ، إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ-

'আমি শপথ করি ক্বিয়ামত দিবসের, আরও শপথ করি সেই মনের, যে নিজেকে ধিক্কার দেয়। মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত করব না? পরন্তু আমি তার অঙ্গুলিগুলো পর্যন্ত সঠিকভাবে সন্নিবেশিত করতে সক্ষম। বরং মানুষ তার ভবিষ্যৎ জীবনেও পাপাচার করতে চায়। সে প্রশ্ন করে, ক্বিয়ামত দিবস কবে? যখন দৃষ্টি চমকে যাবে, চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রিত করা হবে। সেদিন মানুষ বলবে, পলায়নের জায়গা কোথায়? না কোথাও আশ্রয়স্থল নেই, আপনার পালনকর্তার কাছেই সেদিন ঠাঁই হবে। সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে, সে যা সামনে প্রেরণ করেছে ও পশ্চাতে ছেড়ে দিয়েছে' *(ক্বিয়ামাহ ১-১৩)*।

অতঃপর মানুষকে বিচারের সম্মুখীন হ'তে হবে এবং সে জানতে পারবে নিজের সৎ ও অসৎ কর্মের হিসাব। অপরাধীরা তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِيْنَ-

'আমি ক্বিয়ামতের দিন ন্যায়-বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারও প্রতি সামান্যতম যুলুম হবে না। যদি কোন আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয়, আমি তা উপস্থিত করব এবং হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট' *(আম্বিয়া ৪৭)*।

অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ 'যেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে যাবে' *(রূম ১২)*।

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ- 'যেদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধীরা কসম খেয়ে বলবে যে, এক মুহূর্তেরও বেশী অবস্থান করিনি। এমনিভাবে তারা সত্য বিমুখ হ'ত' *(রূম ৫৫)*।

[চলবে]

ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

ঈদায়নের ছালাত ১ম হিজরী সনে চালু হয়। এটা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিতভাবে তা আদায় করেছেন এবং নারী-পুরুষ সকল মুসলমানকে ঈদের জামা'আতে হাযির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এদিন সর্বোত্তম পোষাক পরিধান করতেন ও নিজ স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ে ঈদগাহে যেতেন।[৬৪] তিনি একপথে যেতেন ও অন্যপথে ফিরতেন।[৬৫]

ঈদায়নের ছালাত সকল নফল ছালাতের মধ্যে সর্বাধিক ফযীলতপূর্ণ।[৬৬] তা সহ কোন ইবাদতের জন্য নিয়ত মুখে বলতে হয় না। বরং হৃদয়ে সংকল্প করতে হয়।[৬৭] ঈদায়নের ছালাতে সূরায়ে আ'লা ও গা-শিয়াহ অথবা ক্বাফ ও ক্বামার পড়া সুন্নাত।[৬৮] অবশ্য মুক্তাদীগণ কেবল সূরায়ে ফাতিহা পড়বেন।[৬৯]

ঈদায়নের জন্য প্রথমে ছালাত ও পরে খুৎবা প্রদান করতে হয়।[৭০] ঈদের ছালাতের আগে পিছে কোন ছালাত নেই, আযান বা এক্বামত নেই। ঈদগাহে বের হবার সময় উচ্চৈকণ্ঠে তাকবীর এবং পৌঁছার পরেও তাকবীরধ্বনি ব্যতীত কাউকে জলদি আসার জন্য আহ্বান করাও ঠিক নয়।[৭১] কোন কোন ঈদগাহে ইমাম পৌঁছে যাওয়ার পরেও ছালাতের পূর্বে বিভিন্ন জনে বক্তৃতা করে থাকেন। এটা সুন্নাত বিরোধী কাজ।

ঈদায়নের খুৎবা একটি হওয়াই ছহীহ হাদীছ সম্মত। মাঝখানে বসে দু'টি খুৎবা প্রদান সম্পর্কে কয়েকটি 'যঈফ' হাদীছ রয়েছে। ইমাম নববী বলেন যে, এটিই প্রমাণিত সুন্নাত যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ঈদায়নের ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র একটি খুৎবা দিয়েছেন- যার মধ্যে আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, দো'আ সবই ছিল।[৭২]

মুসলমানদের জাতীয় আনন্দ-উৎসব মাত্র দু'টি- ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা।[৭৩] এই দু'দিন ছিয়াম পালন নিষিদ্ধ।[৭৪] এক্ষণে 'ঈদে মীলাদুন্নবী' নামে তৃতীয় আরেকটি ঈদ-এর প্রচলন ঘটানো নিঃসন্দেহে বিদ'আত- যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

ঈদায়নের জামা'আতে পুরুষদের পিছনে পর্দার মধ্যে মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে আবৃত হয়ে যোগদান করবেন। প্রত্যেকের চাদর না থাকলে একজনের চাদরে দু'জন আসবেন। খত্বীব ছাহেব নারী-পুরুষ সকলকে লক্ষ্য করে মাতৃভাষায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে খুৎবা প্রদান করবেন। ঋতুবর্তী মহিলারা কেবল খুৎবা শ্রবণ করবেন।[৭৫] মিশকাতের খ্যাতনামা ভাষ্যকার ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন যে, উক্ত হাদীছের শেষে বর্ণিত دعوة المسلمين কথাটি 'আম'। এর দ্বারা খুৎবা ও নছীহত বুঝানো হয়েছে। কেননা ঈদায়নের ছালাতের পরে (সম্মিলিত) দো'আর প্রমাণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি'।[৭৬]

ঈদায়নের ছালাত আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) বৃষ্টির কারণে একবার ব্যতীত সর্বদা ময়দানে পড়েছেন। এই ময়দানটি মদীনার মসজিদে নববীর পূর্ব দরজা বরাবর পাঁচশ' গজ দূরে 'বাত্বহান' সমতল ভূমিতে অবস্থিত।[৭৭] সুতরাং বৃষ্টি বা অন্য কোন যরূরী কারণে ময়দানে যাওয়া অসম্ভব হ'লে মসজিদে ঈদের জামা'আত করা যাবে।[৭৮] কিন্তু বিনা কারণে বড় মসজিদের দোহাই দিয়ে মহানগরী বা অন্যত্র মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করা সুন্নাত বিরোধী আমল। জামা'আত ছুটে গেলে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নিবে। ঈদগাহে আসতে না পারলে বাড়ীতে মেয়েরা সহ বাড়ীর সকলকে নিয়ে ঈদগাহের ন্যায় তাকবীর সহকারে জামা'আতের সাথে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে।[৭৯]

জুম'আ ও ঈদ একই দিনে হওয়াতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'টিই পড়েছেন। তবে যারা ঈদ পড়েছেন, তাদের জন্য জুম'আ অপরিহার্য করেননি।[৮০]

ঈদের দিন ছাহাবায়ে কেরাম পরস্পরে সাক্ষাৎ হ'লে বলতেন 'আল্লাহুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্না ওয়া মিনকা' *(অর্থ: আল্লাহ আমাদের ও আপনার পক্ষ হ'তে কবুল করুন!)*।[৮১] এদিন নির্দোষ খেলাধুলা করা যাবে।[৮২] কিন্তু তাই বলে পটকাবাজি, মাইকে ক্যাসেটবাজি, চরিত্র বিধ্বংসী ভিডিও প্রদর্শন, বাজে সিনেমা দেখা, খেলাধুলার নামে নারী-পুরুষের অবাধ সমাবেশ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীর : প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও ছানা পড়ার পরে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ মোট বার তাকবীর দেওয়া সুন্নাত। এরপরে 'আঊযুবিল্লাহ' পাঠ অন্তে ক্বিরাআত পড়বে। প্রতি তাকবীরে দু'হাত উঠাবে। তাকবীর বলতে ভুলে গেলে বা গণনায় ভুল হ'লে তা পুনরায় বলতে হয় না বা 'সিজদায়ে সহো' লাগে না।[৮৩]

---

৬৪. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৭-১৮।*
৬৫. *বুখারী, মিশকাত হা/১৪৩৪।*
৬৬. *তাফসীরে কুরতুবী ১৫/১০৮।*
৬৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১।*
৬৮. *নায়লুল আওত্বার ৪/২৫১।*
৬৯. *ঐ ৩/৫৫।*
৭০. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪২৬, ১৪৩১।*
৭১. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫১; নায়ল ৪/২৫১; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৯।*
৭২. *মির'আৎ ২/৩৩০-৩১।*
৭৩. *আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৪৩৯।*
৭৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৪৮।*
৭৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৩১।*
৭৬. *মির'আৎ ২/৩৩১।*
৭৭. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৮-১৯; মির'আৎ ২/৩২৭।*
৭৮. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৮।*
৭৯. *বুখারী, ফৎহসহ ২/৫৫০-৫১।*
৮০. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৬, নায়ল ৪/২৩১।*
৮১. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৫।*
৮২. *ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩২২।*
৮৩. *মির'আৎ হা/১৪৫৭, ২/৩৩৮-৮১, হাকেম ১/২৯৮।*

ছাদাক্বাতুল ফিতরের বিধান

*মুহাম্মাদ লিলবর আল-বারাদী**

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে উদ্দেশ্যবিহীন সৃষ্টি করেননি। তিনি বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ 'আমি জিন ও মানবজাতিকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*।

ইবাদত এমন একটি ব্যাপক শব্দ যা প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে পালনকৃত এমন সব কথা ও কাজের সমষ্টি, যা আল্লাহ পসন্দ করেন ও ভালবাসেন। আল্লাহ্‌র ইবাদত গ্রহণীয় হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে। এক. একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সমস্ত ইবাদত হ'তে হবে। দুই. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতী পন্থা অনুযায়ী তা পালন করতে হবে।

ইবাদত পালনে ক্রটি-বিচ্যুতি হ'লে আল্লাহ ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ারও ব্যবস্থা রেখেছেন। ছিয়াম হ'ল মহান আল্লাহ্‌র ইবাদতের মধ্যে অন্যতম। আর এই ছিয়াম পালনে যে সকল ক্রটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকে, তার ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য ছাদাক্বাতুল ফিতর আদায়ের বিধান রেখেছেন। এ বিধান আমাদের সুবিধার্থে পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা সমীচীন নয়। কেননা ইসলাম হ'ল একমাত্র অভ্রান্ত, ক্রটিমুক্ত ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা।

দ্বীন ইসলাম যখন পূর্ণতা পেয়েছে, তখন অপূর্ণতার সংশয় মনে ঠাঁই দেয়া নিতান্তই মূর্খতা। সুতরাং দ্বীনকে অপূর্ণাঙ্গ মনে করার অর্থই হ'ল কুরআন-হাদীছের অপূর্ণতা (নাঊযুবিল্লাহ)। আর এটা অসম্ভব, অযৌক্তিক ও ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের প্রতি অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থ বিকৃত হয়েছে। কিন্তু শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ কুরআন অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান। তবে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ বিকৃত করার অপপ্রয়াস চলেছে নানাভাবে। কিন্তু বিভিন্ন মুহাদ্দিছগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে তা আজও অম্লান রয়েছে। তথাপিও কিছু লোক ক্বিয়াস দ্বারা ছহীহ হাদীছ বিকৃত করে চলেছে। যেমন ছাদাক্বাতুল ফিতর খাদ্যদ্রব্যের পরিবর্তে তার সমমূল্য দিয়ে আদায় করা। আলোচ্য নিবন্ধে ছাদাক্বাতুল ফিতরের বিধান সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল।-

ছাদাক্বাতুল ফিতর কার উপর ফরয :

ছাদাক্বাতুল ফিতর মুসলমান নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, সকলের জন্য আদায় করা ফরয। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمَرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ.

ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, নারী ও পুরুষ, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা' পরিমাণ খেজুর বা যব যাকাতুল ফিৎর হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন'।[৮৪] ঈদের দিন সকালেও যদি কেউ মৃত্যুবরণ করেন, তার জন্য ফিৎরা আদায় করা ফরয নয়। আবার ঈদের দিন সকালে কোন বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হ'লে তার পক্ষ থেকে ফিৎরা আদায় করা ফরয।[৮৫] ছাদাক্বাতুল ফিতর হ'ল জানের ছাদাক্বা, মালের নয়। বিধায় জীবিত সকল মুসলিমের জানের ছাদাক্বা আদায় করা ওয়াজিব। কোন ব্যক্তি ছিয়াম পালনে সক্ষম না হ'লেও তার জন্য ফিৎরা ফরয।

ছাদাক্বাতুল ফিতরের পরিমাণ :

প্রত্যেকের জন্য মাথাপিছু এক ছা' খাদ্যশস্য যাকাতুল ফিৎর হিসাবে বের করতে হবে। 'ছা' হচ্ছে তৎকালীন সময়ের এক ধরনের ওযন করার পাত্র। নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগের ছা' হিসাবে এক ছা'-তে সবচেয়ে ভাল গম ২ কেজি ৪০ গ্রাম হয়। বিভিন্ন ফসলের ছা' ওযন হিসাবে বিভিন্ন হয়। এক ছা' চাউল প্রায় ২ কেজি ৫০০ গ্রাম হয়। তবে ওযন হিসাবে এক ছা' গম, যব, ভুট্টা, খেজুর ইত্যাদি ২ কেজি ২২৫ গ্রামের বেশী হয়। ইরাকী এক ছা' হিসাবে ২ কেজি ৪০০ গ্রাম অথবা প্রমাণ সাইজ হাতের পূর্ণ চার অঞ্জলী চাউল। বর্তমানে আমাদের দেশে এক ছা'তে আড়াই কেজি চাউল হয়।

অর্ধ ছা' ফিতরা আদায় করা সুন্নাত বিরোধী কাজ। মু'আবিয়া (রাঃ)-এর যুগে মদীনায় গম ছিল না। সিরিয়া হ'তে গম আমদানী করা হ'ত। তাই উচ্চ মূল্যের বিবেচনায় তিনি অর্ধ ছা' গম দ্বারা ফিৎরা দিতে বলেন। কিন্তু বিশিষ্ট ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) সহ অন্যান্য ছাহাবীগণ মু'আবিয়া (রাঃ)-এর এই ইজতিহাদী সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ ও প্রথম যুগের আমলের উপরেই কায়েম থাকেন। যারা অর্ধ ছা' গম দ্বারা ফিৎরা আদায় করেন, তারা মু'আবিয়া (রাঃ)-এর রায়ের অনুসরণ করেন মাত্র। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, সুতরাং অর্ধ ছা' ফিৎরা আদায় করা সুন্নাহ্‌র খেলাপ। রাসূল (ছাঃ) যাকাতের ও ফিতরার যে হার নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা রদবদল করার অধিকার কারো নেই।[৮৬] এ ব্যাপারে ওমর (রাঃ) একটি ফরমান লিখে আমর ইবনে হাযম (রাঃ)-এর নিকটে পাঠান যে, যাকাতের নিছাব ও প্রত্যেক নিছাবে যাকাতের যে, হার তা চির দিনের জন্য আল্লাহ তাঁর রাসূলের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এতে

* যশপুর, তানোর, রাজশাহী।

৮৪. বুখারী-মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫।
৮৫. মিরআত ৬/১৮৫ পৃঃ।
৮৬. ফাৎহুল বারী ৩/৪৩৮ পৃঃ।

কোন যুগে, কোন দেশে কমবেশী অথবা রদবদল করার অধিকার কারো নেই।[৮৭]

ছাদাক্বাতুল ফিতর আদায় ও বণ্টনের সময়কাল :

ছাদাক্বাতুল ফিতর ঈদের দু'এক দিন পূর্বে আদায় ও পরে বণ্টন করা ওয়াজিব। ঈদুল ফিতরের পূর্বে ছাহাবায়ে কেরাম বায়তুল মাল জমাকারীর নিকটে ফিৎরা জমা করতেন। ফিৎরা আদায়ের এটাই সুন্নাতী পন্থা, যা ঈদের ছালাতের পর হক্বদারগণের মধ্যে বণ্টন করতে হবে।[৮৮]

ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে ছাদাক্বাতুল ফিতর আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৮৯]

অন্যত্র রয়েছে, ঈদের ছালাতের পূর্বে দায়িত্বশীলের কাছে ফিৎরা জমা করা ওয়াজিব।[৯০] ইবনে ওমর (রাঃ) ঈদের দু'এক দিন পূর্বে জমাকারীর কাছে ফিৎরা পাঠাতেন।[৯১]

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিয়াম পালনকারীর জন্য ছাদাক্বাতুল ফিতর আদায় অপরিহার্য করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি ঈদের ছালাতের পূর্বে আদায় করবে তা ছাদাক্বাতুল ফিতর হিসাবে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি ঈদের ছালাতের পর আদায় করবে তা সাধারণ ছাদাক্বা হিসাবে গণ্য হবে।[৯২]

ঈদের ছালাতের পূর্বে ফিৎরা বণ্টন করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং পরে বণ্টনের প্রমাণ পাওয়া যায়।[৯৩] ইবনে ওমর (রাঃ) অনুরূপভাবে জমা করতঃ ঈদের ছালাতের পরে হক্বদারগণের মধ্যে বণ্টন করতেন।[৯৪] অনেকে মনে করেন, ঈদের ছালাতের পূর্বে বণ্টন করা হ'লে গরীবদের সুবিধা হবে। কিন্তু এ মর্মে যে কয়টি বর্ণনা এসেছে, তা গ্রহণযোগ্য নয়।[৯৫] সুতরাং মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলের মাধ্যমে ফিৎরা বণ্টনের জন্য যে সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা পালন করা আবশ্যক।

ফিতরা পাওয়ার হক্বদারগণ :

ছাদাক্বাতুল ফিতর এলাকার অভাবী ও দরিদ্র মানুষের মাঝে বণ্টন করবে। কেননা ধনীদের সম্পদে গরীবের হক্ব আছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'ধনীদের সম্পদে রয়েছে, ফকীর, বঞ্চিতদের অধিকার' *(যারিয়াত ৫১/১৯)*। এতদ্ব্যতীত যাকাত আদায়ের নিম্নোক্ত আটটি খাতেও ফিতরা বণ্টন করা যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَـــرَاءِ وَالْمَـــسَاكِيْنَ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِـيْمٌ حَكِـيْمٌ 'যাকাত হ'ল কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক্ব এবং তা দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীদের জন্য ও মুসাফিরদের জন্য। এই হ'ল আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান' *(তওবা ৯/৬০)*।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ যাদের কথা বলেছেন তারা প্রত্যেকেই যাকাত পাওয়ার হক্বদার।

ছাদাক্বাতুল ফিতর কোন বস্তু দ্বারা আদায় ওয়াজিব :

প্রত্যেক দেশের প্রধান খাদ্য দিয়ে ফিৎরা আদায় করবে। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى رَجَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَـــرِكُمْ يَعْنِى مِنْبَرَ الْبَصْرَةِ، يَقُولُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ.

আবু রাজা' (রহঃ) বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে তোমাদের মিম্বরে অর্থাৎ বছরার মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুৎবা দানরত অবস্থায় বলতে শুনেছি, ছাদাক্বাতুল ফিতরের পরিমাণ হ'ল মাথাপিছু এক ছা' খাদ্যদ্রব্য।[৯৬]

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيَّ رضى الله عنه يَقُوْلُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ.

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা যাক্বাতুল ফিতর আদায় করতাম এক ছা' খাদ্য (طعام) অথবা এক ছা' যব বা এক ছা' খেজুর অথবা এক ছা' পনীর অথবা এক ছা' কিশমিশ দিয়ে।[৯৭]

আমাদের এই কৃষি প্রধান দেশে প্রধান খাদ্য (طعام) চাউল। সেকারণ চাউল দিয়ে ছাদাক্বাতুল ফিতর আদায় করাই উত্তম। খাদ্যশস্যের মূল্য দিয়ে ছাদাক্বাতুল ফিতর প্রদানের স্বপক্ষে কুরআন-হাদীছে স্পষ্ট কোন দলীল নেই। সুতরাং মুদ্রা দিয়ে ফিৎরা আদায় করা কোন বিশিষ্ট জনের তাক্বলীদ (অন্ধ অনুসরণ) বৈ কিছুই নয়।

আল্লাহ্র রাস্তায় দান-খয়রাত করতে হ'লে নবী করীম (ছাঃ) প্রদর্শিত পন্থায়ই তা করা অপরিহার্য। তাছাড়া চার খলীফা, ছাহাবীগণ, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈগণ সকলেই খাদ্যদ্রব্য দিয়ে ফিৎরা আদায় করেছেন। খাদ্যশস্যের মূল্যে ফিৎরা আদায়ের স্বপক্ষে একটি দুর্বল, মওযূ হাদীছও প্রমাণ হিসাবে পাওয়া যায় না। সুতরাং খাদ্যশস্য দিয়েই ফিৎরা আদায় করতে হবে।

---

৮৭. তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন, পৃঃ ৫৭৫।
৮৮. বুখারী হা/১৫১১, 'যাকাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭৭।
৮৯. বুখারী হা/১৫০৯; মুসলিম হা/৯৮৬।
৯০. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫।
৯১. মুয়াত্ত্বা মালেক, হা/৩৪৩; ইবনু খুযায়মাহ হা/২৩৯৭, সনদ ছহীহ।
৯২. আবূদাঊদ হা/১৬০৯, হাসান ছহীহ।
৯৩. বুখারী, মিশকাত হা/২১২৩।
৯৪. ফাৎহুল বারী ৩/৪৩৯-৪০; মির'আত ১/২০৭।
৯৫. ইরওয়াউল গালিল হা/৮৪৪, ৩/৩৩২।
৯৬. নাসাঈ হা/২৫২২।
৯৭. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৬।

খাদ্যশস্যের মূল্য দ্বারা ফিৎরা আদায় :

খাদ্যশস্য ব্যতীত অর্থ কিংবা দীনার-দিরহাম দিয়ে ফিৎরা আদায় করেছেন মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈদের কোন আমল পাওয়া যায় না। খাদ্যশস্যের স্বপক্ষেই হাদীছে এসেছে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমরা খাদ্যশস্য (طعـــام) যব, খেজুর, পনীর, কিশমিশ দিয়ে যাকাতুল ফিতর আদায় করতাম।[৯৮]

طعـــام শব্দটির অর্থ হ'ল খাদ্য। পরিভাষায় যা দিয়ে ক্ষুধা নিবারণ করা যায়, তাই طعام। طعام দ্বারা টাকা-পয়সা বুঝায় না। তাছাড়াও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পূর্ব যুগ হ'তেই মক্কা-মদীনায় দিরহাম-দীনার প্রভৃতি মুদ্রার প্রচলন ছিল। কিন্তু তিনি এক ছা' খাদ্যশস্যের মূল্য হিসাবে দিরহাম প্রদানের নির্দেশ দেননি। বরং খাদ্যশস্য দিয়ে ছাদাক্বাতুল ফিতর আদায় ওয়াজিব করেছেন।

খাদ্যশস্য ব্যতীত মূল্য দিয়ে ফিৎরা প্রদানে অনেক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। যেমন-

নং	ব্যক্তির নাম	চাউলের নাম	প্রতি কেজি	২১/২ কেজির মূল্য	মূল্য পার্থক্য
১	আব্দুল করীম	মিনিকেট	৭০/=	১৭৫/=	১০০/=
২	আব্দুর রহীম	দাউদকানী	৬০/=	১৫০/=	৭৫/=
৩	আব্দুস সালাম	জিরাশাল	৫০/=	১২৫/=	৫০/=
৪	আব্দুল জব্বার	ব্রি ২৮	৪০/=	১০০/=	২৫/=
৫	আব্দুস সাত্তার	গুটি স্বর্ণা	৩০/=	৭৫/=	০০/=

এখানে আব্দুল করীম সবচেয়ে দামী ও আব্দুস সাত্তার কম দামী চাউলের ভাত খায়। এদের দু'জনে ছাদাক্বাতুল ফিতর হিসাবে খাদ্যশস্যের পরিবর্তে যদি মূল্য প্রদান করা হয়, তাহ'লে আড়াই কেজি চাউলের মূল্যের পার্থক্য হবে ১০০/= টাকা। কিন্তু তারা উভয়েই যদি খাদ্যশস্য দিয়ে ফিৎরা আদায় করে, তবে তাদের পরিমাণ আড়াই কেজি বা একই সমান হবে। তাছাড়া বণ্টনের সময় হতদরিদ্র ব্যক্তি সবচেয়ে দামী চাউলের ছাদাক্বা পেয়েও খুশী হবে।

খাদ্যশস্যের মূল্য দিয়ে ফিৎরা আদায় করা, ছাদাক্বা ক্রয় করার নামান্তর। যা ইসলামে নিষিদ্ধ। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, ওমর (রাঃ) তাঁর একটি ঘোড়া এক ব্যক্তিকে সওয়ার হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র রাস্তায় ছাদাক্বা করে দিলেন, যে ঘোড়াটি রাসূল (ছাঃ) তাকে দান করেছিলেন। তারপর তিনি (ওমর) খবর পেলেন, লোকটি ঘোড়াটি বাজারে বিক্রি করছে। এ খবর শুনে ওমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কি ঘোড়াটি ক্রয় করতে পারি? রাসূল (ছাঃ) জবাবে বললেন, তা ক্রয় কর না এবং তোমার ছাদাক্বা ফেরৎ নিও না।[৯৯] আলোচ্য হাদীছ হ'তে প্রমাণিত হয় যে, যে কোন প্রকারের ছাদাক্বা ক্রয় করা হারাম। যদি ক্রয় করা হালাল হ'ত তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওমর (রাঃ)-কে ক্রয় করার অনুমতি দিতেন এবং ফিৎরা খাদ্যশস্যের পরিবর্তে দিরহাম-দীনার প্রদানের অনুমতিও দিতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। চার খলীফা, ছাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ কেউই অনুরূপভাবে ছাদাক্বা ক্রয় করার পক্ষে ছিলেন না।

যারা ফিৎরা দ্রব্যমূল্যে (টাকায়) প্রদানের স্বপক্ষে তাদের উদ্দেশ্য কি তা আদৌ বোধগম্য নয়। কেননা ফিৎরা হ'ল ফরয এবং কুরবানী হ'ল সুন্নাত। ফরযকে যদি পরিবর্তন অথবা পরিমার্জন করা জায়েয হয়, তাহ'লে কুরবানীর পরিবর্তে তার মূল্য প্রদানে বাধা কোথায়? নিয়ত তো বেশ ছহীহ। যেহেতু কুরবানীর সমমূল্য জায়েয নয়। সুতরাং ফিতরার মূল্য প্রদানও জায়েয নয়। এ সম্পর্কে ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'যদি কেউ কুরবানীর বদলে তার মূল্য ছাদাক্বা করতে চান, তবে তিনি মুহাম্মাদী শরী'আতের প্রকাশ্য বিরোধিতা করবেন'।[১৭]

অতএব পরকালে পরিত্রাণের নিমিত্তে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করা আমাদের সকলের জন্য অপরিহার্য। অন্যথা ইহকাল ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হবে। আল্লাহ আমাদেরক হেফাযত করুন-আমীন!!

১৭. মাজমূ'আ ফাতওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ২৬/৩০৪; মুগনী ১১/৯৪-৯৫ পৃঃ।

৯৮. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৬।
৯৯. বুখারী হা/৩/২৫৭১ (কিতাবুল ওয়াসা) ও হা/৩/২৭৪৯-৫০ 'কিতাবুল জিহাদ' অধ্যায়।

দিশারী

রাজনীতি করুন, ইসলামের অপব্যাখ্যা করবেন না

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী'১২-তে ঢাকার একটি দৈনিকে প্রকাশিত এদেশের একটি পরিচিত ইসলামী রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের একজন প্রভাবশালী ব্যারিষ্টার সদস্যের লিখিত প্রবন্ধটি অনেক পরে 'নেটে' পড়লাম। লেখাটিতে তিনি তাঁর দলের নেতা-কর্মীদের আরব বসন্তের ঢেউয়ে উজ্জীবিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন এবং তিনি লেখাটি শেষ করেছেন নিম্নোক্ত বাক্যের মাধ্যমে–

'প্রশ্ন হচ্ছে, দক্ষিণ এশিয়ার ১৬ কোটি মানুষের বাংলাদেশের গায়ে এই আরব বসন্তের বাতাস কখন লাগবে?' এ আহ্বান তাঁর নিজের, না দলের, না তাঁর মক্কেল কারাবন্দী নেতাদের, না নেপথ্য মোড়লদের, ভবিষ্যতই সেটা বলে দেবে।

'আরব বসন্ত' বলতে লেখক যেটি বুঝাতে চেয়েছেন, সেটি হ'ল তাঁর মতে ইসলামী নেতাদেরকে ইসলামী শরী'আত বাস্তবায়নের লক্ষ্য পরিবর্তন করে বর্তমানে সেক্যুলার নীতি অবলম্বন করতে হবে। যেমনটি পরিদৃষ্ট হয়েছে আরব বসন্তের ইসলামী নেতাদের মাঝে। তাঁর দেওয়া তথ্য মতে, তিউনিসিয়ার ইসলামী দল আন-নাহযাহ পার্টি ২১৭ সদস্যের পার্লামেন্টে ৮৯টি আসন পেয়েছে। বাকীগুলি পেয়েছে সেক্যুলার দু'টি দল। মরক্কোতে ৩৯৫ আসনের পার্লামেন্টে ১০৭টি আসন পেয়েছে সেদেশের মধ্যপন্থী ইসলামী দল জাস্টিস এণ্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি এবং মিসরের ইখওয়ানের রাজনৈতিক শাখা ফ্রিডম এণ্ড জাস্টিস পার্টি সেদেশের ৫০৮ আসনের পার্লামেন্টে ২৩৫টি আসন পেয়েছে। ১২৩টি আসন পেয়েছে সালাফীপন্থী আন-নূর পার্টি।

এক্ষণে নির্বাচনে জয়লাভের পর এই পার্টিগুলির ভূমিকা কী ছিল? নিম্নে চিত্রটি সংক্ষেপে দেয়া হল।-

(১) আরব বসন্ত শুরু হয় যে তিউনিসিয়ায়, সেখানকার ইসলামী দল আন-নাহযার চেয়ারম্যান রশীদ ঘানুসী (৭০) দীর্ঘ ২০ বছর লণ্ডনে নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে স্বদেশে ফিরে ঘোষণা করেছেন যে, 'ক্ষমতায় গেলে তার দল শরীয়া আইন বাস্তবায়ন করবে না'। নাহযাহ পার্টির এক মুখপাত্র বলেন, তারা তিউনিসিয়াকে মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করবেন। সেখানে মাদক নিষিদ্ধ করা হবে না বা বিদেশীদেরকে সী বীচে বিকিনি পরিধান নিষিদ্ধ করা হবে না। ইসলামী ব্যাংকিংকে বাধ্যতামূলক করা হবে না। কেননা তাঁর মতে তিউনিসিয়া সবার দেশ। রশিদ ঘানুসির ভাষায়– '..in which the rights of God, the Prophet, women, men, the religious and the non-religious are assured, because Tunisia is for everyone' অর্থাৎ 'এ দেশে গড, নবী, নারী, পুরুষ, ধার্মিক, অধার্মিক নির্বিশেষে সকলের অধিকার নিশ্চিত করা হবে। কেননা তিউনিসিয়া সকলের' *(বিবিসি নিউজ, ২৭ অক্টোবর'১১)*।

পাঠক খেয়াল করুন, এত বড় একজন ইসলামী নেতা 'আল্লাহ' না বলে 'গড' বলছেন। ২০ বছর লণ্ডনে থেকে ব্রেন ওয়াশ হয়ে গেছে বলেই তো মনে হয়। জানা আবশ্যক যে, 'আল্লাহ' নামের কোন প্রতিশব্দ নেই। এর পরিবর্তে গড, ঈশ্বর, ভগবান, সৃষ্টিকর্তা, উপরওয়ালা ইত্যাদি বলা নিষিদ্ধ।

(২) মরক্কোর বিজয়ী ইসলামী দল পিজেডি ঘোষণা করেছে, তারা জনগণের উপর ইসলামের কোনো বিধান চাপিয়ে দেবে না। বরং তারা ইসলামী অর্থনীতি অনুসরণ করে দেশকে উন্নয়ন, অধিকতর সমবণ্টন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের চেষ্টা করবে। তবে মাদক এবং মহিলাদের পর্দার মত বিষয়গুলোতে তারা কোন মতামত দেবে না। কেননা মরক্কো পর্যটকদের জন্য একটি আকর্ষণীয় স্থান *(বিবিসি নিউজ, ২৭ নভেম্বর'১১)*।

(৩) বহুল প্রসিদ্ধ ইখওয়ানুল মুসলেমীনের রাজনৈতিক শাখা ফ্রিডম এণ্ড জাস্টিস পার্টি ঘোষণা করেছিল যে, একজন ক্যাথলিক খ্রিষ্টানকেও মিসরের রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে মেনে নিতে তাদের কোন আপত্তি থাকবে না। যার ধারাবাহিকতায় বর্তমান প্রেসিডেন্ট মুরসী তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে গ্রহণ করেছেন একজন কপটিক খ্রিষ্টানকে এবং একজন নারীকে।

তাদের সমমনা ভারতের 'জামায়াতে ইসলামী' গত বছরের এপ্রিল মাসে 'ওয়েলফেয়ার পার্টি অফ ইন্ডিয়া' নামে নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেছে। পাশাপাশি জামায়াতে ইসলামী তাদের আদর্শিক কার্যক্রম চালিয়ে যাবে। ১৬ সদস্যের উক্ত ওয়েলফেয়ার পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী জামায়াতে ইসলামীর লোক হলেও তাতে পাঁচজন অমুসলিম রয়েছে। ভাইস চেয়ারম্যান দু'জনের একজন খ্রিষ্টান ও অন্যজন অন্যধর্মী অমুসলিম। তারা তাদের ইসলামী শ্লোগান বাদ দিয়ে এখন করেছে কেবল 'ন্যায় বিচার, স্বাধীনতা ও সমতা'।

উপরোক্ত ইসলামী দলগুলির এই আদর্শচ্যুতিকেই লেখক উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। আর এটাই তাঁর বহু কাংখিত 'আরব বসন্ত'-এর শিক্ষা।

তিনি তুরস্কের ইসলামপন্থী সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাজমুদ্দীন আরবাকানের পতন ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এরদোগানের সেক্যুলার নীতি তুলে ধরে এরদোগানের প্রশংসা করেছেন। কারণ তিনি ইসলামের নাম নেন না এবং পাশ্চাত্যের সমালোচনা করেন না। নিজ দেশে ইসলামবিরোধী আইনসমূহও বাতিল করেননি। অমনিভাবে তিনি মালয়েশিয়ার ইসলামী দল পিএএস যারা এখন ইসলামের কথা বাদ দিয়ে কেবল ন্যায়বিচারের কথা বলছে, তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন, নেতৃত্বের কাজ হ'ল একটি পথ রুদ্ধ হলে আরো তিনটি পথ বের করা'।

অতঃপর তিনি তাঁর উদ্দেশ্য হাছিলের জন্য কুরআনের একাধিক আয়াতের অপব্যাখ্যা করেছেন। আমরা তাঁর দলের

রাজনীতির মধ্যে প্রবেশ না করে স্রেফ কুরআনের অপব্যাখ্যাগুলি তুলে ধরব ও তার জবাব দেব ইনশাআল্লাহ।-

কুরআনের অপবাখ্যা :

(১) ইসলামী নেতাদের আদর্শচ্যুতির পক্ষে তিনি সূরা হজ্জ-এর শেষ আয়াতটিকে ব্যবহার করেছেন। যেখানে আল্লাহ বলেছেন, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ 'আর আল্লাহ দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনরূপ সংকীর্ণতা আরোপ করেননি'। এর ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন যে, নিশ্চয়ই দ্বীন সহজ। যে ব্যক্তি এতে কড়াকড়ি আরোপ করে, দ্বীন তাকে পরাভূত করে। কাজেই তোমরা মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর... এবং সকালে, বিকালে ও রাতের কিছু অংশে ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা কর' *(বুখারী হা/৩৯)*। এ আয়াতের মধ্যে ইবাদতের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। কিন্তু কাউকে ইসলামী আদর্শ ছেড়ে কুফরী সেক্যুলার মতাদর্শ গ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

(২) একই উদ্দেশ্যে সূরা আনকাবূতের ২৯ আয়াতটি ব্যবহার করেছেন। যেখানে আল্লাহ বলছেন, وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ 'যারা আমাদের পথে সংগ্রাম করে, আমরা তাদেরকে আমাদের রাস্তা সমূহে পরিচালিত করব। আর আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মশীলদের সঙ্গে থাকেন' *(আনকাবূত ২৯/৬৯)*।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, তিনি কেবল আল্লাহ্‌র পথে সংগ্রামকারী সৎকর্মশীলদের সাথে থাকেন। পথভ্রষ্ট লোকদের সাথে নয়। অথচ এখানে আল্লাহবিরোধী সেক্যুলার রাস্তায় আহ্বানের পক্ষে আয়াতটিকে ব্যবহার করেছেন মাননীয় লেখক।

ইহুদী-নাছারা ও সেক্যুলারদের পাতানো দলতন্ত্রের ফাঁদে পা দিয়ে কথিত ইসলামী দলগুলি নতুন হিসাবে প্রথমবারে কিছু বেশী ভোট পাওয়ায় লেখক খুশীতে হুঁশ হারিয়ে ফেলেছেন। তারা কি ভুলে গেছেন যে, শতকরা ১০০ ভাগ ভোট পেয়েও শেখ মুজিব বা সাদ্দাম হোসেন টিকতে পারেননি? অতএব ভোট পাওয়া না পাওয়ার সাথে সত্য-মিথ্যার কোন সম্পর্ক নেই। মূল বিষয়টি হ'ল ইসলামী দলগুলি জনগণকে ইসলামের পথে পরিচালিত করতে চায়, না কি শয়তানী পথে পরিচালিত করতে চায়-সে ব্যাপারে আগে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ইসলামের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণকারিতা তারা কতটুকু জনগণকে বুঝাতে পেরেছেন? কিংবা তারা নিজেরা বা তাদের কর্মীরা কতটুকু বুঝেন ও আমল করেন?

(৩) মাননীয় লেখক তুরস্ক, তিউনিসিয়া, মালয়েশিয়া, মিসর ও ভারতে ইসলামী আন্দোলনের কৌশলগত অবস্থান পরিবর্তনের প্রশংসা করার পর বলেছেন, এর আসল লক্ষ্য হ'ল 'দ্বীনের বাস্তবায়ন'! এখানে তিনি সূরা ছফ ৯ আয়াতটির অপব্যাখ্যা করেছেন। পূর্ণ আয়াতটি হ'ল, هُوَ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ 'তিনি সেই সত্তা, যিনি স্বীয় রাসূলকে হেদায়াত ও সত্যদ্বীন সহ প্রেরণ করেছেন সকল দ্বীনের উপর তাকে বিজয়ী করার জন্য। যদিও মুশরিকরা তা অপসন্দ করে' *(ছফ ৬১/৯)*। অর্থাৎ তাঁর মতে ঐসব দেশে দ্বীনের বিজয় হয়েছে ইসলামকে বাদ দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সাথে আপোষ করার কারণে। অতএব আমাদেরও সেটা করা উচিৎ।

প্রশ্ন হ'ল, উক্ত আয়াতে দ্বীনকে বিজয়ী করার অর্থ কি রাজনৈতিক বিজয়? সকল দ্বীনের উপর বিজয় অর্থ কি সকল রাষ্ট্রের উপর বিজয়? আফসোস! এই তথাকথিত বিজয় যে কত ভঙ্গুর তার নিদর্শন বারবার প্রকাশিত হওয়ার পরেও এসব ইসলামী রাজনীতিকদের হুঁশ ফেরে না। যেমন অনেক টালবাহানার পর গত ২৪শে জুন'১২ ঘোষিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেল যে, ১ কোটি ৩২ লাখ ভোট পেয়ে ইখওয়ানের প্রার্থী মুহাম্মাদ মুরসী মিসরের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। মোবারকপন্থী প্রার্থী আহমাদ শফিক তাঁর চেয়ে মাত্র ৯ লাখ ভোট কম পেয়েছেন। অথচ তার আদৌ ভোট পাওয়ার কথা নয়। তাই আগামী নির্বাচনে এটুকু উৎরে যেতে সেক্যুলারদের কোন সমস্যা হবে বলে মনে হয় না। পত্রিকায় এসেছে যে, পাশ্চাত্যের সাথে সমঝোতার মাধ্যমেই মুরসীকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ সেক্যুলারদের চাইতে তিনি হবেন আরও এক কাটা বাড়া। যেমন তুরস্কের অবস্থা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, আমাদের নবী (ছাঃ) মৃত্যুর তিন বছর পূর্বে মক্কা জয় করেন। তার অর্থ তৎকালীন বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের উপর বিজয় নয়। তিনি তো সে সময়ের পরাশক্তি রোম ও পারস্য জয় করেননি। জয় করেননি ভারত-বাংলাদেশ কিংবা ইউরোপ-আমেরিকা। তার অর্থ কি তিনি সকল দ্বীনের উপর বিজয় লাভ করেননি? অবশ্যই করেছেন। তবে সেটা আদর্শিক বিজয়। কথিত রাজনৈতিক বিজয় নয়।

ব্যারিষ্টার ছাহেবদের মত রাজনৈতিক মুফাসসিরদের মাথায় কেবলই রাজনৈতিক ক্ষমতার চিন্তা ঘুরপাক খায়। তাই রাজনৈতিক বিজয়কেই তারা আসল বিজয় মনে করেন। অথচ আল্লাহ এখানে বলেছেন لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ 'সকল দ্বীনের উপর বিজয়'। সকল রাষ্ট্রের উপর বিজয় নয়। একটু পরেই বলা হয়েছে وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ 'যদিও এটা মুশরিকরা অপসন্দ করে'।

জানা আবশ্যক যে, মুশরিকরা ইসলামী আদর্শকে অপসন্দ করে এবং নানারকম দোহাই দিয়ে নিজেদের বাতিল দ্বীনকে আঁকড়ে থাকে। কিন্তু তারা কখনোই ইসলামী শাসনকে অপসন্দ করে না। বরং নিজেদের জাতভাই রোম সম্রাটের শাসন থেকে বাঁচার জন্য সিরিয়ার তৎকালীন খ্রিষ্টানরা মুসলিম বিজেতা সেনাপতি আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ-এর কাছে অনুনয়-বিনয় করেছিল ইসলামী খেলাফতের অধীনস্ত থাকার জন্য। সিন্ধুর হিন্দু প্রজারা তাদের হিন্দু রাজাকে ছেড়ে

মুসলিম বিজেতা সেনাপতি মুহাম্মাদ বিন কাসিমের শাসনকে স্বাগত জানিয়েছিল। এমনকি তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে রাস্তায় কেঁদে গড়াগড়ি দিয়েছিল ও তাঁর মূর্তি গড়ে পূজা শুরু করেছিল। ভারতবর্ষের অমুসলিম প্রজাসাধারণ দিল্লীর মুসলিম শাসকদের 'দিল্লীশ্বর' 'জগদীশ্বর' বলে শ্রদ্ধা জানাতো। কারণ মুশরিকরা একথা ভালভাবেই জানে যে, ইসলামী শাসনেই কেবল ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল প্রজাসাধারণের জান-মাল ও ইযযতের নিরাপত্তা রয়েছে। অন্য কোন শাসনে যার কল্পনাই করা যায় না।

অতএব সেক্যুলারিজমের কাছে সিজদা করে দু'চারটে এম.পি পদ দখল করার নাম ইসলামের বিজয় নয়। ইসলাম নিঃসন্দেহে বিশ্ববিজয়ী আদর্শ। নেতাদের কর্তব্য হ'ল ইসলামের বিজয়ী আদর্শ সেক্যুলার নেতাদের কাছে তুলে ধরা এবং এর কল্যাণকারিতার প্রতি বিশ্বকে আকৃষ্ট করা। যে দেশের জনগণ যত দ্রুত এটা বুঝতে পারবে, সেদেশে তত দ্রুত ইসলাম তার আদর্শিক ও রাজনৈতিক বিজয় লাভ করবে।

(৪) সূরা আহযাব ২১ আয়াতে আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوْ اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا– 'নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাতকে কামনা করে এবং আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করে, তাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে'।

অথচ এই আয়াতের অপব্যাখ্যা করে তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে স্রেফ একজন বিজয়ী সেনাপতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। অতঃপর উক্ত আয়াতটির অনুবাদ করে বলেছেন যে, রাসূলের জীবনে তোমাদের জন্য নিহিত আছে উত্তম আদর্শ *(আহযাব ৩৩/২১)*। নিঃসন্দেহে তিনি বিজয়ী সেনাপতি ছিলেন। কিন্তু একমাত্র সে উদ্দেশ্যেই তিনি নবী হয়ে দুনিয়াতে আসেননি। বরং তিনি মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রেই উত্তম নমুনা ছিলেন।

লেখক রাসূল (ছাঃ)-কে একজন সুদক্ষ সেনানায়ক বানাতে গিয়ে ইতিহাস বিকৃত করেছেন। তিনি লিখেছেন, ওহোদের বিপর্যয় কাটিয়ে উঠে মুসলমানদের মনে সাহস সঞ্চয়ের জন্য পরদিনই তিনি আহত ছাহাবীদের নিয়ে শত্রুসৈন্যের পিছনে ধাওয়া করেছিলেন'। অথচ এটা ছিল আবু সুফিয়ানের পুনরায় মদীনা আক্রমণের খবর শুনে তার পাল্টা ব্যবস্থা মাত্র। যেকোন নেতাই এটা করতে বাধ্য।

তিনি লিখেছেন, 'হিজরতের পর মক্কায় কাফেররা অনেকটা হাফ ছেড়ে বলেছিল, আপদ চলে গেছে। বাঁচা গেল। কিন্তু মদীনা পৌঁছেই তিনি মক্কা থেকে সিরিয়াগামী বাণিজ্য কাফেলার উপর চাপ সৃষ্টি করেন। তাঁর গৃহীত এ কৌশলই ছিল দ্বিতীয় হিজরীতে সংঘটিত বদর যুদ্ধের পর্যভূমি। ... বদর যুদ্ধ না হলে ওহোদ, খন্দক, হোদায়বিয়া ও মক্কা বিজয় হতো না'।

অথচ প্রকৃত ঘটনা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আবু সুফিয়ান-আবু জাহলরা হাফ ছেড়ে বাঁচেনি। বরং রাসূল (ছাঃ)-কে রাতের অন্ধকারে গৃহ অবরোধ করে হত্যা করতে ব্যর্থ হয়ে তাঁর মাথা অথবা তাঁকে জীবিত ধরে আনার বিনিময়ে তারা ১০০ উটের পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। তারা বিরাট বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে সিরিয়া গমন করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল, ঐ বাণিজ্যলব্ধ অর্থে কেনা যুদ্ধ-সরঞ্জাম তারা মদীনায় হামলায় ব্যবহার করবে এবং রাসূল (ছাঃ)-কে সেখান থেকে উৎখাত করবে। সেজন্যেই তাদের বাণিজ্য কাফেলা আটকানোর উদ্দেশ্যে মুষ্টিমেয় শ'তিনেক সাথী নিয়ে রাসূল (ছাঃ) আবু সুফিয়ানের পিছু ধাওয়া করেছিলেন। কিন্তু তাকে আটকাতে পারেননি। এরই মধ্যে আবু সুফিয়ানকে আটকানোর ভুল খবর শুনে তাকে উদ্ধারের জন্য আবু জাহল এক হাযার সৈন্যের বিশাল বাহিনী নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধে বদর অভিমুখে অভিযান চালায়। এই যুদ্ধের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর কোন পূর্ব পরিকল্পনা বা প্রস্তুতি ছিল না। এমনকি যুদ্ধ করবেন, না মদীনায় ফিরে যাবেন, এ বিষয়েও ছিল পরামর্শ সভায় মতভেদ। পরে আল্লাহ্র নির্দেশে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয় ও তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে এ যুদ্ধে বিজয় লাভ হয়। কারণ ঐদিন মুসলমানরা ছিলেন নিতান্তই দুর্বল ও কাফেররা ছিল সবল *(আলে ইমরান ৩/১২৩)*। আল্লাহ বলেন, 'যদি পূর্ব হতেই তোমাদের ও তাদের মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে তোমরা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চাইতে, তবে প্রতিশ্রুত সময়ের ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে মতভেদ হ'ত। কিন্তু যা ঘটাবার ছিল, তা ঘটাবার জন্য আল্লাহ উভয় দলকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে সমবেত করলেন। যাতে যে ধ্বংস হবে, সে যেন সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর ধ্বংস হয়। আর যে জীবিত থাকবে, সে যেন সত্য সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হওয়ার পর জীবিত থাকে। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' *(আনফাল ৮/৪২)*।

উক্ত আয়াতে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, বদরের যুদ্ধ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর কোন পরিকল্পিত বিজয়াভিযান ছিল না। বস্তুতঃ সূরা আনফাল ১-৪৮ পর্যন্ত আয়াতগুলি বদর যুদ্ধ সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে।

জানা আবশ্যক যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনে প্রায় সকল যুদ্ধই ছিল আত্মরক্ষামূলক কিংবা প্রতিরোধমূলক। কাফির-মুশরিক ও মুনাফিকদের অবিরাম ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত ও হামলা মুকাবিলা করতে গিয়েই তাঁকে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছিল।

(৫) সূরা আলে ইমরান ১১০ আয়াতে আল্লাহ বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, যাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য। তোমরা মানুষকে

ভাল কাজের আদেশ দিবে ও মন্দ কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস রাখবে...'।

অথচ আয়াতের অপব্যাখ্যা করে তিনি লিখেছেন, মুসলিম জাতিকে আল্লাহ তা'আলা পাঠিয়েছেন গোটা মানবতার কল্যাণের উদ্দেশ্যে নেতৃত্বদানের জন্য *(আলে ইমরান ৩/১১০)*। অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসার জন্য *(ইবরাহীম ১৪/১)*।'

এখানে মাননীয় লেখক আল্লাহ্র কেতাব ছেড়ে ধর্মনিরপেক্ষতার অন্ধকারের দিকে যাওয়ার পক্ষে কুরআনের অত্র আয়াতকে ব্যবহার করেছেন। অতএব সারা বিশ্বে নেতৃত্ব দেবার জন্য তিনি দেশের ইসলামী নেতৃবৃন্দকে তাঁর ভাষায় 'সব সংকীর্ণতা ও আত্মম্ভরিতার ঊর্ধ্বে উঠতে হবে এবং বাস্তবধর্মী ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে'। সেকারণ তুরষ্ক, মিসর, তিউনিসিয়া ও ভারতের জামায়াতে ইসলামী থেকে তিনি শিক্ষা নিতে বলেছেন।

অথচ তারা এখন কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মত আলোহীন। তাদের কাছ থেকে প্রকৃত ঈমানদারগণের শেখার মত কিছুই নেই। যা আছে তা কেবলই পথভ্রষ্টতার শিক্ষা ও আদর্শচ্যুতির দুঃসংবাদ। আর সেকারণেই পশ্চিমা বিশ্ব খুশী হয়ে এটাকে 'আরব বসন্ত' (Arab Spring) বলে অভিনন্দিত করেছে। কারণ এটি তাদের কাছে একটি বড় সুসংবাদ। সম্প্রতি সিরিয়ার বিদ্রোহীদের প্রতি ইসরাঈলের প্রকাশ্যে সমর্থন ঘোষণায় বিদ্রোহীদের হাস্যোজ্জ্বল মিছিলের চেহারা পত্রিকায় এসেছে। হায়রে মুসলমান! নিজেদের ধ্বংস কামনায় তোমরা কতই না দুঃসাহসী!!

(৬) আলোচনার শেষে তিনি সুচতুরভাবে মানুষের সুবিধাবাদী চেতনাকে উসকে দেবার পক্ষে কুরআনের আয়াতকে ব্যবহার করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, 'মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুসিবত বাড়ানোর জন্য আল্লাহ পবিত্র কুরআন নাযিল করেননি' *(সূরা তাহা ২০/১)*। অথচ আয়াতটির দ্বিতীয় অংশ তিনি গোপন করেছেন এবং নিজের মতলব হাছিলের জন্য কেবল প্রথমাংশটুকু কাজে লাগিয়েছেন। আয়াতগুলি নিম্নরূপ:

আল্লাহ বলেন, طه، مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى،إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَى– (১) ত্বোয়াহা (২) আপনাকে কষ্ট দেয়ার জন্য আমরা আপনার উপর কুরআন নাযিল করিনি (৩) কেবল উপদেশ দেবার জন্য তাদের, যারা আল্লাহকে ভয় করে'। অর্থাৎ আল্লাহভীরু মানুষকে উপদেশ দেওয়ার জন্যই আল্লাহ কুরআন নাযিল করেছেন *(তাফসীর কুরতুবী)*। যাহহাক বলেন, কুরআন নাযিলের পর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ দীর্ঘ ইবাদতে রাত্রি জাগরণ করতেন। এটা দেখে মুশরিক নেতারা বলতে লাগল, মুহাম্মাদের উপর কুরআন নাযিল হয়েছে কেবল তাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য। তখন এ আয়াতগুলি নাযিল হয়। যাতে বুঝিয়ে দেয়া হয় যে, বাতিলপন্থীরা যেটা ভেবেছে সেটা নয়, বরং আল্লাহ তাঁর উপরে ইলম নাযিল করেছেন। যাতে রয়েছে প্রভূত কল্যাণ' *(তাফসীর ইবনু কাছীর)*।

অথচ ব্যারিষ্টার ছাহেব কত সুন্দরভাবে আয়াতটিকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। যদি বলি তাওহীদ ছেড়ে শিরককে বরণ করে নিলে কি তাঁর দলের লোকেরা সুখে থাকবে? বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর বিগত ৪১ বছরে তাঁর দলের ছাত্রসংগঠন মিলে দু'শো লোকও এখনো ইসলামের জন্য শহীদ হয়নি। অথচ ধর্মনিরপেক্ষ নেতাদের বক্তব্য মতে তাদের বড় দলের অন্ততঃ ৩০ হাযার নেতা-কর্মী নিহত হয়েছে, ৬০ হাযারের মত পঙ্গু হয়েছে এবং গৃহহারা হয়েছে অসংখ্য। জাতীয়তাবাদী দলটির বক্তব্যও প্রায় একই রূপ। তাহলে সেখানে গিয়ে ব্যারিষ্টার ছাহেবরা কষ্ট থেকে বাঁচতে পারবেন কি? কুরআনের জন্য কষ্ট পেলে তাতে জান্নাত আছে। কিন্তু সেখান থেকে কষ্টের ভয়ে পালালে স্রেফ জাহান্নাম আছে। যেখানে আমরা কেউই যেতে চাই না। ইবনে উবাই কষ্টের ভয়ে ওহোদ যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে এসেছিল। কিন্তু মৃত্যু থেকে বাঁচতে পেরেছিল কি?

বিগত শতাব্দীর শুরুতে আরব জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সুঁড়সুড়ি দিয়ে কামাল পাশা ও তার সাথীদের মাধ্যমে ওছমানীয় খেলাফত ধ্বংস করে বিশ্বশক্তি তুরষ্ককে যারা 'ইউরোপের রুগ্ন ব্যক্তি' বানিয়েছিল এবং ঐক্যবদ্ধ ইসলামী খেলাফতকে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে যারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছিল। যদিও বাহ্যিক ভাবে এগুলি স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল এবং আছে। তারাই এখন পুনরায় গণতন্ত্রের ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সুঁড়সুড়ি দিয়ে বাকী মুসলিম বিশ্বকে গ্রাস করার জন্য ধাপে ধাপে এগিয়ে আসছে। ইতিমধ্যেই তারা ইন্দোনেশিয়া ও সূদানকে বিভক্ত করেছে। অতঃপর লিবিয়াকে কুক্ষিগত করেছে ও সেখান থেকে তৈল লুট করছে। এখন বাকীগুলিকে একে একে গ্রাস করতে চলেছে। হাতিয়ার হ'ল কথিত গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ। তাদের চালান করা এইসব শয়তানী মতবাদের অস্ত্র প্রয়োগ করে তারা নামধারী মুসলিম নেতাদের দিয়েই বিশ্বব্যাপী মুসলিম নিধনে মেতে উঠেছে ও একে একে মুসলিম দেশগুলিতে আগ্রাসন চালাচ্ছে। সেক্যুলার নেতারা তো তাদের দাবার ঘুঁটি আছেনই। বাকী ইসলামী নেতাদেরকে যদি আদর্শচ্যুত করা যায়, তাহ'লে তাদের সামনে আর কোন বাধা থাকে না।

বস্তুতঃ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মাধ্যমে তারা প্রথমে মুসলমানকে ধর্মের গণ্ডীমুক্ত করে। অতঃপর জাতীয়তাবাদের বিষ ছড়িয়ে তাদের ঐক্য ছিন্নভিন্ন করে। অতঃপর গণতন্ত্রের মাধ্যমে তাদেরকে মানুষের গোলাম বানায়। ফলে মানুষ এখন মানুষের দাসত্বের অধীনে চরমভাবে পিষ্ট হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী চলছে এই শয়তানী হানাহানির বহ্ন্যুৎসব। ইসলামী নেতাদের উচিত ছিল সর্বাগ্রে মানুষকে তাওহীদের শিক্ষা দানের মাধ্যমে আল্লাহ্র দাসত্বে ফিরিয়ে আনা। তার পরেই মানুষ সত্যিকার অর্থে স্বাধীনতার স্বাদ পেত। মানবতা মুক্তি পেত।

মনে রাখা উচিত যে, এ দুনিয়ার কেউ চিরকাল বেঁচে থাকবে না। অতএব ইসলামী নেতারা যদি দুনিয়াবী বিপদের ভয়ে পথভ্রষ্ট হন এবং নিজেদের জান বাঁচানোর জন্য হিকমতের নামে বা পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে বাতিলের সঙ্গে আপোষ করেন, তবে তাদের জন্যেও জাহান্নাম অবধারিত। আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعاً 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুনাফিক ও কাফিরদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করবেন' *(নিসা ৪/১৪০)*।

মুসলমান সবকিছু ত্যাগ করতে পারে। কিন্তু তার ঈমান ত্যাগ করতে পারে না। রাজনৈতিক ও বৈষয়িক ক্ষেত্রে শরী'আত বর্জন করে কেবল ছালাত-ছিয়াম ও হজ্জ-ওমরাহ পালনের মাধ্যমে ঈমান রক্ষা করা যায় না। এরূপ ধারণা স্রেফ শয়তানী ধোঁকা ব্যতীত কিছুই নয়। আল্লাহ বলেন, فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ 'যারা রাসূলের আদেশের বিরোধিতা করে, তারা এ ব্যাপারে সতর্ক হৌক যে, (দুনিয়ায়) তাদের গ্রেফতার করবে কঠিন ফিৎনা এবং (আখেরাতে) তাদের গ্রেফতার করবে মর্মন্তুদ শাস্তি' *(নূর ২৪/৬৩)*।

ব্যারিষ্টার ছাহেবদের ইসলামী দলটির বিগত ৭১ বছরের ইতিহাসে বহু আদর্শিক ও রাজনৈতিক ডিগবাজি এবং নরম ও চরমপন্থী ভূমিকা আমরা দেখেছি। ১৯৪১ সালে সংগঠনের প্রতিষ্ঠালগ্নে তারা বলেছিলেন, ২৫/৫০ লক্ষ লোকের ভিড় অপেক্ষা ১০ জন মাত্র বিপ্লবী কর্মী ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট'। তখন এটাকে পাকিস্তান বিরোধিতা হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তারা অধিকাংশের পূজারী হলেন এবং ১৯৫৬ সালে যখন ইসলামী শাসনতন্ত্রের পক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, তখন তাঁরা বললেন। পাকিস্তানে হানাফী ফিক্বহ অনুযায়ী ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালিত হবে'। ১৯৮৬ সালে এই দলটির বাংলাদেশী আমীর একই কথা বললেন, ১৯৬৪ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এই দলটি ইসলামী নীতির বাইরে গিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ও বাম দলগুলির সাথে মিলে মহিলা প্রার্থীকে সমর্থন দেয়। বাংলাদেশেও তারা নারী নেতৃত্ব হারাম বলে বারবার ঘোষণা করলেও সবসময় দুই নেত্রীর যেকোন একজনের লেজুড় হিসাবে রাজনীতি করেছেন। মন্ত্রীও হয়েছেন। আর দু'দিন হাতে ক্ষমতা পেয়েই আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের উপর হামলে পড়েছেন ও তাদের উপর মিথ্যা অপবাদ ও মিথ্যা মামলা দিয়ে কারা নির্যাতন চালিয়েছেন। আর সবকিছুতেই তারা সর্বদা ইসলামের অপব্যাখ্যা করে তাদের কর্মীদের শান্ত করেছেন।

এভাবে তাদের যেনতেন প্রকারেণ ক্ষমতা দখলের রাজনীতি এবং সেজন্যে কুরআন-হাদীছের অপব্যাখ্যা অভিজ্ঞ মহলে সুপরিচিত। ১৯৯৬-তে ধর্মনিরপেক্ষ বড় দলটির সহযোগী হওয়া, অতঃপর ২০০০ সালে ঢাকায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের কাছ থেকে 'মডারেট' লকব পাওয়ার কথা কেউ ভুলেনি। ২০০১ সালে কথিত জাতীয়তাবাদী দলটির সহযোগী হবার সময় তারা হোদায়বিয়ার সন্ধির অপব্যাখ্যা করেছিলেন এবং এভাবে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে তাদের অপকর্মের পক্ষে সাফাই হিসাবে পেশ করেছিলেন। বাংলাদেশের সেক্যুলাররা যেটা করতে সাহস পায়নি, কথিত এইসব ইসলামী চিন্তাবিদরা নির্দ্বিধায় সেটা করেন এবং তাদের তৃণমূল পর্যায়ের পুরুষ ও নারী কর্মীরা সেটা মাঠে-ময়দানে প্রচার করে থাকেন। এভাবে এইসব ইসলামী নেতারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হন, অন্যকেও পথভ্রষ্ট করেন।

জানা আবশ্যক যে, ইসলামী খেলাফত ইসলামী তরীকায় প্রতিষ্ঠিত হবে। কুফরী তরীকায় নয়। তাই সবকিছুর পূর্বে ইসলামের পক্ষে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা আবশ্যক। অতঃপর জনগণ ইসলামী খেলাফত চায় না মানুষের মনগড়া বিধান চায়, তার উপর জনমত যাচাই হবে। এরপর কে খলীফা হবেন, দল ও প্রার্থীবিহীনভাবে সে নির্বাচন হবে। সেই নির্বাচনের পথ ও পদ্ধতি ইসলামী নীতিমালার আলোকে নির্বাচন কমিশন নির্ধারণ করবে। গণতন্ত্রের নামে প্রচলিত দলতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ শাসন স্রেফ একটা কুফরী ও জংলী শাসন ছাড়া কিছুই নয়। শান্তিপ্রিয় স্বাধীন মানুষ কখনোই এই প্রতারণাপূর্ণ নিষ্ঠুর ও নির্যাতনকারী শাসন চায় না। বিকল্প কিছু সামনে না থাকাতেই মানুষ এই নির্বাচনী যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট হচ্ছে।

অতএব সকল ইসলামী দলের নেতাদের বলব, আল্লাহকে ভয় করুন। ইসলামকে ছেড়ে বাতিলের মধ্যে সমাধান খোঁজার চেষ্টা করবেন না। কুফরের সাথে আপোষকামী পথ ছেড়ে তাওহীদের জান্নাতী পথে ফিরে আসুন। দেশে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার একক লক্ষ্যে সকল দল ঐক্যবদ্ধ হৌন। এতেই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে। আর প্রকৃত মুমিনের জন্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ভিন্ন আর কোন কিছুই লক্ষ্য থাকতে পারে না। আল্লাহ আমাদেরকে হক-এর উপর দৃঢ় থাকার তাওফীক দান করুন- আমীন!

নবীনদের পাতা

মাহে রামাযানে ইবাদত-বন্দেগী

*কে. এম নাছিরুদ্দীন**

মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মতের উপর পবিত্র মাহে রামাযান রহমতের ডালি নিয়ে আগমন করে বারে বারে। রামাযান উপলক্ষে সকল মুসলমান পাপ হ'তে ফিরে আসে পুণ্যময় জীবনের পথে। সকলে ছিয়াম পালনের মাধ্যমে জীবনের সকল গুনাহ হ'তে মুক্ত হয়ে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা এ মাসকে করেছেন পবিত্র ও মহিমান্বিত। এ মাসে ইবাদত-বন্দেগীর ফযীলত অনেক। এ মাসের বিশেষ কতিপয় ইবাদত আলোচ্য নিবন্ধে উল্লেখ করা হ'ল।

ছিয়াম পালন : রামাযানের ছিয়াম সকল মুসলমানের উপর ফরয। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর। যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হ'তে পার' *(বাক্বারাহ ১৮৩)*।

অন্যত্র তিনি আরো বলেন, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ- 'রামাযান সেই মাস, যাতে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে মানুষের হিদায়াত স্বরূপ এবং সুস্পষ্ট পথনির্দেশ ও হক্ব বাতিলের পার্থক্যকারী হিসাবে। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাস পাবে সে যেন ছিয়াম রাখে' *(বাক্বারাহ ১৮৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ- 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়'।[১০০]

তিনি আরো বলেন, الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّى صَائِمٌ- 'ছিয়াম ঢাল স্বরূপ, তাই তোমাদের যে কেউ ছিয়াম রাখবে সে যেন অশ্লীলতা, পাপাচার এবং মূর্খতা প্রদর্শন না করে। যদি কেউ তার সাথে ঝগড়া করে বা তাকে গালি দেয়, সে যেন বলে আমি ছিয়াম পালনকারী'।[১০১] এভাবে আল্লাহ্‌র বান্দা হিসাবে ছিয়াম পালনকারীকে চোখ, কান, জিহ্বাসহ সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা রামাযান মাসকে অনেক ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য দ্বারা বিশেষিত করেছেন। তার কয়েকটি নিম্নরূপ-

১। ছায়েমের মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র কাছে মিসকে আম্বরের চেয়েও বেশী সুগন্ধময়।
২। ফিরিশতাগণ ছিয়াম পালনকারীর জন্য ইফতারের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাইতে থাকেন।
৩। আল্লাহ রামাযানে প্রত্যহ তাঁর জান্নাতকে সুসজ্জিত করেন।
৪। এ মাসে শয়তানকে শৃংখলাবদ্ধ করা হয়।
৫। এ মাসে জান্নাতের দ্বারসমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দ্বারগুলি বন্ধ করে রাখা হয়।
৬। এ মাসে ক্বদরের রাত্রি রয়েছে, যা হাযার মাস অপেক্ষা উত্তম।

নৈশকালীন নফল ইবাদত : রামাযানে রাত্রিকালীন ইবাদত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের প্রত্যাশায় রামাযানে রাতে নফল ছালাত (তারাবীহ) আদায় করবে, তার পূর্বকৃত সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে'।[১০২]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلاَماً، وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَامًا-

'রহমানের বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রতার সাথে চলে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলে তখন তারা বলে সালাম। আর যারা রাত্রি যাপন করে স্বীয় প্রভুর জন্য সিজদাবনত ও দণ্ডায়মান অবস্থায়' *(ফুরক্বান ৬৩-৬৪)*।

ছালাতুত তারাবীহ : ছালাতুত তারাবীহ বা রাসূল (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত বিতর সহ ১১ রাক'আত ছিল। রাতের ছালাত বলতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু'টোকেই বুঝানো হয়। তবে রামাযান মাসে তারাবীহ পড়লে আর তাহাজ্জুদ পড়তে হয় না।

(১) একদা উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল রামাযান মাসে রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত কেমন ছিল? তিনি বললেন, রামাযান ও রামাযান ব্যতীত অন্য মাসে রাসূল (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত ১১ রাকাতের বেশী ছিল না।[১০৩]

(২) জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে আমাদেরকে ৮ (আট) রাকা'আত তারাবীহ ও বিতর ছালাত পড়ান।[১০৪] তিনি প্রতি দু'রাক'আত অন্তর সালাম ফিরিয়ে ৮ রাক'আত তারাবীহ শেষে কখনও এক, কখনও তিন, কখনও পাঁচ রাক'আত বিতর এক সালামে পড়তেন। কিন্তু মাঝে বসতেন না।[১০৫]

(৩) জামা'আতের সাথে রাতের ছালাত (তারাবীহ) আদায় করা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত এবং দৈনিক নিয়মিত জামা'আতে (তারাবীহ) আদায় করা ইজমায়ে ছাহাবা হিসাবে প্রমাণিত।[১০৬] অতএব তা বিদ'আত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

---

* সাতক্ষীরা।
১০০. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত (আলবানী) হা/১৯৮৫।
১০১. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৯।
১০২. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৫।
১০৩. বুখারী ১/১৫৪ পৃঃ; মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ।
১০৪. আবু ইয়ালা, ত্বাবারানী, আওসাত্ব, সনদ হাসান, মির'আত ২/২৩০ পৃঃ।
১০৫. বুখারী ১/১৬৯ পৃঃ; মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ।
১০৬. মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ; ঐ (বৈরূত ছাপা), হা/৭৩৬, ৩৭-৩৮।

লাইলাতুল ক্বদর অন্বেষণ করা : এক শ্রেণীর মুসলমান মহিমান্বিত রজনী তথা ক্বদরের রাত হিসাবে ২৭শে রামাযানের রাতকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে এবং এই রাতে প্রতি মসজিদে মুছল্লীদের ঢল নামে। সারারাত্রি ছালাত আদায় করা হয়। এক শ্রেণীর আলেম সাধারণ মুসলমানের মধ্যে এ তারিখে ইবাদত করার বিষয়টি প্রচার করে থাকে এবং কেবল এই একটি রাতেই ছালাত আদায় ও কুরআন তেলাওয়াতের নির্দেশ দেয়, যা সঠিক নয়।

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ-

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা শবে ক্বদর তালাশ করবে রামাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিতে'।[১০৭]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْمَنَامِ فِى السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِى السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِى السَّبْعِ الأَوَاخِرِ-

ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের কয়েকজনকে স্বপ্নে দেখানো হ'ল, শবে ক্বদর (রামাযানের) শেষের সাত রাত্রির মধ্যে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি দেখেছি তোমাদের সকলের স্বপ্নই একইরূপ শেষ সাত রাত্রিতে সীমাবদ্ধ। সুতরাং যে তা অন্বেষণ করে সে যেন শেষ সাত রাত্রিত অন্বেষণ করে'।[১০৮]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْتَمِسُوهَا فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِى سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِى خَامِسَةٍ تَبْقَى-

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা তালাশ করবে তা (শবে ক্বদর) রামাযানের শেষ দশকে মাসের নয় দিন বাকি থাকতে, সাত দিন বাকি থাকতে, পাঁচ দিন বাকি থাকতে'।[১০৯]

লাইলাতুল ক্বদরের ফযীলত : লাইলাতুল ক্বদরে ইবাদত হাযার মাস ইবাদত অপেক্ষা উত্তম। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ، سَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ-

১০৭. *বুখারী হা/২০১৭; মিশকাত হা/২০৮৩।*
১০৮. *বুখারী হা/২০১৫; মিশকাত হা/২০৮৪।*
১০৯. *বুখারী হা/২০২১; মিশকাত হা/২০৮৫।*

'নিশ্চয়ই আমি একে (কুরআনকে) মহিমান্বিত রজনীতে নাযিল করেছি। মহিমান্বিত রজনী কি, তা কি আপনি অবগত আছেন? মহিমান্বিত রজনী হাযার মাস অপেক্ষাও উত্তম। সে রাত্রিতে ফেরেশতাগণ ও রূহ তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে প্রতিটি কাজের জন্য অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। শান্তিপূর্ণ সেই রজনী; তা ফজরের উদয়কাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে' *(ক্বদর ১-৫)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 'যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে ও ছওয়াবের আশায় ক্বদরের রাত্রিতে জেগে নফল ইবাদত করবে তার পূর্বকৃত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে'।[১১০]

লাইলাতুল ক্বদরের দো'আ :

اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى 'হে আল্লাহ তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পসন্দ কর। অতএব আমাকে তুমি ক্ষমা কর'।[১১১]

ছিয়াম ভঙ্গের কারণ সমূহ :

(ক) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কাযা আদায় করতে হয়।

(খ) যৌন সম্ভোগ করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কাফফারা স্বরূপ একটানা দু'মাস ছিয়াম পালন করা অথবা ৬০জন মিসকীন খাওয়াতে হয় *(নিসা ৯২; মুজাদালাহ ৪)*।

(গ) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ক্বাযা আদায় করতে হয়। তবে অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি হ'লে বা সহবাস জনিত নাপাকী অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে, চোখে সুর্মা লাগালে বা মিসওয়াক করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় না।[১১২]

(ঘ) অতি বৃদ্ধ যারা ছিয়াম পালনে অক্ষম, তারা ছিয়ামের ফিদইয়া হিসাবে দৈনিক একজন করে মিসকীন খাওয়াবেন। ছাহাবী আনাস (রাঃ) গোশত-রুটি বানিয়ে একদিন ৩০ (ত্রিশ) জন মিসকীন খাইয়েছিলেন।[১১৩] ইবনু আব্বাস (রাঃ) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিনী মহিলাকে ছিয়ামের ফিদইয়া আদায় করতে বলতেন।[১১৪]

(ঙ) মৃত ব্যক্তির ছিয়ামের কাযা তার উত্তরাধিকারীগণ আদায় করবেন অথবা তার বিনিময়ে ফিদইয়া দিবেন।[১১৫]

আল্লাহ তা'আলা সকল মুসলমানকে তাঁর দেওয়া বিধান ছিয়ামকে যথার্থভাবে পালন করে তাঁকে রাযী-খুশি করার তাওফীক্ব দিন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর তাঁর রহমত আরো বাড়িয়ে দিন। আল্লাহ আমাদের সকলের ছিয়াম সুন্দরভাবে পালন করার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

১১০. *বুখারী হা/৩৫; মুসলিম হা/৭৬০।*
১১১. আহমাদ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২০৯১।
১১২. নায়ল ৫/২৭১-৭৫, ২৮৩. ১/১৬২ পৃঃ।
১১৩. তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/২২১।
১১৪. নায়ল ৫/৩০৮-১১ পৃঃ।
১১৫. নায়ল ৫/৩১৫-১৭ পৃঃ।

ইতিহাসের পাতা থেকে

কাযী শুরাইহ-এর ন্যায়বিচার

কাযী শুরাইহ বিন হারেছ আল-কিন্দী ইসলামের ইতিহাসে ন্যায়পরায়ণতা, বুদ্ধিমত্তা ও অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী এক অনন্যসাধারণ বিচারপতি ছিলেন। তিনি একাধারে ওমর, ওছমান, আলী এবং মু'আবিয়া (রাঃ)-এর শাসনামলে বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ৬০ বছর যাবৎ বিচারকার্য পরিচালনার পর ৭৮ হিজরী সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার নিরপেক্ষ বিচারের দীপ্তিমান ইতিহাস সর্বকালেই মানবজাতিকে প্রেরণা জুগিয়ে থাকে। নিম্নে তার দু'টি ঘটনা বিবৃত হ'ল-

১. ইসলামের ২য় খলীফা ওমর (রাঃ) একদা এক ব্যক্তির নিকট থেকে ভালভাবে দেখেশুনে একটি ঘোড়া ক্রয় করলেন। অতঃপর ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে স্বীয় গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লেন। কিন্তু কিছু দূর যাওয়ার পর ঘোড়াটি অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং খুড়িয়ে খুড়িয়ে চলতে লাগল। ওমর (রাঃ) কালবিলম্ব না করে সরাসরি বিক্রেতার নিকটে ফিরে এলেন এবং তাকে বললেন, তুমি তোমার ঘোড়া ফিরিয়ে নাও, এটা ত্রুটিযুক্ত। বিক্রেতা বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি ঘোড়াটি ফেরত নিব না, কেননা আপনি তা সুস্থ ও সবল অবস্থাতেই আমার নিকট থেকে ক্রয় করেছেন। ওমর (রাঃ) বললেন, ঠিক আছে, তাহ'লে তোমার মাঝে ও আমার মাঝে একজন বিচারক নির্ধারণ করা হোক। বিক্রেতা বললেন, ঠিক আছে, কাযী শুরাইহ আমাদের মাঝে ফায়ছালা করবেন। ঘটনার বর্ণনাকারী শা'বী বলেন, তারা উভয়েই শুরাইহের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লেন এবং তার নিকটে পৌঁছে তাকে প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করলেন। কাযী শুরাইহ ঘোড়ার মালিকের অভিযোগ শ্রবণ করে ওমর (রাঃ)-কে বললেন, আপনি কি ঘোড়াটিকে সবল ও সুস্থ অবস্থায় কিনেছিলেন? ওমর (রাঃ) বললেন, জি হ্যাঁ। বুদ্ধিমত্তা ও ন্যায়পরায়ণতার মূর্ত প্রতীক কাযী শুরাইহ ঘোষণা করলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি যা ক্রয় করেছেন তা গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হৌন অথবা যে অবস্থায় ঘোড়াটিকে গ্রহণ করেছিলেন সে অবস্থায় ফেরত প্রদান করুন। হতচকিত খলীফা মুগ্ধ দৃষ্টিতে কাযী শুরাইহের দিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ! এটাই তো ন্যায়বিচার। হে বিচারপতি! আপনি কুফায় গমন করুন। আমি আপনাকে কুফার প্রধান বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ দান করলাম *(আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়াহ ৯/২৫)*।

২. ৪র্থ খলীফা আলী (রাঃ) একদিন বাজারে গিয়ে দেখেন, জনৈক খৃষ্টান লোক একটা লোহার বর্ম বিক্রি করছে। আলী (রাঃ) তৎক্ষণাৎ বর্মটি চিনে ফেললেন এবং বললেন, এ বর্ম তো আমার। চল, আদালতে তোমার ও আমার মধ্যে ফায়ছালা হবে। সেসময় ঐ আদালতের বিচারক ছিলেন কাযী শুরাইহ। তিনি যখন আমীরুল মুমিনীনকে আসতে দেখলেন, তখন তাঁর বসার স্থান থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং আলী (রাঃ)-কে নিজ স্থানে বসিয়ে তিনি তাঁর পাশে বসলেন। আলী (রাঃ) বিচারপতি শুরাইহকে বললেন, এই ব্যক্তির সাথে আমার বিরোধ মিটিয়ে দিন। শুরাইহ বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আপনার বক্তব্য কি? আলী বললেন, এই বর্মটি আমার। অনেক দিন হ'ল এটি হারিয়ে গেছে। আমি তা বিক্রয় করিনি, দানও করিনি। শুরাইহ বললেন, ওহে খৃষ্টান! আমীরুল মুমিনীন যা বলছেন, সে ব্যাপারে তুমি কী বলতে চাও? সে বলল, আমি আমীরুল মুমিনীনকে মিথ্যাবাদিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করছি না, তবে বর্মটি আমারই। শুরাইহ বললেন, বর্মটিতো এই ব্যক্তির দখলে রয়েছে। কোন প্রমাণ ছাড়া তার কাছ থেকে সেটা নেয়া যাবে বলে আমি মনে করি না। আপনার কাছে কোন প্রমাণ আছে কি? আলী (রাঃ) হেসে ফেললেন এবং বললেন, শুরাইহ ঠিকই বলেছেন। আমার নিকট তো কোন প্রমাণ নেই। নিরুপায় শুরাইহ খৃষ্টানের পক্ষেই রায় দিলেন এবং সে বর্মটি গ্রহণ করে রওয়ানা হ'ল। কিন্তু কিছু দূর গিয়ে সে আবার ফিরে এল এবং বলল, আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে, এটাই নবীদের বিধান ও শিক্ষা। আমীরুল মুমিনীন নিজের দাবী বিচারকের সামনে পেশ করেছেন, আর বিচারক তার বিপক্ষে রায় দিচ্ছেন। আলাহর কসম, হে আমীরুল মুমিনীন! এটা আপনারই বর্ম। আমি এটা আপনার কাছে বিক্রয় করেছিলাম। পরে তা আপনার মেটে রঙের উটটির উপর থেকে ছিটকে পড়ে গেলে আমি ওটা তুলে নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আলাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আলাহ্‌র রাসূল। আলী (রাঃ) বললেন, তুমি যখন মুসলমান হয়ে গেলে, তখন এ বর্ম এখন থেকে তোমার। অতঃপর আলী (রাঃ) তাকে ভাল দেখে একটা ঘোড়াও উপহার দিলেন এবং তাতে চড়িয়ে তাকে বিদায় দিলেন।

ইমাম শা'বী বলেন, আমি পরবর্তীকালে এই নওমুসলমানকে নাহরাওয়ানের যুদ্ধে খারেজীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে দেখেছি। অপর বর্ণনায় শা'বী বলেন, আলী (রাঃ) এছাড়া তার জন্য দু'হাযার দিরহাম ভাতাও নির্ধারণ করে দেন। অবশেষে এই ব্যক্তি ছিফফীনের যুদ্ধে আলী (রাঃ)-এর পক্ষে লড়াই করে শহীদ হন *(বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা ১০/১৩৬ হা/২০২৫২, ১০/১৩৬; আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ৮/৫)*।

শিক্ষা :

১. ন্যায়বিচার মানবতাকে সমুন্নত করে।
২. আলাহ্‌র আইনের সামনে রাজা-প্রজা সকলে সমান।
৩. ক্ষমাশীল আচরণ দিয়ে মানব হৃদয় জয় করা যায়।
৪. বিচারপতিকে বিচক্ষণ, মহৎ ও সৎসাহসী হ'তে হয়।
৫. ইসলামী খেলাফতে মুসলিম-অমুসলিম সকলের নাগরিক অধিকার সমান।

** সংকলনে : আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব*

হাদীছের গল্প

যাকাত না দেওয়ার পরিণাম

যাকাত ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম। ঈমান ও ছালাতের পরেই যাকাতের স্থান। মহান আল্লাহ পৃথিবীর মানুষের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা বৃদ্ধির জন্য যাকাত ফরয করেছেন। পবিত্র কুরআনে ৩২ জায়গায় যাকাত আদায় করার ব্যাপারে আলোচনা এসেছে। যাকাত না দিলে সম্পদ শুধু ধনীদের কাছে জমা হয়। ফলে সমাজে অর্থনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয় এবং ধনীরা ও সূদখোররা জোঁকের মত সমাজের রক্ত শোষণ করে নিজে বড় হয়, আর সমাজকে রক্তহীন করে দেয়। তাই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে যাকাত না দেওয়ার ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যাকাত না দেওয়ার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কেই নিম্নোক্ত হাদীছ-

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক সোনা-রূপার মালিক যে তার হক্ব (যাকাত) আদায় করে না, ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য বহু পাত তৈরী করা হবে এবং সেগুলো জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে তার পাঁজর কপাল ও পিঠে দাগ দেয়া হবে। যখনই তা ঠাণ্ডা হবে, তখনই তা গরম করা হবে (তার এ শাস্তি চলতে থাকবে) সেই দিনে যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান। সকল বান্দার বিচার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তার এ অবস্থা চলতে থাকবে। অতঃপর সে তার পথ ধরবে হয় জান্নাতের দিকে, না হয় জাহান্নামের দিকে।

জিজ্ঞেস করা হ'ল হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! উট সম্পর্কে কী হবে? তিনি বললেন, কোন উটের মালিক যে তার হক্ব আদায় করবে না। আর তার হক্ব সমূহের মধ্যে পানি পানের তারিখে তার দুধ দোহন করা এবং অন্যদের দান করাও এক হক্ব। যখন ক্বিয়ামতের দিন আসবে তখন এক প্রশস্ত বিশাল ময়দানে তাকে উপুড় করে ফেলা হবে এবং তার সকল উট যা একটি বাচ্চাকেও হারাবে না- পূর্ণভাবে তাকে ক্ষুর দ্বারা মাড়াতে থাকবে ও মুখ দ্বারা কামড়াতে থাকবে। এভাবে যখনই তাদের শেষ দল অতিক্রম করবে পুনরায় প্রথম দল এসে পৌঁছবে। এরূপ করা হবে এমন দিনে যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান, যাবৎ না আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে বিচার-মীমাংসা শেষ হয়। অতঃপর সে তার পথ জান্নাতে অথবা জাহান্নামের দিকে দেখতে পাবে।

জিজ্ঞেস করা হ'ল হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! গরু ও ছাগল সম্পর্কে কী হবে? তিনি বললেন, প্রত্যেক গরু ও ছাগলের মালিক যে তার হক্ব (যাকাত) আদায় করবে না, ক্বিয়ামতের দিনে তাকে এক ধুধু মাঠে উপুড় করে ফেলা হবে এবং তার সকল গরু ও ছাগল তাকে শিং দ্বারা আঘাত করতে থাকবে ও ক্ষুর দ্বারা মাড়াতে থাকবে। অথচ সেদিন তার একটি গরু বা ছাগলও শিং বাঁকা, শিং হীন বা শিং ভাঙ্গা হবে না এবং একটি গরু-ছাগলকেও সে হারাবে না। যখনই তার প্রথম দল অতিক্রম করবে, তখনই শেষ দল এসে পৌঁছবে। (এরূপ করা হবে) সে দিনে, যে দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাযার বছরের সমান। যাবৎ না আল্লাহ্‌র বান্দাদের বিচার-মীমাংসা শেষ হয়। অতঃপর সে তার পথ হয় জান্নাতে, না হয় জাহান্নামে দেখতে পাবে।

অতঃপর জিজ্ঞেস করা হ'ল হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! ঘোড়া সম্পর্কে কী হবে? তিনি বললেন, ঘোড়া তিন প্রকার। ঘোড়া কারো জন্য পাপের কারণ, কারো জন্য আবরণস্বরূপ আর কারো জন্য ছওয়াবের বিষয়। (১) যে ঘোড়া তার মালিকের জন্য পাপের কারণ তা হ'ল সে ব্যক্তির ঘোড়া, যে তাকে পালন করেছে লোক দেখানো অহংকার ও মুসলমানদের প্রতি শত্রুতার উদ্দেশ্যে। (২) যে ঘোড়া তার মালিকের পক্ষে আবরণ স্বরূপ তা হ'ল সে ব্যক্তির ঘোড়া, যে তাকে লালন-পালন করেছে আল্লাহ্‌র রাস্তায় এবং তার সম্পর্কে ও তার পিঠে আল্লাহ্‌র হক্ব সম্পর্কে ভুলেনি। এই ঘোড়া তার মান-সম্মানের জন্য আবরণ স্বরূপ। আর (৩) যে ঘোড়া তার মালিকের জন্য ছওয়াবের কারণ তা হ'ল সে ব্যক্তির ঘোড়া, যে তাকে পালন করেছে কোন চারণভূমিতে বা ঘাসের বাগানে শুধু আল্লাহ্‌র রাস্তায় মুসলমানদের দেশ রক্ষার জন্য। তখন তার সে ঘোড়া চারণভূমি অথবা বাগানের যা কিছু খাবে, সে পরিমাণ নেকী তার জন্য লেখা হবে এবং তার গোবর ও প্রস্রাব পরিমাণও নেকী লেখা হবে। যদি তা আপন রশি ছিড়ে একটি অথবা দু'টি মাঠও বিচরণ করে তাহ'লে তার পদচিহ্ন ও গোবর পরিমাণ নেকী তার জন্য লেখা হবে। এছাড়া তার মালিক যদি তাকে কোন নদীর কিনারে নিয়ে যায়, আর সেটা নদী হ'তে পানি পান করে, অথচ মালিকের ইচ্ছা ছিল না তাকে পানি পান করানোর। তবুও ঐ পানি পরিমাণ নেকী তার জন্য লেখা হবে।

জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! গাধা সম্পর্কে কী হবে? তিনি বললেন, গাধার বিষয়ে আমার নিকট শুধু এই স্বতন্ত্র ও ব্যাপকার্থক আয়াতটি নাযিল হয়েছে 'কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে সেদিন সে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে' *(যিলযাল ৯৯/৭-৮; মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৭৩; বাংলা মিশকাত হা/১৬৮১)*।

আল্লাহ্‌র দেয়া সম্পদের যাকাত আদায়ের মাধ্যমে মানুষ পার্থিব জীবনে যেমন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি লাভ করে, তেমনি পরকালীন জীবনে জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব থেকে মুক্ত হয়ে জান্নাতের অফুরন্ত সুখ লাভে ধন্য হবে। তাই আমাদের সকলের উচিত সোনা-রূপা ও গবাদি পশুসহ সকল সম্পদের যাকাত সঠিকভাবে আদায় করা এবং মহান আল্লাহ নির্দেশিত পথে খরচ করা। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

** আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস*
সহ-শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

কবিতা

রোযার পরে ঈদ

আলী হোসাইন সাদ্দাম
মহদীপুর, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

আল্লাহ্র কাছে অতি প্রিয়
ছায়েমের মুখের ঘ্রাণ,
নিজ হাতে দিবেন প্রভু
ছাওমের প্রতিদান।
এমন খুশীর সুসংবাদ
কি আর হ'তে পারে;
তাইতো মুমিন ছিয়াম রাখে
দিন কাটায় অনাহারে।
ঈদের দিনে সবাই মিলে
ঈদগাহেতে যায়,
মান-অভিমান, হিংসা ভুলে
কাঁধে কাঁধ মিলায়।

পাপ করেছি

মুহাম্মাদ বাহাদুর আলী
সমাজকর্ম বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

পণ করেছি রামাযান মাসে
রাখব ছাওম সব,
গরীব দুঃখীর ক্ষুধার জ্বালা
করব অনুভব।
নেই কোন ভেদ ইফতারীতে
ফকীর-জমিদার,
সবাই মিলে এক থালাতে
বসেন গোলাকার।
পেঁয়াজি-মুড়ি নয়যে বড়
প্রীতির বাঁধন বড়,
সেই বাঁধনে পড়েছে বাঁধা
হয়েছে সবাই জড়।

ঈদ এসেছে

আহমাদ রিজভী
দ্বীপচাঁদপুর, আত্রাই, নওগাঁ।

তন্দ্রাহারা চোখের তারায় অপার খুশী হাত বাড়ায়
ঈদ এসেছে লক্ষ ফুলের রঙীন ডালায়।
তাই পুলকভরা মনে সবার খুশী উম্মাতাল
আকাশ ছোঁয়া মুক্ত এমন থাক না চিরকাল।
রঙীন দিনের আলিঙ্গনে কোটি আলোর দুয়ার খুলে,
ঈদ এসেছে প্রেমের ডালায় ত্যাগের আলো ছড়িয়ে
ভালবাসায় ভরিয়ে সব ভেদাভেদ সরিয়ে,
আপন করে নেয় জড়িয়ে কেউ থাকে না দূরে।
তাই ক্লান্ত মলিন মুখে আজ আলোর ঝর্ণা ঝরে।
ঈদ এসেছে, ঈদ এসেছে, নতুন স্বপ্ন নিয়ে।

***

সকলের ঈদ

ছানাউল্লাহ আব্বাসী
বাবুপুর, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

খুশী খুশী হাসি হাসি
কি যে মজা রাশি রাশি
বাতাসের গায়ে গায়ে
সুমধুর সুর-গো
ঈদ আসে ঈদ হাসে
ঈদ খুশী ঘাসে ঘাসে
এই দিন পৃথিবীটা
স্বর্গের দুর্গ।
মিলে মিশে ঈদ করি
এসো হাতে হাত ধরি
ঈদ আনে কোটি প্রাণে
দ্বেষ নয় সাম্য
ঈদ হোক সকলের
এটাই আজ কাম্য।

***

ঈদের খুশী

মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ
নলত্রী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

ঈদ এসেছে ঘরে ঘরে
খুশির আয়োজন,
ঈদের খুশী বিলিয়ে দেয়া
সবার প্রয়োজন।
খোকা-খুকির মুখে হাসি
কারণ খুশির ঈদ
নিশি জেগে হর্ষে মেতে
হারিয়েছে নিদ।
খোকা-খুকি দল বেঁধে তাই
দেখছে ঈদের চাঁদ
তাদের মনে খুশির জোয়ার
যেন আনন্দেরই নদ।
সবার মুখে নব পুলকে
নব খুশির রব,
এক সাথে সবাই পালন করবে
ঈদেরই উৎসব।
মুসলিম উম্মাহ্র মাঝে
ঈদের খুশী ভাই,
তাইতো সবাই খুশী মনে
ঈদ করতে যাই।

***

মহিলাদের পাতা

মাহে রামাযান ও আমাদের করণীয়

*আবিদা নাছরিন**

প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য চেষ্টা করতে হয়। চেষ্টা-সাধনা ছাড়া কোন কিছু অর্জন করা সম্ভব হয় না। ঠিক তেমনিভাবে মহান আল্লাহ্র সান্নিধ্য পাওয়ার জন্যও প্রয়োজন যথাসাধ্য প্রচেষ্টা। এজন্য মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে কতিপয় কাজ নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং কেবল তাঁর ইবাদতের আদেশ দিয়েছেন। এর মধ্যে একটি বিশেষ ইবাদত হ'ল রামাযানের ছিয়াম, যা আল্লাহ তাঁর বান্দার উপর ফরয করেছেন। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ-

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হ'ল, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা সংযমশীল হ'তে পার' *(বাক্বারাহ ১৮৩)*।

রামাযানের ছিয়াম আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে তাঁর বান্দাদের জন্য একটি বিশেষ নে'মত। আর তা পালনের অফুরন্ত প্রতিদানও মহান আল্লাহ্র নিকটে রয়েছে। হাদীছে এসেছে, মহান আল্লাহ বলেন, 'ছিয়াম স্বতন্ত্র, তা আমারই জন্য। আর আমিই তার প্রতিদান দিব'।[১১৬] তাই রহমত, বরকত ও মাগফিরাতে পরিপূর্ণ এ মাসে আমাদের কিছু করণীয় রয়েছে। মাহে রামাযানের কার্যাবলীকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন- ১. আত্মিক কার্যাবলী ২. বাহ্যিক কার্যাবলী। নিম্নে এগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল-

১. আত্মিক কার্যাবলী :

(ক) আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্খা : প্রত্যেক ছায়েমের উচিত শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য ছিয়াম পালন করা। কারণ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য করা না হ'লে তা কবুল হবে না। রামাযানের ছিয়াম পালন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের সাধনা। কেননা এ ইবাদতে লোক দেখানোর অহেতুক অভিলাষ থাকে না। তাই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ছিয়াম পালন করার মাধ্যমেই বান্দা তার কাঙ্খিত পুরস্কার লাভ করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ صَامَ يَوْمًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بَاعَدَ اللهُ مِنْهُ جَهَنَّمَ مَسِيْرَةَ مِائَةِ عَامٍ- 'যে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য একদিন ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ জাহান্নামকে তার নিকট হ'তে একশত বছরের পথ দূরে সরিয়ে দিবেন'।[১১৭]

(খ) আত্মশুদ্ধি অর্জনের প্রচেষ্টা : রামাযান মাস হচ্ছে আত্মশুদ্ধি অর্জনের মাস। সকল পাপাচার-অনাচার দূরে ঠেলে দিয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করার মাধ্যমে নেকী অর্জনের মাস। কেননা মাহে রামাযানের মূল আবেদনই হ'ল সর্বোতভাবে আল্লাহমুখী হওয়া। তাই প্রত্যেক ঈমানদারের অবশ্য কর্তব্য হ'ল এ মাসে আত্মশুদ্ধি ও আল্লাহভীতি অর্জনের চেষ্টায় লিপ্ত হওয়া। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হয়েছে যেন তোমরা তাক্বওয়া অর্জন করতে পার' *(বাক্বারাহ ১৮৩)*।

২. বাহ্যিক কার্যাবলী :

(ক) নফল ছালাত আদায় : রামাযান মাস হচ্ছে অধিক নেকী অর্জনের মাস। তাই প্রত্যেক ঈমানদারের উচিত এ মাসে বেশী বেশী নফল ছালাত আদায় করা এবং পুণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। কেননা মানবজাতি শয়তানের ধোঁকায় পড়ে ইবাদতে অত্যন্ত গাফেল থাকে; কিন্তু এ মাসে শয়তান মানুষকে ধোঁকা দিতে পারে না। কারণ আল্লাহ এ মাসে শয়তানকে শৃংখলাবদ্ধ করে রাখেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'রামাযানের আগমন ঘটলে জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়'।[১১৮]

তাই প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অবশ্যই কর্তব্য এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ মাসে বেশী বেশী নফল ছালাত আদায় করা ও নিজের জন্য জান্নাতের দ্বার খুলে নেয়া।

(খ) কুরআন তিলাওয়াত করা : পবিত্র কুরআন হচ্ছে মানব জাতির জন্য আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে শ্রেষ্ঠ উপহার। এটি নাযিল হয়েছে রামাযান মাসে। ফলে রামাযান মাস বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি রামাযান মাসে কুরআন অবতীর্ণ করেছি মানব জাতির হিদায়াতের জন্য' *(বাক্বারাহ ১৮৫)*। তাই কুরআন নাযিলের মাস হিসাবে সকলের উচিত এ মাসে বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াত করা।

(গ) সাহারী খাওয়া : রামাযানে বান্দার অন্যতম কর্তব্য সাহারী খাওয়া। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা সাহারী খাও, কেননা এতে বরকত নিহিত রয়েছে'।[১১৯]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমাদের ছিয়াম ও কিতাবধারীদের (ইহুদী ও খৃষ্টানদের) ছিয়ামের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সাহারী খাওয়া'।[১২০] তাই ছায়েমের জন্য অবশ্য কর্তব্য হ'ল যথাসময়ে সাহারী খাওয়া।

(ঘ) ইফতার করা : ছাওমের একটি বিশেষ কাজ হচ্ছে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ইফতার করা। ইফতারের সময়টি আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে ছায়েমের জন্য একটি বিশেষ নে'মত। হাদীছে এসেছে, ছায়েমের জন্য দু'টি আনন্দময় মুহূর্ত রয়েছে। একটি হ'ল ইফতারের সময়, আর অপরটি হ'ল তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের সময়'।[১২১]

(ঙ) তারাবীহর ছালাত আদায় : রামাযান মাসের চাঁদ ওঠার সাথে সাথেই রামাযানের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। এর মধ্যে

** কাকিয়ারচর, কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।*

১১৬. *বুখারী হা/১৯০৪; মুসলিম হা/১১৫১।*
১১৭. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২৬৭/২৫৬৫।*
১১৮. *বুখারী ১৮৯৮; মুসলিম ১০৭৯।*
১১৯. *বুখারী হা/১৯২৯; মুসলিম হা/১০৯৫।*
১২০. *মুসলিম হা/১০৯৬।*
১২১. *মুসলিম হা/১১৫১।*

যে কাজটি সর্বপ্রথম পালন করা হয়, তা হচ্ছে তারাবীহর ছালাত। প্রত্যেক ছায়েমের জন্য তারাবীহর ছালাত আদায় করা কর্তব্য। রাসূল (ছাঃ) তাঁর উম্মতকে তারাবীহর ছালাত আদায় করার জন্য গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেন, مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও নেকীর আশায় রামাযান মাসে ক্বিয়াম করবে (তারাবীহ পড়বে) তার পূর্বেকার পাপ সমূহ মাফ করে দেয়া হবে'।[১২২] উলেখ্য যে, রামাযান মাসে তারাবীহ পড়লে তাহাজ্জুদ পড়তে হয় না।

(চ) দান করা : বছরের ১২টি মাসের মধ্যে সবচেয়ে বরকতময় মাস হচ্ছে রামাযান মাস। এ মাসের প্রত্যেকটি দিন আল্লাহ্র নে'মতে পরিপূর্ণ। তাই আল্লাহ্র নে'মতের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ প্রত্যেক ঈমানদারের উচিত এ মাসে বেশী বেশী দান করা। উম্মতের দিশারী রাসূল (ছাঃ) এ মাসে অত্যধিক দান করতেন। হাদীছে এসেছে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সমস্ত লোকের চেয়ে অধিক দানশীল ছিলেন। আর মাহে রামাযানে যখন জিবরীল (আঃ) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, তখন তিনি আরো বেশী বদান্যতা প্রদর্শন করতেন। জিবরীল রামাযানের প্রত্যেক রাত্রিতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাঁর কাছে কুরআন পুনরাবৃত্তি করতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিবরীলের সঙ্গে সাক্ষাৎ কালে অবশ্যই কল্যাণবহ মুক্ত বায়ু অপেক্ষা অধিক দানশীল ছিলেন।[১২৩]

(ছ) অশ্লীল ভাষা ও মিথ্যাচার হ'তে দূরে থাকা : এ দু'টি কাজ জঘন্য পাপ, এগুলো মানুষের দুনিয়াবী জীবনে যেমন ক্ষতিকর তেমনি আখিরাতে আল্লাহ্র ক্রোধের কারণ। তাই এ আত্মশুদ্ধির মাসে এ ধরনের পাপাচার হ'তে দূরে থাকার জন্য তাঁর উম্মতকে সতর্ক করে দিয়ে গেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কারো ছাওমের দিন হবে সে যেন অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ না করে ও হৈ-হট্টগোল না করে। আর যদি কেউ গালাগালি করে অথবা তার সাথে ঝগড়া করে তাহ'লে সে যেন বলে, আমি ছায়েম'।[১২৪] রামাযান মাসে মিথ্যাচার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যদি কোন ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা ও তার উপর আমল করা পরিহার করতে পারল না, তার পানাহার ত্যাগ করায় আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই'।[১২৫]

(জ) ই'তিকাফ করা : ই'তিকাফ হ'ল রামাযানের শেষ দশদিনে মহান প্রভুকে ডাকার উদ্দেশ্যে কোন মসজিদে অবস্থান করা। একনিষ্ঠভাবে মহান প্রভুর সান্নিধ্য লাভের অন্যতম মাধ্যম হ'ল ই'তিকাফ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ই'তিকাফ করেছেন এবং তাঁর উম্মতকে তা করার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন। ই'তিকাফ পুরুষ-মহিলা সবাই করতে পারে। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) রামাযানের শেষ দশকে মহান আল্লাহ তাঁকে মৃত্যু দান করা পর্যন্ত ই'তিকাফ করেছেন'।[১২৬] উল্লেখ্য যে, ই'তিকাফ করার জন্য মসজিদ শর্ত।

(ঝ) শেষ দশকে ইবাদতে লিপ্ত থাকা : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআন নাযিল করেছেন কদরের রাত্রিতে। আর এ মর্যাদাপূর্ণ রাত্রিটি মাহে রামাযানে বিদ্যমান। মহান আল্লাহ বলেন, 'কদরের রাত্রি সহস্র মাস অপেক্ষা উত্তম' *(কদর ৩)*। তাই রাসূল (ছাঃ) এ কদরের রাত অনুসন্ধান করার জন্য তাঁর উম্মতকে উৎসাহ দিয়ে গেছেন। তিনি বলেন, রামাযান মাসের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে ক্বদর অনুসন্ধান কর'।[১২৭] এমনকি রাসূল (ছাঃ) এ রাতগুলোতে অত্যধিক ইবাদত করে কাটাতেন এবং তাঁর পরিবারবর্গকেও ইবাদত করার জন্য বলতেন। মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রামাযানের শেষ দশক প্রবেশ করলে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) স্বয়ং রাত্রি জাগরণ করতেন এবং পরিবার-পরিজনকেও জাগিয়ে দিতেন। আর ইবাদতের জন্য কোমর বেঁধে নিতেন'।[১২৮] তাই প্রত্যেক ছিয়াম পালনকারীদের উচিত শবেক্বদর অনুসন্ধান করা এবং রামাযানের শেষ দশকে বেশী বেশী ইবাদত করা।

(ঞ) ফিৎরা প্রদান করা : ছায়েমের জন্য যে সকল কাজ অবশ্য পালনীয় তার মধ্যে অন্যতম হ'ল ফিৎরা প্রদান করা। এ প্রসঙ্গে ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস-স্বাধীন, পুরুষ-নারী, ছোট-বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা' খেজুর, যব অথবা খাদ্যবস্তু ফিৎরা হিসাবে ফরয করেছেন'।[১২৯] উল্লেখ্য যে, দেশের প্রধান খাদ্য দিয়ে ফিৎরা প্রদান করতে হয়। এক ছা' বর্তমানের হিসাবে আড়াই কেজি চাউলের সমান।

উপসংহার :

মানব জাতি আজ ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত। শয়তানের ধোঁকায় পড়ে তারা আল্লাহ্র ইবাদতে গাফেল হয়ে গেছে। উদাসীনতায় গা ভাসিয়ে দিয়ে তারা আজ ধ্বংসের অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছে। পাপের কাজ করছে বিরামহীন ভাবে। কিন্তু মহান আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি তাদেরকে অনুতপ্ত হওয়ার সুযোগ দান করেছেন। তেমনি এক অপূর্ব সুযোগ আসে মাহে রামাযানে। এ মাসেই মানুষ পারে সমস্ত পাপ-পংকিলতা হ'তে মুক্ত হ'তে। তাইতো কবি বলেছেন,

ছাওম রেখে কর অনুভব
ক্ষুধার কেমন তাপ,
দেহ-মনের সাধনায়
পুড়িয়ে নে তোর পাপ।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সকল অন্যায় অনাচার হ'তে বিরত থেকে মাহে রামাযানের করণীয়গুলো সঠিকভাবে পালন করার তৌফীক দান করুন- আমীন!

---

১২২. *বুখারী হা/৩৫; মুসলিম হা/৭৬০।*
১২৩. *বুখারী হা/১৯০২; মুসলিম হা/২৩০৮।*
১২৪. *বুখারী হা/১৮৯৪; মুসলিম হা/১১৫১।*
১২৫. *বুখারী হা/১৯০৩।*
১২৬. *বুখারী হা/২০২৫; মুসলিম হা/১১৭১।*
১২৭. *বুখারী হা/২০২০।*
১২৮. *বুখারী হা/২০২৪; মুসলিম হা/১০৭৪।*
১২৯. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫।*

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১. তৎকালীন মিসরের সম্রাটদের উপাধি।
২. মূসা (আঃ)-এর সাথে সম্পর্কিত।
৩. দু'জন।
৪. মানেপতাহ বা মারনেপতাহ।
৫. ১৯০৭ সালে, মিশরের পিরামিডে।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি)-এর সঠিক উত্তর

১. শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভিতরের অবস্থা দেখার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র বিশেষ।
২. শব্দতরঙ্গ ব্যবহার করে দেহের ভিতরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ছবি নেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়।
৩. হৃদরোগ নির্ণয় করা।
৪. 'লেজার রশ্মি'-এর সাহায্যে।
৫. ইন্সুলিন।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী) :

১. আদম (আঃ)-এর কত শতাব্দী পরে নূহ (আঃ) রাসূল হিসাবে প্রেরিত হন?
২. নূহ (আঃ) কেন প্রেরিত হন?
৩. নূহ (আঃ) কত বছর বয়স প্রাপ্ত হন?
৪. নূহ (আঃ) মানবজাতির নিকটে কি বলে খ্যাত?
৫. পৃথিবীতে প্রেরিত প্রথম রাসূল কে?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি) :

১. দৈর্ঘ্য পরিমাপের সবচেয়ে সরল যন্ত্রের নাম কি?
২. রেইনগেজ কি কাজে ব্যবহার করা হয়?
৩. উষ্ণতা পরিমাপের জন্য কি ব্যবহার করা হয়?
৪. ড্রেজার মেশিনের কাজ কি?
৫. ধান মাড়াই করা মেশিনের নাম কি?

সংগ্রহে : বযলুর রহমান
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

মোহনপুর, রাজশাহী ১১ জুন সোমবার : অদ্য সকাল ৭-টায় কৃষ্ণপুর দারুল উলূম মাদরাসায় এক বিশেষ সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মোহনপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাস্টার মুঞ্জুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক গোলাম কিবরিয়া। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক এমদাদুল হক্ব। অনুষ্ঠানে ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট সোনামণি কৃষ্ণপুর শাখা পরিচালনা পরিষদ এবং পৃথক বালক ও বালিকা শাখা কর্ম পরিষদ গঠন করা হয়।

শ্বেতপুর (পূর্ব), আশাশুনি, সাতক্ষীরা ১৩ জুন মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর শ্বেতপুর পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক বিশেষ সোনামণি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আশাশুনি উপযেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মাওলানা শফিউল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সুধী মুযাফফর রহমান এবং যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক অলিউর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে শ্বেতপুর (পূর্ব) শাখা পরিচালনা পরিষদ ও শাখা কর্ম পরিষদ গঠন করা হয়।

সোনামণিদের পণ

মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ
মদীনাতুল উলূম কামিল মাদরাসা
কাজলা, রাজশাহী।

আমরা সোনামণি,
মানব প্রভুর বাণী।
কুরআন হাদীছ পড়ব,
সুন্দর জীবন গড়ব।
ছহীহ হাদীছ পড়ব,
হক্বের পথে চলব।
মিলেমিশে থাকব,
অন্যায়কে রুখব।
ছহীহ হাদীছ জানব,
নবীর আদেশ মানব।
কুরআন হাদীছ মানব,
আল্লাহকে সন্তুষ্ট রাখব।
দেশের সেবা করব,
ইসলামী দেশ গড়ব।
ইলম করব অর্জন
অন্যায় করব বর্জন।
সত্য কথা বলব,
ন্যায়ের পথে চলব।
মিথ্যা কথা বলব না,
অন্যায় পথে চলব না।
থাকব ভাল ছেলেদের সনে
পণ করেছি তাই মনে।

***

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

বাংলাদেশ ও নেপাল ভারতের চেয়ে শান্তিপূর্ণ

এ বছরের বিশ্বশান্তি সূচক (জিপিআই) অনুযায়ী, নেপাল ও বাংলাদেশ ভারতের চেয়ে শান্তিপূর্ণ দেশ। আর বিশ্বের সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ দেশ হচ্ছে আইসল্যান্ড। গত ১৩ জুন এই সূচক প্রকাশ করা হয়। বিশ্বের ১৫৮টি দেশের পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে এই সূচক তৈরি করা হয়েছে। 'ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিকস অ্যান্ড পিসে'র প্রকাশ করা সূচক অনুযায়ী গত বছরও বিশ্বের শান্তিপূর্ণ দেশের শীর্ষে ছিল আইসল্যান্ড। বিশ্বের শান্তিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে এ বছর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে যথাক্রমে ডেনমার্ক ও নিউজিল্যান্ড। চতুর্থ স্থানটি দখল করেছে কানাডা। পঞ্চম স্থানে রয়েছে জাপান। এই সূচকে বাংলাদেশের স্থান হয়েছে ৯১ নম্বরে। এছাড়া তালিকায় ভুটান ১৯, যুক্তরাজ্য ২৯, নেপাল ৮০, ভারত ১৪২ ও পাকিস্তান ১৪৯তম স্থানে রয়েছে। সর্বশেষ স্থানে রয়েছে সোমালিয়া।

ইন্টারনেটে আয়ের নামে প্রতারণা

ইন্টারনেটভিত্তিক আউটসোর্সিং কাজ এখন এমএলএম ব্যবসায় রূপান্তর করেছে অসাধু একটি চক্র। কমপক্ষে ৭-৮টি কোম্পানী এই ব্যবসায় প্রতারণার ফাঁদ পেতে শত শত কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। সারা দেশে প্রায় অর্ধকোটি মানুষকে ঘরে বসে ইন্টারনেটের মাধ্যমে লাখ লাখ টাকা আয়ের স্বপ্ন দেখিয়ে তারা সর্বনাশ করছে। বিশেষ করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরাসহ বেকাররা এই ব্যবসার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

'পেইড টু ক্লিক' করেই ডলার আয়ের লোভনীয় ফাঁদ পেতে গ্রাহকদের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে যেসব কোম্পানী সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- স্কাইল্যান্সার, ডোল্যান্সার, অনলাইন অ্যাড ক্লিক, বিডিএস ক্লিক সেন্টার, অনলাইন নেট টু ওয়ার্ক, বিডি অ্যাডক্লিক, শেরাটন বিডি, ইপেল্যান্সার। এরা মূলত এই ব্যবসার সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে এন্ট্রি ফি বাবদ সাড়ে সাত হাযার টাকা সংগ্রহ করে। পরবর্তীতে প্রতি মাসে ২১৫০ টাকা হারে আয় করা যায়। আর প্রতিষ্ঠান ভেদে নিয়ম অনুযায়ী একজন সদস্য আরেকজন সদস্য ভর্তি করাতে পারলে তাকে সদস্য প্রতি নিবন্ধন ফির কমবেশি ১০ শতাংশ টাকা দেওয়া হয়। অতি সম্প্রতি ডোল্যান্সার নামক কোম্পানীটি উধাও হয়ে গেছে বলে জানা গেছে। ইতিমধ্যে তারা সাড়ে তিন লক্ষ গ্রাহকের নিকট থেকে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।

কেইস স্টাডি :

(১) প্রতারণার শিকার ঢাকার ইয়াসমীন আঁখি ২০১১-এর নভেম্বরে ডোল্যান্সারের সদস্য হন। দেড় শতাধিক আইডি কেনেন সাড়ে তিন লাখ টাকায় এবং ইনভেস্টর সদস্য হন পাঁচ লাখ টাকায়। প্রথম দুই মাসে পান প্রায় এক লাখ টাকা। কিন্তু পরের সাত মাসে একটি টাকাও পাননি।

(২) জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র সুমন ঘোষ বলেন, 'আমার ঢাকায় থাকার জায়গা হারিয়েছি, গ্রামেও যেতে পারছি না। গ্রামের বাড়িতে আত্মীয়স্বজনদের দুই শতাধিক আইডি কিনে দিয়েছি। আমার কথায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পাঁচশর বেশি আইডি কিনেছে। কোথাও এখন মুখ দেখানোর জায়গা পাচ্ছি না'।

(৩) উত্তরা ৬ নম্বর সেক্টরের মুহাম্মাদ শাওন ডোল্যান্সারের স্টার সদস্য। চাকরি করতেন টঙ্গীর বেলা টেক্সটাইলের ডায়িং এক্সিকিউটিভ হিসাবে। চাকরি ছেড়ে দিয়ে বেশি উপার্জনের আশায় গত জানুয়ারী মাসে সাড়ে আট লাখ টাকায় ডোল্যান্সারের ইনভেস্টর সদস্য হন। তাঁর আইডি আছে ২৪টি। কিন্তু প্রথম মাসে টাকা পেলেও আজ পর্যন্ত আর কোনো টাকা পাননি তিনি। শাওন বলেন, 'ডোল্যান্সার আমাকে রাস্তার ফকির বানিয়েছে। এখন আমার মরা ছাড়া কোনো গতি নাই'।

(৪) প্রতারিত আবু সাঈদ মাহিন ডোল্যান্সারের স্টার সদস্য। তিনি বলেন, 'ক্লিক করে ডলার উপার্জনের জন্য এক লাখ পাঁচ হাজার টাকায় ১৬টি আইডি কিনেছিলাম। আমার কথামতো বাবা ও বড় বোনও ছয় লাখ ১৫ হাজার টাকা খরচ করে আইডি কেনেন এবং লিজ ইনভেস্টর সদস্য হন। এখন আমাদের পুরো পরিবার টাকা হারিয়ে পাগলের মতো। বাবার পেনশনের পুরো টাকাটাই শেষ হয়ে গেছে।

চট্টগ্রাম নার্সিং কলেজে হিজাব নিয়ে তুলকালাম; অবশেষে অনুমতি প্রদান

চট্টগ্রাম সরকারী নার্সিং কলেজে হিজাব নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড ঘটেছে। এ নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে কলেজের শিক্ষিকাদের উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় এবং শিক্ষার্থীদের একটি কক্ষে আটকে রাখার ঘটনা ঘটেছে। প্রায় শতাধিক হিজাব পরিধানকারী ছাত্রী হিজাব এবং ছালাত আদায়ের কারণে তাদেরকে ক্লাস, পরীক্ষা এবং ওয়ার্ডে ডিউটিসহ সকল ক্ষেত্রে পদে পদে বাধা দেয়ার নজিরবিহীন নির্যাতনের কথা সাংবাদিকদের কাছে তুলে ধরে।

ছাত্রীরা জানান, পূর্বে তাদের হিজাব নিয়ে সমস্যা করলেও এবার তাদের ছালাত আদায় এবং ছালাত ঘরের জায়গা নিয়েও কলেজ কর্তৃপক্ষ নতুনভাবে ঝামেলা করছে। গত ২রা জুলাই সকালে অধ্যক্ষের নেতৃত্বে একদল শিক্ষিকা হোস্টেলের একটি কক্ষে শিক্ষার্থীদের ছালাত ঘরে রীতিমত হামলে পড়ে। তারা সেখানে রাখা বিভিন্ন ধর্মীয় পুস্তক নিয়ে কটাক্ষ করে এবং ছাত্রীদের ধর্ম পালন নিয়ে কটূক্তি করে। এ সময় অঞ্জলী দেবী নামে এক শিক্ষিকা জুতা পরে ছালাত ঘরে প্রবেশ করে ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'নামাজ ঘরে জুতা নিয়ে ঢুকেছি, কই আল্লাহ আমাকে কি করেছে'? এছাড়া অধ্যক্ষ তাদের বলেন, 'ছালাত আদায় করলে কে দেখে? সেবা করলে ছালাত আদায় করতে হয় না'। অবশেষে ৫ই জুলাই ছাত্রীদের আন্দোলনের মুখে কলেজ কর্তৃপক্ষ হিজাব পরিধান ও ছালাত আদায়ের জন্য অনুমতি প্রদান করেছে।

উল্লেখ্য, নার্সিং অধিদফতরের অধীনে ৪ বছর মেয়াদী বিএসসি ইন নার্সিং কোর্স নিয়ে চট্টগ্রাম সরকারী নার্সিং কলেজ ২০০৮ সাল থেকে যাত্রা শুরু করে। শুরু থেকে কলেজ কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন অন্যায় আচরণ এবং সেশন জটের কারণে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে কলেজটি একাধিকবার বন্ধ ঘোষিত হয়।

দ্রব্যমূল্যের চাপে চিড়ে-চ্যাপ্টা সাধারণ মানুষ

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে সরকার। গত অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতির হার সাড়ে ৭ শতাংশে রাখার ঘোষণা দেয়া হলেও বছর শেষে এর হার দাঁড়িয়েছে ১০ দশমিক ৬২ শতাংশে। এদিকে দ্রব্যমূল্য ধারাবাহিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়েছে। খাদ্যদ্রব্যের উচ্চমূল্য তো রয়েছেই, এর মধ্যে বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের খরচও যেন সাধ্যের বাইরে চলে গেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর খানা আয়-ব্যয় জরিপে বলা হয়েছে, ২০০5 সালে গড় জাতীয় পারিবারিক আয় ছিল ৭ হাজার ২০৩ টাকা। ২০১০ সালে তা দাঁড়ায় ১১ হাজার ৪৭৯ টাকায়। বৃদ্ধির হার ৫৯ শতাংশ। ব্যয়ের হিসাবে দেখানো হয়েছে, পরিবারপ্রতি গড় মাসিক খরচ ২০০5 সালের তুলনায় বেড়েছে ৮৪.৫ শতাংশ। ৫ বছর আগে মাসিক আয় ৫ হাজার ৯৬৪ টাকা হলে একটি পরিবারের চলে যেত। এখন সেখানে লাগছে ১১ হাজার ৩০০ টাকা।

ওষুধের দাম বাড়ছে, বাড়ছে ভেজালও

ওষুধের দাম শুধু বাড়ছেই। ওষুধ কোম্পানীগুলো বাড়তি লাভের জন্য ওষুধের দাম বাড়াচ্ছে। ওষুধের বাজারে সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। সরকারের ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প সমিতি বলছে, গত ছয় মাসে এক হাজার ২০০টির বেশি ওষুধের দাম বেড়েছে। ওষুধ ভেদে দাম ২০ থেকে ১০০ শতাংশ বেড়েছে।

এদিকে ওষুধের দাম বৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে ভেজাল ওষুধ। বাজার ছেয়ে গেছে নকল ওষুধে। জনস্বাস্থ্য হুমকির মুখে পড়লেও রহস্যজনক কারণে নীরব ওষুধ প্রশাসন অধিদফতর। ওষুধ প্রশাসন অধিদফতর সূত্র জানায়, দেশে বর্তমানে ২৫৮টি অ্যালোপ্যাথ, ২২৪টি আয়ুর্বেদ, ২৯৫টি ইউনানী ও ৭৭টি হোমিওপ্যাথসহ মোট ৮৫৪টি ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বছরে ওষুধ বিক্রি হচ্ছে আট হাজার কোটি টাকার। এর মধ্যে ৫৫০ কোটি টাকার ওষুধ ভেজাল হচ্ছে। ওষুধ কোম্পানীগুলোর মধ্যে বড়জোর ৪০টি ছাড়া বাকী প্রতিষ্ঠানগুলো নকল ও নিম্নমানের ওষুধ তৈরি করছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

<u>সাভারে ডেসটিনি সদস্যের আত্মহত্যা</u>

‘আমি হেরে গেলাম, পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলাম’

গ্রাহকের টাকা ফিরিয়ে দিতে না পেরে সাভারে মোয়াজ্জেম হোসেন শাহীন নামে ডেসটিনি-২০০০-এর এক সদস্য আত্মহত্যা করেছে। সাভার উপযেলা চত্বরে তার ‘শাহীন স্টোর’ নামে একটি স্টেশনারি দোকান ছিল। এর পাশাপাশি বেশ কিছুদিন ধরে তিনি ডেসটিনি-২০০০ প্রাইভেট লিমিটেড’র সদস্য সংগ্রহের কাজ করতেন। নিহতের স্ত্রী রোকেয়া আক্তার জানান, হঠাৎ ডেসটিনির কার্যক্রম বন্ধ হওয়ায় তার সংগ্রহ করা সদস্যরা জমা রাখা টাকা ফেরত দিতে চাপ দেয়। এছাড়া ব্যবসা করতে গিয়েও কয়েক লাখ টাকা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এতে বেশ কিছুদিন ধরে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। পরিবারেও অশান্তি চলছিল।

নিহতের বড় বোন নাসিমা আক্তার বলেন, ২২ জুন শুক্রবার রাত সোয়া ১২টার দিকে ভাইয়ের মোবাইল থেকে একটি ম্যাসেজ আসে। তাতে লেখা ছিল- আমি হেরে গেলাম, আমি পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলাম, আমাকে মাফ করে দিয়েন’।

বিনা দোষে ১২ বছর ভারতের জেলে

যাত্রা দেখতে গিয়ে বিনা দোষে প্রায় ১২ বছর ভারতের কারাগারে কাটাতে হল কুড়িগ্রামের মুক্তিযোদ্ধা আবুল হোসেনের ছেলে আশিক ইকবাল মিল্টনকে। গত ৭ই জুলাই দেশে ফিরে মিল্টন সাংবাদিকদের জানায়, ভুরুঙ্গামারী ডিগ্রি কলেজের দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়াকালীন ২০০০ সালের ১১ ডিসেম্বর রাতে বন্ধুদের সাথে সে ভারতের কুচবিহারের দিনহাটা থানার ছাহেবগঞ্জ বাজারে যাত্রা পালা দেখতে যায়। ফেরার পথে আরো ৩০ জনের সঙ্গে ভারতীয় সীমান্তরক্ষা বাহিনী বিএসএফ-এর হাতে আটক হয় মিল্টন। তবে ক্যাম্প থেকে বিএসএফ অন্যদের ছেড়ে দিলেও মিল্টনকে আটকে রাখে। এরপর মুক্তি পেলেও পুনরায় গ্রেপ্তার হয়। এরপর ভারতের বিভিন্ন কারাগারে কেটে যায় তার ১২টি বছর।

সে বলে যে, ভারতের একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের শীর্ষস্থানীয় এক নেতার নাম মিহির দাস ওরফে মিল্টন। তাকে ধরতে ব্যর্থ হওয়ায় ভারতীয় পুলিশ অন্যায়ভাবে তার নামে চার্জশীট দেয়। সেই বিচারেই এতদিন সে আটকে ছিল।

বিদেশ

ভারতীয় তরুণদের ১৪ এবং তরুণীদের ১৬ শতাংশ আত্মহত্যা করে

ভারতে তরুণদের ১৪ ও তরুণীদের ১৬ শতাংশ আত্মহত্যা করে। এটা ভারতীয় তরুণদের মৃত্যুর দ্বিতীয় বৃহত্তম কারণে পরিণত হয়েছে। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক বিখ্যাত সাময়িকী ল্যান্সেটের এক জরিপের ফলাফলে এ তথ্য উঠে এসেছে । এ জরিপে আরো বলা হয়েছে, ভারতে প্রতিবছর সড়ক দুর্ঘটনায় যত ব্যক্তি মারা যায়, ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী তত সংখ্যক তরুণ দেশটিতে আত্মহত্যা করে।

১৫ বছরের বেশি ভারতীয়দের মধ্যে তিন শতাংশ আত্মহত্যা করে বলে ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেলের হিসাবে বলা হয়েছে। জাতিসংঘের মৃত্যু সংক্রান্ত পূর্বাভাসকে ভিত্তি করে এ জরিপের গবেষকরা বলছেন, ২০১০ সালে ভারতে এক কোটি ৮৭ লাখ ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছে। তাদের মধ্যে ৪০ শতাংশ ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী এবং ঐ একই বয়সের নারীদের ৫৬ শতাংশ আত্মহত্যা করে।

মরেও শান্তি নেই!

হংকংয়ে জমির দাম এতই বেড়েছে যে জনগণ এখন মরেও শান্তি পাচ্ছে না। সেখানে মারা যাওয়ার পর একজন মানুষকে সমাহিত করতে দরকারী এক টুকরা জমির দাম আড়াই লাখ হংকং ডলার। যা ৩২ হাজার ২০০ মার্কিন ডলারের সমান। জমির এই উচ্চমূল্যের কারণে হংকংয়ে এখন মরদেহ ভস্ম করার পর তা সাগরে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। তবে শুরুর দিকে এ বিষয়টি মেনে নিতে পারছিল না হংকংবাসী। বাস্তবতার কারণে ধীরে ধীরে সাগরে সৎকারের বিষয়টি মেনে নিচ্ছে তারা।

সরকারীভাবে সমাহিত করার জমি পেতে ছয় বছরের চুক্তিতে এমন এক টুকরা জমি পাওয়া যায় তিন হাজার ১৯০ হংকং ডলারে। আর বেসরকারী পর্যায়ে এর জন্য খরচ করতে হয় অন্তত দশগুণ অর্থ।

বিশ্বে বছরে ১৩০ কোটি টন খাবার অপচয় হয়

সারা বিশ্বে প্রতি বছর যে পরিমাণ খাদ্য উৎপাদিত হয়, এর তিন ভাগের এক ভাগ মানুষ খেতে পারে না। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরবরাহের সময় নষ্ট হয় বা ভোক্তারাই তা অপচয় করে। এভাবে প্রতি বছর প্রায় ১৩০ কোটি টন খাদ্যের অপচয় হয়। সম্প্রতি জাতিসংঘের প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে।

ঐ প্রতিবেদন অনুযায়ী, উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের ভোক্তা সাধারণ প্রতি বছর প্রায় ২২ কোটি ২০ লাখ টন খাবার ভালো ও তাজা অবস্থায় ফেলে দেয়। যা গোটা সাব-সাহারান অঞ্চলে প্রতি বছরে উৎপাদিত খাদ্যের (২৩ কোটি টন) কাছাকাছি। প্রকৃতপক্ষে বেশির ভাগ খাবার নষ্ট হয় মধ্য ও উচ্চ আয়ের দেশে। সেখানকার ভোক্তারা ভালো ও তাজা খাবারও ফেলে দেয়। নিম্ন আয়ের দেশের মানুষ খাবার কম অপচয় করে, তবে পরিবহনের সময় খাবার নষ্ট হয় বেশি।

[আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি নিতান্তই অকৃতজ্ঞ’ (ইসরা ২৭)]

ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কারণে হিন্দু জঙ্গীদের বর্বর নির্যাতনের শিকার ভারতের এক নারী সংসদ সদস্য

ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কারণে প্রায় ১০০ হিন্দু জঙ্গীর হাতে বর্বর নির্যাতনের শিকার হয়েছেন 'ধর্মনিরপেক্ষ' ভারতের আসামের ৩৩ বছর বয়সী রুমি নাথ নামের একজন নারী সংসদ সদস্য। এক মাস আগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে একজন মুসলমানকে বিয়ে করা এই সংসদ সদস্য জানান, ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রতিশোধ নিতেই তারা এ হামলা চালিয়েছে। এমনকি তারা তাকে ধর্ষণ করার এবং কাপড়-চোপড় খুলে ফেলার চেষ্টা করে। তিনি এ হামলার পেছনে মৌলবাদী বিজেপিকে দায়ী করেছেন। বর্বরোচিত এই হামলার নিন্দা জানিয়েছে রুমি নাথের দল কংগ্রেস পার্টি।

[অথচ এদেশে যখন বিদেশী এনজিওরা টাকার লোভে ফেলে শত শত মানুষকে খৃষ্টান বানাচ্ছে তখন আমাদের নেতৃবৃন্দ ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে চুপ করে থাকছে (স.স.)]

ইউরোপে সংসার চলছে শরীরের অঙ্গ বিক্রি করে

ইউরোপে দারিদ্র্য এমন চরম সীমায় উপনীত হয়েছে যে, বর্তমানে সেখানে মানুষ অঙ্গ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চরম দারিদ্র্যের শিকার হয়ে অনেক ইউরোপীয় এখন তাদের কিডনি, ফুসফুস অথবা চোখের কর্নিয়া বিক্রি করছে। স্পেন, ইতালী, গ্রিস ও রাশিয়ার নাগরিকরা বিজ্ঞাপন দিয়ে অদরকারী অঙ্গ বিক্রি করছে। এছাড়া চুল, শুক্রাণু এবং বুকের দুধও বিক্রি হচ্ছে। ইন্টারনেটে ফুসফুসের দাম হাঁকা হচ্ছে আড়াই লাখ ডলার পর্যন্ত। মূলতঃ বেকারত্ব চরম আকার ধারণ করায় অনেকে অঙ্গ বিক্রি করতে আগ্রহী হয়ে উঠছে।

সার্বিয়ার বেলগ্রেডের বাশিন্দা মিরকভ ৪০ হাজার ডলারে তার কিডনি বিক্রি করার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছে। তার দাবী, 'আমার অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। আমি চাকরি হারিয়েছি এবং আমার দুই সন্তানের স্কুলের জন্য টাকা দরকার'। তিনি বলেন, 'যখন আপনার টেবিলে খাবার রাখাটাই বড় কথা তখন কিডনি বিক্রি খুব বড় ধরনের ত্যাগের ব্যাপার নয়।'

[হে আল্লাহ! তুমি পুঁজিবাদের অভিশাপ থেকে মানুষকে বাঁচাও! আমাদের দেশের পুঁজিবাদীরা সাবধান হবেন কি? (স.স.)]

বাবরী মসজিদ ধ্বংসের সময় পূজোয় ব্যস্ত ছিলেন নরসিমা রাও

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় কয়েক হাজার উগ্র হিন্দুর তাণ্ডবে যখন ধীরে ধীরে গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল সাড়ে চারশ' বছরের পুরনো বাবরী মসজিদ, তখন দিল্লীতে নিজের সরকারী বাসভবনে পূজা-অর্চনায় ব্যস্ত ছিলেন নরসিমা রাও। ভারতের প্রখ্যাত সাংবাদিক ও রাজনৈতিক ভাষ্যকার কুলদীপ নায়ারের সদ্য প্রকাশিত বই 'বেয়ন্ড দ্য লাইনস' থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

বাবরী মসজিদ ধ্বংসে তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের পুরোপুরি মদদের অভিযোগটা আগেও উঠেছে। আদালতের কাছে অযোধ্যার বিতর্কিত রাম জন্মভূমি এলাকার বাইরে প্রতীকী করসেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরও যখন গেরুয়া ঝাণ্ডাধারীরা পুলিশি বেষ্টনী অতিক্রম করে বাবরী মসজিদের গম্বুজের উপর উঠে পড়ে, তখনই নয়াদিল্লীতে সে খবর পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু উত্তর প্রদেশের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিংয়ের কথায় ভরসা রেখে (?) নিরুদ্বেগ ছিলেন নরসিমা রাও। সময়োচিত কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের পরিবর্তে দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা ধরে বাবরী মসজিদ ধূলিস্যাৎ হওয়ার প্রতীক্ষা করছিলেন তিনি। আর স্বাধীন ভারতবর্ষের অন্যতম কলঙ্কজনক ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর নেহাতই আইওয়াশের জন্য কল্যাণ সরকারকে তিনি বরখাস্ত করেন।

কুলদীপ নায়ারের অভিযোগ, ৬ ডিসেম্বর দুপুরে অযোধ্যায় বাবরী মসজিদ ধ্বংস শুরু হওয়ার খবর পেয়েই নিজের বাসভবনে পূজোয় বসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও। বিকেলে প্রথম মোগল সম্রাটের সেনাপতি মীর বাঁকির তৈরি এই ঐতিহাসিক মসজিদের তৃতীয় গম্বুজটির পতনের পরই পূজো ছেড়ে উঠেছিলেন তিনি। ভারতের পরলোকগত সোশ্যালিস্ট নেতা মধু লিমায়েকে উদ্ধৃত করে কুলদীপ নায়ার লিখেছেন, পূজো চলাকালীন বারবারই প্রধানমন্ত্রীর কানে বাবরী মসজিদ ধ্বংসের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর অনুচররা। কিন্তু তিনি ছিলেন নিরুদ্বেগ, নিরুত্তাপ ও নিশ্চুপ।

[জি হাঁ! ইসলামের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য। অতএব মুসলমান ও মসজিদ হত্যা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের কাছে পুণ্যকর্ম হিসাবে বিবেচিত। বাংলাদেশীদের চোখ খুলবে কি? (স.স.)]

খরার কবলে যুক্তরাষ্ট্রের ৫৬ শতাংশ এলাকা

যুক্তরাষ্ট্রের ৫৬ শতাংশ এলাকা খরার কবলে পড়েছে এবং ক্রমেই পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে। জানা গেছে, নিম্নাঞ্চলীয় ৪৮টি অঙ্গরাজ্যের অর্ধেকের বেশি অঞ্চলে খরা পরিস্থিতি চরম মাত্রায় পৌঁছেছে। গত এক যুগের মধ্যে এটিই সবচেয়ে ভয়াবহ খরা। এর আগে ভয়াবহ খরা দেখা দিয়েছিল ২০০৩ সালে। সে সময় নিম্নাঞ্চলীয় ৪৮টি রাজ্যের ৫৪ দশমিক ৭৯ শতাংশ খরার কবলে পড়েছিল।

[সারা বিশ্বের নিরপরাধ হাযার হাযার আদম সন্তানকে হত্যার ইলাহী শাস্তি এগুলো। একদিকে চলছে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস। অন্যদিকে দাবানল এবং এখন খরা। একটার পর একটা গযব নাযিল হচ্ছেই। এর পরেও শান্তিতে নোবেল জয়ী নেতাদের ড্রোন হামলা ও অমানবিক কর্মকাণ্ড বন্ধ হচ্ছে না। বিশ্ব যখন অসহায়, আল্লাহ তখন তাঁর শাস্তি নামিয়ে দিয়েছেন। আমরা মানুষের হেদায়াত কামনা করি (স.স.)]

অস্ট্রেলিয়ায় ব্যাপক হারে বিস্তার লাভ করছে ইসলাম

অস্ট্রেলিয়ায় ধর্মবিশ্বাসীর সংখ্যা ব্যাপকহারে কমলেও অন্যান্য ধর্মের তুলনায় ইসলাম সবচেয়ে ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়ছে বলে এক জরিপ থেকে জানা গেছে। অস্ট্রেলিয়ায় ১৯৭৬ সালে মুসলমানের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪৪ হাযার ৭১ জন। কিন্তু এখন দেশটিতে মুসলমানের সংখ্যা চার লাখ ৭৬ হাযার ২৯১ জন। অর্থাৎ তখন থেকে এ পর্যন্ত দেশটিতে মুসলমানের সংখ্যা দশ গুণ বেড়েছে। মুসলমানরা এখন অস্ট্রেলিয়ার মোট জনসংখ্যার শতকরা ২ দশমিক ২ ভাগ। গত ৫ বছরে তাদের সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৪০ ভাগ।

মূলতঃ দেশে ধর্মবিশ্বাসীর সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে। কমে আসছে খ্রিস্টানের সংখ্যাও। ১৯১১ সালে দেশটির শতকরা ৯৬ ভাগ নাগরিক ছিলেন খ্রিস্টান। ১৯৭৬ সালে এ হার ছিল শতকরা ৮৯ ভাগ। ৩৫ বছর পর এখন দেশটিতে এ হার ৬১ শতাংশ। বর্তমানে দেশের ২২% বা প্রায় ৪৮ লাখ নাগরিক বলছেন, তারা কোন ধর্মে বিশ্বাস করেন না। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী কয়েকটি ধর্ম রয়েছে। এসব ধর্মের অনুসারীর সংখ্যা ৭ হাযার ৩৬৩।

মুসলিম জাহান

ইয়াসির আরাফাতকে বিষ প্রয়োগে হত্যার চাঞ্চল্যকর তথ্য

ফিলিস্তীনের মরহূম প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাতকে পোলোনিয়াম বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে। ২০০৪ সালের ১১ই নভেম্বর তাঁর মৃত্যুর পরই সন্দেহ জোরদার হয়। তারপর সুইজারল্যান্ডে পরিচালিত দীর্ঘ ৯ মাসের তদন্তের পর এ চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে এসেছে। অনলাইন আল-জাযীরা'র এক রিপোর্টে এ গবেষণার ফল প্রকাশ করা হয়। ইয়াসির আরাফাত মারা যাওয়ার ৮ বছর পরও প্রকৃতপক্ষে কিভাবে ফিলিস্তীনের এই মহান নেতা মারা গেছেন তা ছিল রহস্যের চাদরে ঢাকা। কেউ এ বিষয়ে সঠিক কোন তথ্য দিতে পারেননি। ২০০৪ সালের ১২ই অক্টোবরে হঠাৎ অসুস্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছিলেন সুস্থ। প্যারিসের সামরিক হাসপাতালে মৃত্যুর পর সেখানকার কর্তৃপক্ষ মরহূম প্রেসিডেন্টের ব্যবহার্য পোশাক তার স্ত্রী সুহার কাছে হস্তান্তর করেন। এ তথ্য দিয়ে ইনস্টিটিউট অব রেডিয়েশন ফিজিক্স অ্যাট ইউনিভার্সিটি অব লাওসানের প্রধান ফ্রাঁসোয়া বোকাড বলেন, ইয়াসির আরাফাতের ব্যবহৃত জিনিসপত্রের নমুনা থেকে বিষাক্ত পোলোনিয়ামের উপস্থিতি শনাক্ত করা হয়েছে। এদিকে প্রয়াত প্রেসিডেন্টের স্ত্রী সুহা তার স্বামীর দেহাবশেষ কবর থেকে তুলে পুনরায় পরীক্ষার দাবি জানিয়েছেন। ফিলিস্তীনের কর্মকর্তারা সে সময় বলেছিলেন, ইসরাঈল জনপ্রিয় এ ফিলিস্তীনী নেতাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেছে। তবে ২০০৫ সালে এক তদন্তে বিষ প্রয়োগে হত্যার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। সে রিপোর্টটিকে সন্দেহজনক মনে করেছিলেন অনেকেই। এদিকে ফিলিস্তীনী প্রেসিডেন্ট মাহমূদ আব্বাস আরাফাতের মৃতদেহ কবর থেকে তুলে ফরেনসিক তদন্ত করার অনুমতি দিয়েছেন।

সঊদী আরবের নতুন যুবরাজ সালমান

সঊদী আরবের নতুন যুবরাজ হিসাবে রিয়াদের গভর্ণর সালমানের নাম ঘোষণা করেছেন বাদশাহ আব্দুল্লাহ। গত ১৬ জুন সঊদী আরবের বাইরে মারা যান যুবরাজ নায়েফ বিন আব্দুল আযীয আলে সঊদ। ৭৮ বছর বয়সী সঊদকে গত বছরই সঊদী রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করা হয়েছিল।

পাকিস্তানের নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন রাজা পারভেজ আশরাফ

বিভিন্ন নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের নতুন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন ক্ষমতাসীন পিপলস পার্টির (পিপিপি) নেতা ও গিলানী সরকারের পানি ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী রাজা পারভেজ আশরাফ। ২২ জুন রাতে পাকিস্তানের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে ৩৪২ আসনের মধ্যে ২১১টি ভোট পেয়ে তিনি ২৫তম প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট জারদারির বিরুদ্ধে সুইজারল্যান্ডের আদালতে দায়ের হওয়া অর্থ পাচারের মামলা আবার চালু করতে সুইজারল্যান্ড সরকারকে চিঠি লিখতে প্রধানমন্ত্রী গিলানীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্ট। গিলানী সেই নির্দেশ পালন না করায় গত ২৬ এপ্রিল গিলানীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। এজন্য আদালত তাঁকে ৩০ সেকেন্ডের প্রতীকী সাজা দেন। গিলানী এর বিরুদ্ধে আপিল না করায় আদালত গত ১৯ জুন তাঁকে প্রধানমন্ত্রী ও পার্লামেন্টের সদস্যপদে অযোগ্য ঘোষণা করেন।

আদালতের এ রায়ে শরিকদের সঙ্গে আলোচনা করে বস্ত্রমন্ত্রী মখদুম শাহাবুদ্দীনকে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মনোনীত করে পিপিপি এবং বিকল্প প্রার্থী হিসাবে পিপিপির দুই জ্যেষ্ঠ নেতা কামারুয্যামান কারিয়া ও রাজা পারভেজ আশরাফকেও তালিকায় রাখা হয় এবং তারা মনোনয়নপত্রও দাখিল করেন। কিন্তু মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার ঘণ্টা দুয়েকের মাথায় মখদুমের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে আদালত। অতঃপর বিকল্প হিসাবে রাজা পারভেজ আশরাফকে নির্বাচন করা হয়।

বিপুল নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে মিসরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

ব্রাদারহুড নেতা মুহাম্মাদ মুরসী নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

মিসরের ঐতিহাসিক প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতা মুহাম্মাদ মুরসী। গত ২৪ জুন রোববার মিসরের নির্বাচন কমিশন তাঁকে বিজয়ী ঘোষণা করে এবং ৩০ শে জুন তিনি শপথ গ্রহণ করেন। ইতিহাসের কি নির্মম পরিহাস! মাত্র দেড় বছর আগেও হোসনী মোবারক সরকারের আমলে যে মুরসী ছিলেন কারাগারে, তিনিই এখন মিসরের প্রেসিডেন্ট। আর মোবারক আজ কারাগারের অন্ধপ্রকোষ্ঠে মৃত্যুর প্রহর গুনছেন।

মুরসী ৫১ দশমিক ৭৩ শতাংশ ভোট পেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী হোসনী মোবারকের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আহমাদ শফীককে পরাজিত করেছেন। তাঁর এ জয়ে অনেকেই গণতান্ত্রিক মিসরের স্বপ্ন দেখছেন। কিন্তু দেশী-বিদেশী বিশ্লেষকেরা বলছেন, মুরসির পথ মোটেও সহজ হবে না। ক্ষমতায় টিকে থাকতে হলে তাঁকে সেনাবাহিনীর সঙ্গে আপসরফার পথ বেছে নিতে হবে। তবে তিনি কৌশলে আগাবেন বলে মনে হচ্ছে। কারণ ইতিমধ্যে তিনি একজন কপটিক খ্রিষ্টান এবং একজন মহিলাকে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে নিয়োগ দিয়েছেন। এছাড়া গত ২৯ ও ৩০ জুন তারিখে তিনি তাহরীর স্কয়ারে এবং কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বক্তৃতা দেন তা একদিকে যেমন প্রকৃত ইসলামপন্থীদের হতাশ করেছে, তেমনি প্রমাণ করেছে যে, তিনি ইসলামী শরী'আ আইন প্রতিষ্ঠার চিন্তা কোনভাবেই করছেন না। একইভাবে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন, বর্তমান সময়ে ধর্মনিরপেক্ষতার কোন বিকল্প নেই।

এদিকে দ্বিতীয় দফা নির্বাচনের আগে সুপ্রিম সামরিক কাউন্সিল নিজেদের হাতে অনেক ক্ষমতা কুক্ষিগত করে যে ডিক্রি জারি করেছে তাতে মুরসী কতটুকু স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন, তা নিয়েও প্রশ্ন থেকে গেছে। সামরিক কাউন্সিলের ডিক্রি অনুযায়ী, যুদ্ধ ঘোষণার মতো সিদ্ধান্ত নিতে প্রেসিডেন্টকে জেনারেলদের অনুমোদন নিতে হবে। তাছাড়া সামরিক বিষয়াদিতে তিনি নাক গলাতে পারবেন না।

[কুফরী ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে আর যাই হোক প্রকৃত ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় (স.স.)]

মালির সালাফী সংগঠন আনছারুদ্দীন শিরকের আড্ডাখানা গুঁড়িয়ে দিল

সম্প্রতি মালির উত্তরাঞ্চলের দুই-তৃতীয়াংশে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে সালাফী বিদ্রোহী সংগঠন আনছারুদ্দীন এবং এমএনএলএ। অতঃপর তারা দখলীকৃত টিম্বুকটু শহরের ছূফী সাধকদের বড় বড় মাযারসমূহ ভেঙে ফেলতে শুরু করেছে। ইসলামী শরী'আতের কট্টর অনুসারী এই সংগঠনটি মুসলিম ছূফী সাধকদের এসব সমাধিকে মূর্তি হিসাবে বিবেচনা করে। বিগত বছরগুলোতে আফগানিস্তান, মিসর ও লিবিয়ায় ছূফী সাধকদের বিভিন্ন সমাধিতে হামলা করেছিল এই কট্টর সালাফীরা। ইতিমধ্যে তারা সিদি মাহমূদ সমাধিসহ আরও দুটি স্তম্ভ সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলেছে।

মূলতঃ পুরো মালিতে ইসলামী শরী'আ আইন চালু করতে এবং সকল প্রকার শিরকের মূলোৎপাটন চায় এই সালাফী সংগঠনটি।

[কবরকে সম্মান করা হয়। কিন্তু কবরে যখন পূজা হয়, তখন তা শিরকের কেন্দ্রে পরিণত হয়। জাহেলী আরবে বিভিন্ন সৎলোকদের কবরে এভাবে পূজা হ'ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে নির্দেশ দেন, 'তুমি কোন উঁচু কবরকে ছেড় না মাটি সমান না করা পর্যন্ত' (মুসলিম হা/৯৬৯; ঐ মিশকাত হা/১৬৯৬ 'জানায়েয' অধ্যায়, 'মৃতের দাফন' অনুচ্ছেদ)। এই সব কবরকেন্দ্রিক মসজিদে ছালাত কবুল হয় না। কেননা এখানে কবরই মুখ্য, মসজিদ গৌণ। আর শিরক ও তাওহীদ কখনো একত্রে চলতে পারে না (স.স.)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

এবার কুরআন তিলাওয়াত ও তরজমা করবে 'কলম'

বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের জন্য প্রযুক্তিনির্ভর কুরআন শিখার এক যুগান্তকারী যন্ত্র এনেছে অনন্য ইনফোটেক। এই যন্ত্রের মাধ্যমে কুরআন তিলাওয়াত ও তিলাওয়াতকৃত অংশের বাংলা তরজমা সহজেই শোনা যায়। কলমের আকৃতিতে তৈরি এই যন্ত্রটি কুরআনের যেকোনো পৃষ্ঠা, সূরা ও আয়াতের ওপর স্পর্শ করা মাত্রই আরবীতে তিলাওয়াত করবে এবং নির্দিষ্ট বোতাম টিপলে বাংলা ও ইংরেজীতে তরজমা করবে। এছাড়াও প্রতিটি শব্দের ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ এবং অনুবাদ শোনার সুবিধা রয়েছে। আরবী পড়তে না জানা এবং অক্ষরজ্ঞানহীন ব্যক্তিরাও যেন কুরআন তিলাওয়াত করতে পারেন, তেমনি সহজ পদ্ধতি যন্ত্রটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

যন্ত্রটিতে প্রাপ্ত সুবিধাগুলোর মধ্যে রয়েছে- বিল্ট-ইন স্পিকার বাংলা ও ইংরেজি অডিও অনুবাদ, তাজবীদসহ আরবী বর্ণমালা ও ছালাত শিক্ষা, বিল্ট-ইন লিথিয়াম ব্যাটারি, এমপি থ্রি এবং কম্পিউটারে সংযোগের সুবিধা। সম্পূর্ণ চার্জ দেয়ার পর ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত চলবে। এছাড়া ৩ মিনিট ব্যবহার না করলে এটি নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে।

সম্পূর্ণ প্যাকেজটিতে রয়েছে সুদৃশ্য কাগজে আরবী ওছমানী ফন্টে প্রিন্ট করা একটি কুরআন, কিবলা নির্দেশকসহ একটি পকেট জায়নামায, তায়াম্মুমের জন্য তৈরি বিশেষ মাটি, আরবী শিক্ষার বই ও গাইডলাইন। আগ্রহী ক্রেতারা বিস্তারিত জানতে অনন্য ইনফোটেক লি., ১১ শায়েস্তাখান এভিনিউ, সেক্টর-০৪, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০, হটলাইন : ০১৬১৫১১৪১১৪ ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

পানিবিদ্যুৎ উৎপাদনের নতুন সফল পরীক্ষা

কাপ্তাইয়ে স্বল্প খরচে পানিবিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি নতুন পরীক্ষা হয়েছে। পরীক্ষাটি চালিয়েছে সেনাবাহিনী পরিচালিত 'বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি' (বিএমটিএফ)। প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম পরীক্ষাটির সাফল্য দাবী করে বলেন, এই পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিশেষ যন্ত্রপাতির যেমন দরকার হবে না, তেমনি এতে ব্যয়ও হবে খুব কম। কারণ, ঐ বিদ্যুৎ উৎপাদনে কোনো জ্বালানি লাগবে না। দেশের বিদ্যুতের যে সংকট রয়েছে, তার মোকাবিলায় ভাসমান জলবিদ্যুৎকেন্দ্র বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

তিনি বলেন, ভাসমান কিছু যন্ত্রপাতির মাধ্যমে স্রোত কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রক্রিয়া দেশে এই প্রথম। যেসব নদীতে পানির স্রোত বেশি, সেখানে অনায়াসে এই পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে। জার্মানির সঞ্চার্ট হাইড্রো পাওয়ার প্রজেক্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কার্ল কর্নহার্ট ক্লমসি বলেন, কাপ্তাইয়ে পানিপ্রবাহের যে ব্যবস্থা রয়েছে, তাতে নতুন এই পদ্ধতিতে ৫০ মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা আছে। তবে পরীক্ষা প্রাথমিকভাবে সফল হ'লেও এজন্য আরও পরীক্ষা চালানোর প্রয়োজন আছে।

লিপ সেকেন্ড : ঘড়ির কাঁটায় যোগ হল এক সেকেন্ড

আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে যোগ হ'ল এক সেকেন্ড। গত ৩০ জুন মধ্যরাত থেকেই এই এক সেকেন্ড যোগ হয়। পৃথিবী ঘূর্ণনের গতি কমে যাওয়ায় পৃথিবীর আনবিক ঘড়ির সঙ্গে সময়ের সঙ্গতি বজায় রাখার জন্য বিরল এই এক সেকেন্ড যোগের ঘটনা ঘটল। একে 'লিপ সেকেন্ড' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সময় নির্ধারকরা ৩০ জুন শনিবার রাতে ১ জুলাই প্রথম প্রহরে যাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে ঘড়িতে অতিরিক্ত এক সেকেন্ড যোগ করেছেন। আন্তর্জাতিক সময়ের হিসাবে মধ্যরাতের এক সেকেন্ড আগে ১১:৫৯:৫৯-এর জায়গায় ১১:৫৯:৬০ গণনা করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের নেভাল অবজারভেটরির মুখপাত্র জিওফ চেসটার বলেন, পৃথিবী তার নিজ কক্ষপথে একবার ঘুরে আসতে যে সময় লাগে, তাকেই একদিন বলে ধরা হয়। বর্তমান পৃথিবীর একটি পূর্ণঘূর্ণন সম্পন্ন করতে একশ' বছর আগের তুলনায় দুই মিলিসেকেন্ড (এক সেকেন্ডের এক হাযার ভাগের এক ভাগ) বেশি সময় লাগে'। তিনি জানান, উপরোক্ত কারণে তারা প্রতি বছর নির্দিষ্ট দিনে এক সেকেন্ডের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ যোগ করে সময় হিসাব করে। এ প্রতিষ্ঠানটি যুক্তরাষ্ট্রের অফিসিয়াল আনবিক ঘড়ির তত্ত্বাবধান করে।

ধানের কুড়া থেকে ভোজ্যতেল উৎপাদন শুরু হচ্ছে

প্রথমবারের মতো দেশে ধানের কুড়া থেকে কোলেস্টেরলমুক্ত ভোজ্যতেল উৎপাদন করতে যাচ্ছে শেরপুরের অ্যামারাল্ড অয়েল অ্যান্ড পোলট্রি ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড নামের একটি প্রতিষ্ঠান। শেরপুর যেলার পৌর শহরের শেরপুর-জামালপুর ফিডার রোডে শেরীপাড়া নামক স্থানে তিন একর জমির ওপর ব্যক্তিপর্যায়ে যৌথ বিনিয়োগে ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ঐ কারখানাটি স্থাপন করা হয়েছে। ২০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার এই কারখানায় প্রতিদিন ৪০ টন ভোজ্যতেল এবং ১৬০ টন তেলবিহীন কুড়া উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তেলবিহীন কুড়া মাছ ও পোলট্রি খাদ্যের বড় উপাদান।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ'১২ সমাপ্ত

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য, সাধারণ পরিষদ সদস্য ও যেলা কর্মপরিষদ সদস্য সমন্বিত কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ তিন ব্যাচে গত ১৪-১৫, ২১-২২ ও ২৮-২৯ জুন রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হয়। ১ম দিন বৃহস্পতিবার সকাল ৮-টায় শুরু হয়ে ২য় দিন শুক্রবার জুম'আ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষণ অব্যাহত থাকে। ১ম ব্যাচে গত ১৪-১৫ জুন তারিখে অংশগ্রহণকারী যেলা সমূহ ছিল- ঢাকা, গাযীপুর, নরসিংদী, সিলেট, কুমিলা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, জামালপুর-উত্তর, জামালপুর-দক্ষিণ ও রাজশাহী। ২য় ব্যাচে ২১-২২জুন অংশগ্রহণকারী যেলা সমূহ ছিল- সাতক্ষীরা, খুলনা, যশোর, পিরোজপুর, কুষ্টিয়া-পূর্ব, কুষ্টিয়া-পশ্চিম, ঝিনাইদহ, গোপালগঞ্জ, মেহেরপুর ও রাজবাড়ী। ৩য় ব্যাচে গত ২৮-২৯ জুন অংশগ্রহণকারী যেলা সমূহ ছিল- চাঁপাই নবাবগঞ্জ, নাটোর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, গাইবান্ধা-পূর্ব, গাইবান্ধা-পশ্চিম, দিনাজপুর-পূর্ব, দিনাজপুর-পশ্চিম, রংপুর, লালমণিরহাট, নীলফামারী, নওগাঁ, জয়পুরহাট।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ, অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'আন্দোলন'-এর মজলিসে শূরা সদস্য অধ্যাপক ফারূক আহমাদ, মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম ও ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, নাটোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলী, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, পিরোজপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, রাজশাহী যেলা প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও গোদাগাড়ী এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক দুররুল হুদা, হাফেয আখতার মাদানী (নওগাঁ), 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মোবাল্লেগ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী, শিক্ষক মাওলানা রুস্তম আলী, মাওলানা ফযলুল করীম প্রমুখ। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। প্রথম দিন বাদ এশা উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় দিন শুক্রবার সকাল ১০-টায় প্রশিক্ষণের মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

দু'দিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশ্নের উত্তর দেন। প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে থেকে অনেকেই এরূপ প্রশিক্ষণের অধিক প্রয়োজনীয়তার উপর আগ্রহ ব্যক্ত করে নাতিদীর্ঘ বক্তব্য পেশ করেন।

আলোচনা সভা

কেশরহাট, মোহনপুর, রাজশাহী ৮ জুলাই, শনিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী যেলার উদ্যোগে কেশরহাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'যবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আফাযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম ও মোহনপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদা।

যুবসংঘ

আলোচনা সভা

সিধাইড়, তানোর, রাজশাহী ২০ জুন, বুধবার : অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' তানোর এলাকার উদ্যোগে সিধাইড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের পেশ ইমাম মুহাম্মাদ আব্দুর রায্যাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'যবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম।

বড়গাছী, পবা, রাজশাহী ২৫ জুন, সোমবার : অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বড়গাছী এলাকার উদ্যোগে বড়গাছী উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুস্তাকীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম।

ইসলাম গ্রহণ

রাজশাহী যেলার শাহমখদুম থানাধীন ভোলাবাড়ী গ্রামের মৃত বামু সরদারের ছেলে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের শ্রী অর্জুন কুমার (১৬) গত ১২ জুলাই রাজশাহী জেলার নোটারী পাবলিক এডভোকেট আব্দুল মুত্তালিবের অফিসে এফিডেভিট-এর মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করে। এই দিন বিকাল সাড়ে ৪-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনে কালেমা শাহাদত পাঠের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করান মুহতারাম আমীরে জামা'আতের নির্দেশক্রমে অত্র মাদরাসার মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী। এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। পরে তিনি ও তার দুই মুসলমান সাথী যুবক মুহতারাম আমীরে জামা'আতের অফিসে এলে তিনি তাদেরকে ইসলামের মৌল বিশ্বাস তথা তাওহীদ ও রিসালাত সম্পর্কে বিশদভাবে বুঝিয়ে দেন ও তাদের জন্য দো'আ করেন। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে নাটোরের বনপাড়া থেকে জনৈক খৃষ্টান পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক সপরিবারে এবং কক্সবাজার থেকে জনৈক বৌদ্ধ যুবক এসে আমীরে জামা'আতের নিকট ইসলাম কবুল করেন। ফালিল্লাহিল হাম্‌দ।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪০১) : জিন-ইনসানকে আল্লাহ ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। ইয়াজূজ, মাজূজ এবং দাজ্জালকে কি নাফরমানী করার জন্য সৃষ্টি করেছেন? মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য দাজ্জালের হাতে জান্নাত-জাহান্নাম দিলেন কেন?

-আব্দুল মতীন, সিরাজগঞ্জ

উত্তর : ইয়াজূজ, মাজূজ এবং দাজ্জাল পৃথক কোন সম্প্রদায় নয় তারাও মানুষের অন্তর্ভুক্ত *(বুখারী, মিশকাত হা/৫৪৭৫; মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৮২)*। মানুষের ঈমান পরীক্ষা করার জন্য এদের সৃষ্টি করা হয়েছে। আর দাজ্জাল জান্নাত ও জাহান্নামের মত (مِثْلَ الْجَنَّةِ وَالنَّـــارِ) কিছু নিয়ে আসবে। সে এর মাধ্যমে জাদুর ফাঁদ পাতবে ও মানুষকে বিভ্রান্ত করবে *(বুখারী হা/৩৩৩৮; মুসলিম হা/২৯৩৬)*।

প্রশ্ন (২/৪০২) : রাসূল (ছাঃ) মাইয়েতকে তাড়াতাড়ি দাফন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর দাফনে তিন দিন দেরী হ'ল কেন?

-আইনুল হক, বি-ব্লক, বগুড়া।

উত্তর : খলীফা নির্বাচনে দেরী হওয়ায় কাফন-দাফনে প্রায় ৩২ ঘণ্টা দেরী হয়েছিল' *(মানছুরপুরী, রহমাতুললিল আলামীন, ১/২৫৩)*।

প্রশ্ন (৩/৪০৩) : একজন আলিম গায়রে মাহরাম মহিলাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন। এটা কি কাবীরা গোনাহের অন্ত র্ভুক্ত নয়? এমন লোকের পিছনে ছালাত হবে কি?

-আব্দুল মালিক
রাজপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : বেপর্দা অবস্থায় এটা করলে গোনাহ হবে। মহিলারা পর্দার মধ্যে থাকা অবস্থায় শিক্ষা দান করলে গোনাহ হবে না। রাসূল (ছাঃ) একটি বাড়ী নির্ধারণ করে সেখানে মহিলাদেরকে শিক্ষা দিতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/১৭৫৩)*। এমন আলেমের পিছনে ছালাত আদায় করতে বাধা নেই। কারণ ইমামের পাপ মুক্তাদীর উপর বর্তায় না। তবে ইমামের সংশোধন হওয়া উচিত। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তিন ব্যক্তির ছালাত কবুল হয় না। তার মধ্যে একজন হ'ল ঐ ইমাম যাকে মুছল্লীরা পসন্দ করে না *(তিরমিযী প্রভৃতি, মিশকাত হা/১১২২-২৩, ২৮)*।

প্রশ্ন (৪/৪০৪) : 'মাসআলা ও হাকীকত' নামক বইয়ে জনৈক লেখক লিখেছেন, দাড়ির সর্বোচ্চ পরিমাণ এক মুষ্টি। এর অতিরিক্ত লম্বা দাড়ি রাখা হারাম। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা দাড়ি অল্প লম্বা কর। অনুরূপ চুল-দাড়িতে কালো খেযাব, কালো মেহেদী ব্যবহার করা সুন্নাত। আবুবকর, ওমর, ওছমান (রাঃ) সহ অনেক ছাহাবী কালো কলপ ব্যবহার করেছেন। কালো খেযাব ব্যবহার করার বিরুদ্ধে যেসব হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো সবই জাল, যঈফ। লেখকের উক্ত দাবী কি সঠিক?

-আব্দুল্লাহ, সিলেট।

উত্তর : উক্ত দাবী বিভ্রান্তিমূলক। কেননা দাড়ি লম্বা করা সম্পর্কে যত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে أعفوا، أوفروا، وفروا، أوفوا ارخوا، ارجوا، ইত্যাদি শব্দ এসেছে। যার অর্থ দাড়িকে (কোন প্রকার কাটছাট ছাড়াই) স্বীয় অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪২১; মুসলিম হা/৬২৫-২৬)*। অতএব 'অল্প লম্বা কর' এধরনের অর্থ করাটা মনগড়া। রাসূল (ছাঃ) কখনো দাড়ি ছোট করেছেন মর্মে কোন ছহীহ দলীল নেই। অতএব তাঁর উম্মত হিসাবে আমাদেরকেও দাড়ি ছেড়ে দিতে হবে।

তিরমিযীতে আমর ইবন শু'আইব তার পিতা ও দাদার সূত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর দাড়ির দৈর্ঘ্য-প্রস্থ থেকে কাট-ছাট করতেন বলে যে বর্ণনা এসেছে তা জাল। সুতরাং এটি গ্রহণযোগ্য নয় *(তিরমিযী হা/২৭৬২; মিশকাত হা/৪৪৩৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/২৮৮)*। অনুরূপভাবে হজ্জ বা ওমরা করার সময় ইবনু ওমর (রাঃ) এক মুষ্টির অধিক দাড়ি কেটে ফেলতেন মর্মে যে বর্ণনা এসেছে সেটা তার ব্যক্তিগত আমল। অন্য সময়ে তিনি এরূপ করতেন না। সুতরাং তা দলীল হিসাবে গ্রহণীয় নয় *(ফাতহুল বারী ১০/৪২৮-২৯, হা/৫৮৯২-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

রাসূল (ছাঃ) কালো কলপ ব্যবহার থেকে দূরে থাকতে বলেছেন *(মুসলিম হা/৫৬৩১; মিশকাত হা/৪৪২৪)*। অন্য হাদীছে এসেছে, যারা কালো কলপ ব্যবহার করবে তারা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না *(আবুদাউদ হা/৪২১২; মিশকাত হা/৪৪৫২, সনদ ছহীহ)*। আবুবকর ও ওমর (রাঃ) সহ অন্যরা কালো কলপ ব্যবহার করতেন বলে প্রশ্নে যে দাবী করা হয়েছে তা সঠিক নয়। বরং আবুবকর (রাঃ) মেহেদী ও 'কাতাম' ঘাস দিয়ে কলপ করতেন। কাতাম হল এক ধরনের ইয়ামেনী ঘাস, যা দ্বারা কলপ করলে লাল ও কালো রঙের মিশ্রণ হয়। আর ওমর (রাঃ) শুধুমাত্র মেহেদী দ্বারা কলপ করতেন *(তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/৩৫৫, হা/১৮০৬-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

উল্লেখ্য যে, আরবদের মধ্যে প্রথম কালো কলপ ব্যবহার করেন রাসূল (ছাঃ)-এর দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিব। আর সাধারণভাবে প্রথম কালো কলপ ব্যবহার করে ফেরাউন *(ফাৎহুল বারী ১০/৪৩৫, হা/৫৮৯৯-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। সুতরাং লেখকের উক্ত দাবী সঠিক নয়।

প্রশ্ন (৫/৪০৫) : শাওয়ালের চাঁদ দেখা গেলে ই'তিকাফকারী সেদিন বাড়ী আসবে না পরের দিন সকালে ঈদ পড়ে আসবে?

-মুঈনুল ইসলাম
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : আবু সাঈদ খুদরী হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আমার সাথে ই'তিকাফ করতে চায়, সে যেন রামাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করে' *(বুখারী হা/২০২৭)*। ইসলামে রাত থেকেই দিন গণনা শুরু হয়। সে হিসাবে ২১ রামাযানের মাগরিবের পূর্বে মসজিদে ই'তিকাফ স্থলে প্রবেশ করবে এবং ঈদের আগের দিন মাগরিবের পরে বেরিয়ে আসবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৪৫২)*।

প্রশ্ন (৬/৪০৬) : ছালাতে দাঁড়ানোর সময় 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত দু'টি কাঁধ বরাবর উঠালে দুই হাতের আঙ্গুলগুলো কেবলামুখী থাকবে না সোজা থাকবে?

-আরিফুল ইসলাম
বাটরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : আঙ্গুলগুলো খোলা থাকবে এবং হাতের তালু ক্বিবলার দিকে সোজা থাকবে *(যাদুল মা'আদ ১/৫১ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৭/৪০৭) : প্রচলিত আছে, মহল্লায় কেউ মারা গেলে তার পরিবারে ৪ দিন রান্না করা যাবে না। প্রতিবেশীরা মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ৪ দিন গোশত, বিরিয়ানী ও পানীয় ইত্যাদি খাওয়াতে হবে। এটা কি শরী'আত সম্মত?

-আব্দুল জব্বার
দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

উত্তর : মৃত্যুর পরে মৃতের প্রতিবেশী ও নিকটাত্মীয়দের কর্তব্য হ'ল, মৃতের পরিবারের লোকদেরকে কমপক্ষে এক দিন ও এক রাত পেট ভরে খাওয়ানো। জাফর বিন আবু তালিব (রাঃ) শহীদ হলে রাসূল (ছাঃ) তার প্রতিবেশীদের এই নির্দেশ দিয়েছিলেন *(তিরমিযী হা/৯৯৮; মিশকাত হা/১৭৩৯; তালখীছ, পৃঃ ৭৪)*।

প্রশ্ন (৮/৪০৮) : যে ব্যক্তি ছিয়াম না রেখে ইফতার করে সে কি ছিয়ামের নেকী পায়? ঢাকায় অনেকে এভাবে শুধু ইফতার করে। এক ইমামকে জিজ্ঞেস করলে বলেন, এ ধরনের ব্যক্তি ইফতারে শরীক হলে ছিয়ামের নেকী পাবে। উক্ত জবাব কি সঠিক?

-এনামুল হক, বংশাল, ঢাকা।

উত্তর : ইফতার ছিয়াম পালনকারীর সাথে সংশ্লিষ্ট। যার ছিয়াম নেই, তার ইফতারও নেই *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৯)*।

প্রশ্ন (৯/৪০৯) : মেয়েদের কাপড় পায়ের কতটুকু নীচে নামানো যাবে?

-মুহাম্মাদ ফারূক
হলিধানী, ঝিনাইদহ।

উত্তর : উম্মে সালামাহ (রাঃ)-এর অনুরূপ এক প্রশ্নের জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যতটুকুতে পা ঢাকবে ততটুকু নীচে নামাবে *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৩৩৪-৩৫)*।

প্রশ্ন (১০/৪১০) : 'রাযীতু বিল্লাহি রব্বাঁও ওয়াবিল ইসলামি দ্বী-নাঁও ওয়া বি মুহাম্মাদিন নাবিইয়া' দো'আটি সকাল সন্ধ্যায় কতবার পাঠ করতে হবে? উক্ত দো'আ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের পর পাঠ করা যাবে কি?

-অধ্যাপক আনোয়ার
আড়ানী মহিলা কলেজ, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : সকাল-সন্ধ্যা বা যেকোন সময় যতবার ইচ্ছা ততবার পড়তে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি উক্ত দো'আ বলবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হবে *(আবুদাঊদ হা/১৫২৯)*। উল্লেখ্য যে, উক্ত দো'আ সন্ধ্যায় পড়বে মর্মে যে হাদীছ তিরমিযীতে এসেছে তা যঈফ *(যঈফ তিরমিযী হা/৩৩৮৯)*।

প্রশ্ন (১১/৪১১) : সিজদায় যাওয়ার সময় মাটিতে দু'হাত রেখে সিজদায় যাওয়ার হাদীছটি আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে আগে হাঁটু রাখার কথা রয়েছে। কোনটি সঠিক?

-মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম
মালিপাড়া, মাদরা, বগুড়া।

উত্তর : ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি যঈফ। এর সনদে শারীক নামক একজন রাবী রয়েছেন, যিনি যঈফ। তিনি এককভাবে বর্ণনা করার কারণে হাদীছটি যঈফ *(ইরওয়া হা/৩৫৭; সিলসিলা যঈফাহ হা/৯২৯)*।

প্রশ্ন (১২/৪১২) : টাকার বিনিময়ে জমি লিজ বা খায়খালাসী নেয়া যাবে কি?

-আব্দুল আলীম, পঞ্চগড়।

উত্তর : যাবে। রাফে' ইবনে খাদীজ (রাঃ) বলেন, আমার দুই চাচা নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগে জমি বর্গা দিতেন এভাবে যে, নালার পাশে যে শস্য হবে তা তাদের অথবা জমির মালিক শস্য নেয়ার জন্য কিছু কিছু জমি নির্দিষ্ট করে দিতেন। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) এরূপ করতে নিষেধ করলেন। হানযালা (রাঃ) বলেন, আমি রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ)-কে বললাম, স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে জমির ভাড়া দেয়া যাবে কি? তিনি বললেন, এতে কোন আপত্তি নেই *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৯৭৪)*।

প্রশ্ন (১৩/৪১৩) : ই'তিকাফকারী তারাবীহ্‌র ছালাত জামা'আতের সাথে পড়বে, না একাকী পড়বে?

-ইকরামুল ইসলাম
শার্শা, যশোর।

উত্তর : জামা'আতের সাথে পড়াই উত্তম হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত জামা'আতের সাথে রাত্রির ছালাত আদায় করবে, তার জন্য সারা রাত্রি ছালাত আদায়ের নেকী লেখা হবে *(তিরমিযী হা/৮০৬; নাসাঈ হা/১৩৬৪. সনদ ছহীহ; ফাতাওয়া উছায়মীন, ২০/২১৩)*।

প্রশ্ন (১৪/৪১৪) : আত-তাহরীক পড়ে জানতে পারলাম রাসূল (ছাঃ) নূরের তৈরী নন, মাটির তৈরী। তাহলে ওছমান (রাঃ) 'যিন নুরাইন' বলা হয় কেন? রাসূল (ছাঃ)-এর ২ কন্যার সাথে বিবাহ হওয়ার কারণেই যদি তাকে যিন নুরাইন বলা হয় তাহলে রাসূল (ছাঃ) নূরের তৈরী। একথা কি সঠিক?

-মুহাম্মাদ আমীর
কোরপাই, কুমিল্লা।

উত্তর : উক্ত দাবী সঠিক নয়। মূলতঃ কন্যাদ্বয়ের মর্যাদার দিকে লক্ষ্য করে এই উপনাম ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা প্রকৃত 'নূর' উদ্দেশ্য নয়। যেমন আদর করে সন্তানকে বলা হয় কলিজার

টুকরা, নয়নের মণি ইত্যাদি। এমনকি রাসূল (ছাঃ) তার কন্যা ফাতিমাকে 'নিজের অংশ' বলেছেন *(মুসলিম হা/২৪৪৯)*।

প্রশ্ন (১৫/৪১৫) : জনৈক ব্যক্তি নগদে ২৩০ থেকে ২৫০ টাকা কেজি গরুর গোশত বিক্রয় করে। আর বাকীতে বিক্রয় করে ২৬০ টাকা কেজি। উক্ত টাকা উঠাতে তার ২ থেকে ৩ মাস সময় লাগে। এধরনের ব্যবসা কি বৈধ?

-আব্দুছ ছামাদ, পঞ্চগড়।

উত্তর : উভয়ের সম্মতি থাকলে এধরনের ব্যবসা জায়েয *(তিরমিযী হা/১২৩১; মিশকাত হা/২৮৬৮)*।

প্রশ্ন (১৬/৪১৬) : জনৈক আলেম বলেন, একজন আলেমকে সম্মান করলে ২৫ জন নবী-রাসূলকে সম্মান করা হয়। একথা সত্য কি?

-দিদার বখশ
খানপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : ডাহা মিথ্যা। এতে নবী-রাসূলগণের চেয়ে আলেমের সম্মান ২৫ গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। তবে প্রকৃত আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিছ। তাঁরা অন্যদের চেয়ে অনেক গুণে সম্মানী *(তিরমিযী হা/২৬৮২; মিশকাত হা/২১২, সনদ হাসান)*।

প্রশ্ন (১৭/৪১৭) : আমার মামাতো ভাইয়েরা আমার মা-খালাকে এক বিঘা জমি দিয়েছে। এখন আমার মা বেঁচে আছেন এবং আমার খালার দু'মেয়ে আছে। এ জমি কিভাবে বণ্টন হবে।

-আমীর হামযা
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর : এক বিঘা জমির অর্ধেক মা পাবে। বাকী অর্ধেকের তিন ভাগের দুই ভাগ দুই বোনের মাঝে বণ্টন হবে। বাকী এক ভাগ মৃত খালার পিতা-মাতা বা ভাই-বোন কিংবা ভাই-বোনের ছেলে মেয়েদের মাঝে আছাবা সূত্রে অংশহারে বণ্টন হবে।

প্রশ্ন (১৮/৪১৮) : ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে থাকা অবস্থায় কতবার দো'আ ইউনুস পাঠ করেছিলেন?

-সফিউদ্দীন, নরসিংদী।

উত্তর : কতবার পড়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে আল্লাহ বলেন, অন্ধকার সমূহের ভিতর হতে ইউনুস ডাক দিয়ে বললেন, لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ– 'আপনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করি। আমি অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত' *(আম্বিয়া ৮৭)*। সা'দ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কোন মুসলিম কোন বিষয়ে উক্ত দো'আ পড়লে আল্লাহ তার দো'আ কবুল করবেন *(তিরমিযী হা/৩৫০৫)*।

প্রশ্ন (১৯/৪১৯) : যাকাতের মাল দ্বারা মাদরাসার ছাত্রদের আবাসিক ব্যবস্থা করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ ফারূক, উপশহর, রাজশাহী।

উত্তর : যাবে। যাকাত বণ্টনের খাতগুলোর মধ্যে একটি খাত আছে 'ফী সাবীলিল্লাহ' বা আল্লাহ্র রাস্তা *(তওবা ৬০)*। আর আল্লাহ্র দ্বীন টিকিয়ে রাখার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচ্ছে দ্বীনী প্রতিষ্ঠান। যেসব প্রতিষ্ঠানে প্রকৃত দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক শিক্ষা দেওয়া হয়, সেসব প্রতিষ্ঠান যাকাতের বড় হকদার। যেখানে কোন সরকারী অনুদান দেওয়া হয় না।

প্রশ্ন (২০/৪২০) : রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পড়ার সময় সাইয়িদিনা বলা যাবে কি?

-ফারূক, রাজশাহী।

উত্তর : দরূদের সাথে সাইয়িদিনা শব্দ বলার কোন প্রমাণ নেই। দরূদে ইবরাহীমী এবং সংক্ষিপ্তভাবে 'ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/৯১৯, ৯২১)*।

প্রশ্ন (২১/৪২১) : প্রচলিত তাবলীগ জাম'আতের 'ফাযায়েলে আমাল' বইয়ের 'হেকায়াতে ছাহাবা' অংশে দু'জন ছাহাবী কর্তৃক রাসূল (ছাঃ)-এর দেহ নির্গত রক্ত পানের দু'টি ঘটনা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, 'হুজুরে পাক (ছাঃ)-এর মল-মূত্র, রক্ত সবকিছু পাক-পবিত্র। এর সত্যতা জানতে চাই।

-আব্দুল ওয়াজেদ
পাঁচদোনা, ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল।

উত্তর : উক্ত মর্মে যত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সবই জাল ও যঈফ। তবে মুস্তাদরাকে হাকেমে *(হা/৬৩৪৩)* ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের কর্তৃক রাসূল (ছাঃ)-এর শিঙ্গা লাগানোর রক্ত গোপনে পান করার একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পেরে এজন্য রাসূল (ছাঃ) তাকে দু'বার নিন্দা করেছেন। যাহাবী উক্ত হাদীছের ব্যাপারে চুপ থেকেছেন। ইবনু হাজার সমস্ত দুর্বলতা বর্ণনার পর বলেন, এর কোন ভিত্তি থাকতে পারে' *(তালখীছুল হাবীর ১/১৬৯)*। তবে উক্ত বিরল ঘটনা দ্বারা রক্ত পান জায়েয প্রমাণিত হয় না। কেননা এতে রাসূল (ছাঃ)-এর অনুমোদন নেই। দ্বিতীয়তঃ পবিত্র কুরআনে প্রবাহিত রক্ত পান করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে *(আন'আম ১৪৫)*। অতএব ফাযায়েলে আমাল বইয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর রক্ত ও মল-মূত্র পাক হওয়া সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রশ্ন (২২/৪২২) : মেয়েদের উপর কত বছর বয়সে পর্দা ফরয হয়?

-রাবেয়া ও খাদীজা
রসুলপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : প্রাপ্ত বয়স্কা হলে তাদের উপর পর্দা ফরয হয় *(নূর ৫৯; ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ২৬৫)*।

প্রশ্ন (২৩/৪২৩) : জনৈক ব্যক্তি শস্য ক্রয় করে ঘরে রেখে বিক্রি করে। বাকীতে বিক্রয় করলে নগদ মূল্যের চেয়ে কিছু বেশী ধরে। এভাবে ব্যবসা করা যাবে কি?

-উজ্জ্বল, রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁ।

উত্তর : বাজারের স্বাভাবিক যোগান ও সরবরাহ নীতির মধ্যে থেকে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় জায়েয। এর বাইরে অস্বাভাবিক কিছু

করা এবং বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা নাজায়েয। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে মওজুদ করল, সে পাপী' *(মুসলিম হা/৪২০৬; মিশকাত হা/২৮৯২)*। বাকী ক্রয়-বিক্রয়ে যদি তাতে যুক্তি যুলুম না থাকে এবং ক্রেতা-বিক্রেতা মূল্য বেশী ধরা হয়, উভয়ে যদি সন্তুষ্ট থাকে, তবে জায়েয হবে *(তিরমিযী হা/১২৩১; মিশকাত হা/২৮৬৮)*।

প্রশ্ন (২৪/৪২৪) : আমাদের সমাজে নারী-পুরুষ সম্পর্ক করে অশ্লীল কাজে জড়িয়ে পড়ছে। পরে অনেকের বিবাহ হচ্ছে, অনেকের হয় না। এর পরিণতি কি?

-জিসান, চন্দ্রা, গাজীপুর।

উত্তর : পরবর্তীতে বিবাহ হোক আর না হোক এ কাজ কবীরা গোনাহ। যা তওবা ব্যতীত মাফ হবে না। এমন মানুষ অবিবাহিত হলে তার শাস্তি হচ্ছে একশ' বেত্রাঘাত *(নূর ২)*। আর বিবাহিত হলে শারঈ ফায়ছালা অনুযায়ী তাকে রজম করতে হবে *(বুখারী হা/৬৮৩১; মিশকাত হা/৩৫৫৬ ও ৩৫৫৭ 'দণ্ডবিধি' অধ্যায়)*। যেটি আদালতের দায়িত্ব।

প্রশ্ন (২৫/৪২৫) : জনৈক ব্যক্তি ফজরের সময় মসজিদে গিয়ে দেখে জামা'আত চলছে। এ সময় সে সুন্নাত পড়বে, না জামা'আতে শরীক হবে? ছালাতের পরে সুন্নাত পড়া যাবে কি?

-আব্দুল মালেক
কাকরাইল, ঢাকা।

উত্তর : এ সময় জামা'আতে শরীক হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, ছালাতের জন্য ইক্বামত দেয়া হলে উক্ত ফরয ছালাত ব্যতীত আর কোন ছালাত নেই *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৮)*। পরে সুন্নাত পড়ে নিতে হবে *(আবুদাঊদ হা/১২৬৭; মিশকাত হা/১০৪৪)*। এজন্য সূর্য ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। তবে এটা যেন অভ্যাসে পরিণত না হয়। তাহ'লে গোনাহগার হতে হবে। কেননা ফজরের সুন্নাত আগে পড়াই সুন্নাত।

প্রশ্ন (২৬/৪২৬) : কোন দোকানীকে ৫০,০০০/= (পঞ্চাশ হাযার) টাকা এই শর্তে কর্য দেয়া যাবে কি যে, প্রতি মাসে দাতাকে ৭০০ টাকার চাউল, ডাল, তেল ইত্যাদি দিবে?

-অহীদুযযামান
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর : উক্ত নিয়মে কর্য নেয়া যাবে না। কারণ এটা সূদের অন্তর্ভুক্ত। তবে এ টাকার লাভ চুক্তি হারে গ্রহণ করলে জায়েয হবে। আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াকুব বর্ণনা করেন, তিনি ওছমান (রাঃ)-এর সম্পদ নিয়ে ব্যবসা করতেন। আর লাভ উভয়ের মাঝে চুক্তি হারে বণ্টন করা হত *(দারাকুৎনী, বুলূগুল মারাম হা/৮৪১)*। যাকে শরীকানা ব্যবসা বলা হয়।

প্রশ্ন (২৭/৪২৭) : বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকী জমি ও তার ফসল ভোগ করতে পারবে কি?

-আব্দুল্লাহ, লাখাই, হবিগঞ্জ।

উত্তর : বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকী জমি ভোগ করতে পারবে না। এটা পরিষ্কার সূদ। এভাবে জমি নিলে চাষের খরচ ব্যতীত বাকী শস্য মালিকের কাছে ফেরত দিতে হবে। কারণ এটা একটা কর্য। আর কর্যের লাভ ভোগ করা যায় না। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে কর্ম লাভ বহন করে সে কর্য গ্রহণ করতে ছাহাবীগণ নিষেধ করতেন *(ইরওয়া হা/১৩৯৭)*।

প্রশ্ন (২৮/৪২৮) : ডাঃ যাকির নায়েক বলেছেন, যে সমস্ত নারী জান্নাতে যাবে আর স্বামী জাহান্নামে যাবে ঐ নারীদেরকে জান্নাতে পুরুষ হূর দেওয়া হবে। যেমন ফেরাঊন ও আসিয়া। অথচ অন্যান্য আলেমগণ এর বিরোধিতা করছেন। কোনটি সঠিক?

-ডাঃ বযলুর রশীদ
চণ্ডিপুর, যশোর।

উত্তর : 'হূর' (حُوْرٌ) শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। এটি জান্নাতী পুরুষদের জন্য নির্ধারিত। তবে জান্নাতী মহিলাদের জন্য অবশ্যই জান্নাতী স্বামী হবেন। যদিও তাদেরকে হূর বলা হবে না। নারীদের প্রতি পুরুষদের অধিক আসক্তির কারণে কুরআনে পুরুষদের জন্য হূরের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু জান্নাতী নারীদের জন্য তাদের স্বামীর ব্যাপারে কুরআন চুপ রয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, তাদের কোন স্বামী থাকবে না। বরং বনু আদমের মধ্য থেকেই তাদের স্বামী থাকবেন *(ফাতাওয়া উছায়মীন নং ১৭৮, ২/৫৩)*। যেমন আল্লাহ সেদিন বলবেন, 'তোমরা ও তোমাদের স্ত্রীগণ সন্তুষ্টচিত্তে জান্নাতে প্রবেশ কর' *(যুখরুফ ৪৩/৭০)*। দুনিয়াতে নারী ও পুরুষ পরস্পরের কাম্যবস্তু হিসাবে জান্নাতেও প্রত্যেকে তা পাবে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের জন্য সেখানে রয়েছে, যা কিছু তোমাদের মন চাইবে এবং যা তোমরা দাবী করবে' *(হা-মীম সাজদাহ ৩১)*। অতএব জান্নাতে নারীগণ তাদের চাহিদা অনুযায়ী পুরুষ স্বামী পাবেন।

প্রশ্ন (২৯/৪২৯) : মৃতব্যক্তি দুনিয়ার লোকদের কাজকর্ম দেখতে ও শুনতে পায় কি?

-মাহে আলম
জগৎপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তর : মৃতব্যক্তি জীবিতদের কর্মকাণ্ড দেখতে বা তাদের কথাবার্তা শুনতে পায় না। আল্লাহ স্বীয় রাসূল (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'নিশ্চয়ই আপনি মৃতদেরকে শুনাতে পারেন না' *(নামল ৮০, রূম ৫২)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'আপনি কবরবাসীদেরকে শুনাতে সক্ষম নন' *(ফাত্বির ২২)*। তবে অনেকে রাসূল (ছাঃ)-এর একটি হাদীছ দ্বারা শুনার উপর দলীল পেশ করেছেন, যেখানে তিনি বলেছেন, মানুষ যখন দাফন সেরে চলে আসে, কবরে মৃত ব্যক্তি তাদের সেন্ডেল বা জুতার আওয়ায শুনতে পায় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২৬ 'ঈমান' অধ্যায় 'কবর আযাব' অনুচ্ছেদ)*। এর উত্তরে শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, যখন ফেরেশতাগণের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য মৃত ব্যক্তিকে জীবিত হয়, সেসময় সে জুতার আওয়াজ শুনতে পায়, অন্য সময়ে নয় *(সিলসিলা যঈফাহ হা/১১৪৭-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (৩০/৪৩০) : পুরুষেরা মাথার মাঝখানে সিঁথি করতে পারে কি? কয় পদ্ধতিতে চুল রাখা যায়?

-শাহাদত
শহীদ জিয়া ডিগ্রী কলেজ, বাগবাড়ী, বগুড়া।

উত্তর : পুরুষেরা মাথার মাঝখানে সিঁথি করতে পারে *(বুখারী হা/৫৯১৭; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪২৫)*। আর মাথার চুল লম্বা রাখা বা ছোট করে রাখা উভয়টিই জায়েয। এটি 'সুনানুয যাওয়ায়েদ' বা অভ্যাসগত সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের সুন্নাতকে প্রতিষ্ঠা করা ভাল। তবে ছেড়ে দেওয়া অপসন্দনীয় নয়' *(শরীফ জুরজানী, কিতাবুত তা'রীফাত, বৈরূত ছাপা ১৪০৮/১৯৮৮ 'সুন্নাতের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ, পৃঃ ১২২)*।

বড় চুল তিন পদ্ধতিতে রাখা যায়। যথা (১) ওয়াফরা, যা কানের লতি পর্যন্ত *(আবুদাঊদ হা/৪২০৬)* (২) লিম্মা, যা ঘাড়ের মধ্যস্থল পর্যন্ত *(মুসলিম হা/২৩৩৭)* (৩) জুম্মা, যা ঘাড়ের নীচ পর্যন্ত *(নাসাঈ হা/৫০৬৬)*।

ছাহাবী ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) একদিন লম্বা চুল নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) মাছি বসবে, মাছি বসবে বলে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। ফলে তিনি ফিরে গিয়ে পরে চুল কেঁটে খাট করে এলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) এটি সুন্দর (هذا أحسن) *(আবুদাঊদ হা/৪১৯০; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৩৬; ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ১/৭৩-৭৪ পৃঃ চুল ছাটা ও মুণ্ডনের হুকুম অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৩১/৪৩১) : সন্তানের সৎ আমলের অংশ বিশেষ মৃত বাবা ও মা পেয়ে থাকে। তাহলে পাপ কাজের অংশ বিশেষ ও কি তারা পাবেন?

-আমেনা, মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তর : সন্তানের সৎকর্ম বা অসৎকর্মের জন্য পিতা-মাতার আমলনামায় নেকী বা গোনাহ যুক্ত হবে এমনটি পাওয়া যায় না। কেননা আল্লাহ বলেন, একের বোঝা অন্যে বইবে না *(আন'আম ৬/১৬৪)*। বরং সৎ সন্তান পিতা-মাতার জন্য দো'আ করলে তা তাদের আমলনামায় যুক্ত হয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩)*। তবে যদি পিতা-মাতা সন্তানকে প্রতিপালনের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে দায়িত্বপালন না করেন এবং সেকারণে সে অসৎকর্মে লিপ্ত হয়, তাহ'লে দায়িত্বে অবহেলার কারণে অবশ্যই তাদেরকে পরকালে আল্লাহ্র নিকটে জবাবদিহী করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, জেনে রেখ, তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং তোমরা প্রত্যেকে স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। ব্যক্তি তার পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৫)*।

প্রশ্ন (৩২/৪৩২) : যে ইমাম ঘুষ দিয়ে চাকুরী নিয়েছে সে ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-সফিউদ্দীন আহমাদ
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর : ঐ ইমাম ফাসিক। কিন্তু কাফির নয়। অতএব তার পিছনে ছালাত হবে। তবে সেটা অপসন্দনীয় হবে। আল্লাহ বলেন, তোমার রুকূকারীর পিছনে রুকূ কর *(বাক্বারাহ ৪৩)*। হাসান বাছরী বলেন, তুমি তার পিছনে ছালাত আদায় কর। বিদ'আতের গোনাহ বিদ'আতীর উপর বর্তাবে। মূলতঃ এই ধরনের ব্যক্তিকে ইমাম নিয়োগ করাই অনুচিত। যুহরী বলেন, বাধ্যগত অবস্থায় ব্যতীত আমরা এটা জায়েয মনে করতাম না *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ১৪২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তিন শ্রেণীর মানুষের ছালাত কবুল হয় না ... (তাদের একজন হচ্ছে) সেই ইমাম লোকেরা যাকে অপসন্দ করা সত্ত্বেও সে ইমামতি করে' *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১১২৩ 'ইমামত' অনুচ্ছেদ; ছহীহ তিরমিযী হা/৩৬০)*।

প্রশ্ন (৩৩/৪৩৩) : কুরআন ও হাদীছের মধ্যে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল বুঝার মাপকাঠি কি?

কামাল আহমাদ
রাজাবাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : শরী'আতের দৃষ্টিতে ইবাদত দু'প্রকার : ফরয ও নফল *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৬)*। অর্থাৎ আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক। সুন্নাত-নফল ঐচ্ছিতের অন্তর্ভুক্ত। নিম্নে প্রশ্নে বর্ণিত পরিভাষাগুলি আলোচিত হ'ল।-

১. ফরয : শরী'আতের যেসব হুকুম অপরিহার্য এবং অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। যা অস্বীকার করলে কাফির হতে হয় এবং ঐ ব্যক্তি ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়। যেমন পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাত, রামাযানের ছিয়াম, যাকাত হজ্জ ইত্যাদি।

২. ওয়াজিব : যা ফরযের কাছাকাছি এবং আমল করা আবশ্যিক। তবে অনেক বিদ্বান বলেছেন, ফরয ও ওয়াজিব একই। যেমন ছালাতের তাকবীর সমূহ, হজ্জের জন্য মীক্বাত থেকে ইহরাম বাঁধা, বিদায়ী তাওয়াফ করা ইত্যাদি।

৩. সুন্নাত : যা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সর্বদা করেছেন। তবে কখনো কখনো ছেড়েছেন। যেমন ফরয ছালাতের আগে-পরের সুন্নাত সমূহ ও মেসওয়াক করা ইত্যাদি।

৪. নফল : অর্থ অতিরিক্ত। যা করলে নেকী আছে, ছাড়লে গোনাহ নেই। যেমন, ইশরাকের ছালাত, আছর ও এশার পূর্বে ৪ রাক'আত ছালাত, আইয়ামে বীয-এর নফল ছিয়াম রাখা ইত্যাদি।

প্রশ্ন (৩৪/৪৩৪) : আল্লাহ্র নামে যিকির করার ছহীহ পদ্ধতি কোনটি? উচ্চৈস্বরে 'ইল্লাল্লাহ' 'ইল্লাল্লাহ' বলে যিকির করা যাবে কি?

-হাসনা হেনা
পাঁচদোনা হাই স্কুল, নরসিংদী।

উত্তর : আল্লাহ্র যিক্র করতে হবে নীরবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আপনি আপনার প্রভুকে সকাল-সন্ধ্যায় আপন মনে অত্যন্ত বিনীত ও ভীত সন্ত্রস্তভাবে স্মরণ করুন, উচ্চ শব্দে নয়' *(আ'রাফ ২০৫)*। তিনি আরো বলেন, 'তোমাদের প্রভুকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এবং সংগোপনে ডাক' *(আ'রাফ ৫৫)*। একদা এক সফরে ছাহাবীগণ আওয়াজ করে তাসবীহ পাঠ করলে রাসূল (ছাঃ) তাদের চুপে চুপে তাসবীহ পাঠ করতে বলে বলেন 'তোমরা এমন সত্তাকে ডাকছ যিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩০৩)*।

গোলাকার হয়ে একত্রে যিকর করা যাবে না। আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) একদল মুছল্লীকে মদীনার মসজিদে গোলাকার হয়ে তাসবীহ-তাহলীল করতে দেখে বলেন, 'হে মুহাম্মাদের উম্মতগণ! কত দ্রুত তোমাদের ধ্বংস এসে গেল'? *(দারেমী, সনদ ছহীহ)*। 'আল্লাহু' 'আল্লাহু' বা 'ইল্লাল্লাহ' শব্দে কোন যিক্র নেই। উক্ত মর্মে যে হাদীছটি রয়েছে তার অর্থ হ'ল 'লা ইলা-

হা ইল্লাল্লা-হ' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫১৬)*। শায়খ আলবানী বলেন, 'শুধু আল্লাহ শব্দে যিকর করা বিদ'আত। সুন্নাতে যার কোন ভিত্তি নেই' *(মিশকাত ১৫২৭ পৃঃ ১ নং টীকা)*। সর্বোত্তম যিক্র হচ্ছে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৩০৬)*।

প্রশ্ন (৩৫/৪৩৫) : মেয়েরা কত বছর বয়সে মাথার চুল রাখবে? চুল যদি বেশী বড় হয় তাহলে ছোট করতে পারবে কি?

-ডাঃ বযলুর রশীদ
চণ্ডিপুর, যশোর।

উত্তর : কত বছর বয়স থেকে মেয়েরা মাথার চুল রাখবে এ ব্যাপারে কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই। মহিলাদের মাথায় চুল লম্বা থাকাই শরী'আত সম্মত। বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় মহিলাদের মাথায় লম্বা চুল থাকত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৩৪)*। তবে অস্বাভাবিক লম্বা হ'লে কিছু কেটে স্বাভাবিক লম্বা রাখতে পারে। মনে রাখতে হবে, চুল হ'ল নারীদের সৌন্দর্যের প্রতীক। এটি আল্লাহ্র এক অমূল্য নে'মত। একে কেটে ছেটে অসুন্দর করা যাবে না। বিশেষ করে অমুসলিম, ফাসিক নারী-পুরুষদের অনুকরণ করা একেবারেই নিষিদ্ধ। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি যে কওমের সাদৃশ্য বরণ করবে, সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭)। এ বিষয়ে আলোচনা দ্রষ্টব্য : মির'আত ৯/২৬৭-৬৮ 'মানাসিক' অধ্যায় ৮ অনুচ্ছেদ হা/২৬৭৬-এর ব্যাখ্যা; মুসলিম হা/৭৫৪)*।

প্রশ্ন (৩৬/৪৩৬) : এ্যালকোহলযুক্ত সেন্ট মেখে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আফসার
উমরপুর, ঘোড়াশাল, মুর্শিদাবাদ

উত্তর : এ্যালকোহল তথা মাদকদ্রব্য মিশ্রিত খাদ্য-পানীয় নিঃসন্দেহে হারাম *(মায়েদা ৫/৯০-৯১)*। তবে আহার্য ব্যতিরেকে বাহ্যিক ব্যবহার্য বস্তুতে মাদকের সংস্পর্শ থাকলে তা হারাম হবে কি না এ নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মতদ্বৈততা রয়েছে। যেহেতু সেন্টে বা চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত বস্তুতে মিশ্রণকৃত এ্যালকোহল শরীরের অভ্যন্তরে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না, এজন্য একে সরাসরি হারাম বলা যায় না। তাই মিশ্রণের পরিমাণ স্বল্প হলে তা ব্যবহারে আপত্তি নেই। এটা মেখে ছালাত আদায় শুদ্ধ হবে। তবে এরূপ সেন্ট পরিত্যাগ করাই উত্তম' *(ফাতাওয়া উছায়মীন নং ২৮৭; ১২/৩৭০)*।

প্রশ্ন (৩৭/৪৩৭) : আমি সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করি। আমাদের গভর্নিং বডি সম্প্রতি মাত্র ৫.৫% সূদে গৃহ নির্মাণ ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সামান্য সূদে উক্ত টাকা গ্রহণ করা যাবে কি?

-তাওফীকুর রহমান
ম্যানেজার, টাকশাল, গাযীপুর।

উত্তর : সূদের ক্ষেত্রে এর হার কম হোক বেশী হোক সবই সমান। সূদ প্রসঙ্গে ইসলামের অবস্থান অত্যন্ত কঠোর। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সূদের যে অংশ বাকী আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা প্রকৃত মুমিন হও। যদি তোমরা তা না করো তাহ'লে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ হ'তে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে রাখ *(বাক্বারাহ ২/২৭৮-৭৯)*। সূদের লেনদেন ও সূদের সাথে সংশ্রব রাখা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, যারা সূদ খায়, সূদ দেয়, সূদের হিসাব লেখে এবং সূদের সাক্ষ্য দেয়, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের উপর লা'নত করেছেন এবং অপরাধের ক্ষেত্রে এরা সকলেই সমান' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, 'সূদের (পাপের) সত্তুরটি স্তর রয়েছে। যার নিম্নতম স্তর হ'ল মায়ের সাথে যেনা করার পাপ' *(ইবনু মাজাহ, হা/২২৭৪, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/২৮২৬)*। আব্দুল্লাহ ইবনে হানযালা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি যদি এক দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) রিবা বা সূদ জ্ঞাতসারে গ্রহণ করে, তাতে তার পাপ ছত্রিশ বার ব্যভিচার করার চেয়েও অনেক বেশী হয়' *(আহমাদ, মিশকাত হা/২৮২৫, সনদ ছহীহ)*।

আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সূদের দ্বারা সম্পদ যতই বৃদ্ধি পাক না কেন তার শেষ পরিণতি হ'ল নিঃস্বতা' *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৮২৭, সনদ ছহীহ)*। উক্ত হাদীছ সমূহ থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় সূদ ইসলামে সম্পূর্ণরূপে হারাম এবং এর শেষ পরিণতি নিঃস্বতা। তাই কম হোক বেশী হোক সকল প্রকার সূদ গ্রহণ থেকে বিরত থাকা একান্ত যরূরী।

প্রশ্ন (৩৮/৪৩৮) : আল্লাহ জান্নাত ও জাহান্নাম-এর ফয়সালা কিভাবে করবেন? মানুষের পাপের চেয়ে পুণ্যের পাল্লা ভারী হলেই কি সে জান্নাতে যাবে? নাকি তার পাপের কারণে জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করার পর পুণ্যের কারণে জান্নাতে যাবে?

-রুসাফী, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তর : যদি কোন পাপী মুসলমান শিরক ও কুফর থেকে বিরত থেকে ঈমানের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে *(বাক্বারাহ ২১৭, মায়েদা ৭২)* এবং বান্দার হক্ব নষ্ট না করে *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১২৬)*। সাথে সাথে সে পাপ থেকে খালেছ নিয়তে তওবা করে, তবে আল্লাহ্র অনুগ্রহে সে নিষ্পাপ অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে *(ফুরক্বান ৭০)*। আর যদি তওবা না করে মৃত্যুবরণ করে, তবে সেক্ষেত্রে ৩টি অবস্থা হতে পারে- হয় পাপের পাল্লা হালকা হওয়ার কারণে আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে সে পাপের শাস্তি ভোগ না করেই জান্নাতে প্রবেশ করবে *(আ'রাফ ৮)* অথবা পাপ ও পুণ্য সমান হওয়ার কারণে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে আল্লাহ্র অনুগ্রহের অপেক্ষায় থাকবে *(আ'রাফ ৪৬-৪৯)*, নতুবা পাপের পাল্লা পুণ্যের চেয়ে ভারী হওয়ার কারণে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে এবং পাপ অনুযায়ী নির্ধারিত শাস্তি ভোগের পর রাসূল (ছাঃ), অন্যান্য নবী-রাসূল, ফেরেশতা এবং মুমিনগণের সুফারিশে জান্নাতে প্রবেশ করবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৭৯)*।

আর কুরআনের বর্ণনায় সুস্পষ্ট হয় যে, পুণ্যের পাল্লা ভারি হলে মানুষ তার পাপ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে এবং সরাসরি জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ লাভ করবে *(আ'রাফ ৮, ক্বারি'আহ ৬-৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ বান্দাকে তাঁর নিকটবর্তী করবেন এবং তার কৃত পাপসমূহ তার সামনে

পেশ করবেন, যা তিনি দুনিয়াতে গোপন করে রেখেছিলেন। তারপর বলবেন, তুমি কি তোমার অমুক পাপটি চিনতে পারছ? অমুক পাপটি চিনতে পারছ? তখন সে একে একে সব অপরাধ স্বীকার করতে থাকবে এবং ধ্বংস হওয়ার আশংকায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। তখন আল্লাহ বলবেন, আমি দুনিয়ায় তোমার অপরাধ গোপন রেখেছিলাম, আর আজ তা ক্ষমা করে দিলাম *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৫১)*।

প্রশ্ন (৩৯/৪৩৯) : মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা শা'বান মাসের পনের তারিখ রাতে সৃষ্টিকুলের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দান করে এবং সকলকে ক্ষমা করে দেন, তবে মুশরিক এবং হিংসুক ব্যতীত (ত্বাবারাণী)। শবেবরাতের ফযীলত প্রমাণে উপস্থাপিত এই হাদীছটি কি ছহীহ?

আহমাদুল্লাহ, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তর : হাদীছটির সকল সূত্র যঈফ মিশকাতে *(হা/১৩০৬ 'রামাযানে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ)* শায়খ আলবানী (রহঃ) হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন। অতঃপর বলেন, তবে হাদীছটি আমার নিকটে 'শক্তিশালী' (قوى) এ কারণে যে, এর সমার্থক (শাওয়াহেদ) কিছু হাদীছ রয়েছে। উক্ত সমার্থক বর্ণনাগুলি তিনি সিলসিলা ছহীহাহ হা/১১৪৪ ও ১৫৬৩-তে এনেছেন। যার সংখ্যা ৭টি। যার সবগুলিই তাঁর তাহকীক মতে যঈফ। অতঃপর মন্তব্যে বলেন, এই সকল সূত্র সমূহের ফলে হাদীছটি ছহীহ নিঃসন্দেহে' *(ছহীহাহ হা/১১৪৪)*। মুসনাদে আহমাদের ভাষ্যকার আহমাদ শাকের *(১০/১২৭)* ও শু'আয়েব আরনাঊত্ব হাদীছটিকে একই কারণে 'ছহীহ লেগায়রিহি' বলেছেন *(হা/৬৬৪২)*। কিন্তু ছহীহ বলা সত্ত্বেও এ রাত উপলক্ষে বিশেষ কোন আমল করাকে শায়খ আলবানী কঠোরভাবে বিদ'আত বলেছেন *(ফাতাওয়া আলবানী (অডিও) ক্লিপ নং ১৮৬/৬)*। উক্ত যঈফ ও মওযূ হাদীছগুলির উপর ভিত্তি করে আরও অনেক বিদ্বান এই রাতের বিশেষ ফযীলত এবং এই রাতে বিশেষ ইবাদত করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন *(দ্রঃ তুহফাতুল আহওয়াযী, হা/৭৩৬-এর ব্যাখ্যা; মির'আত হা/১৩১৪-এর ব্যাখ্যা, ৪/৩৪০-৪২; শাফেঈ, কিতাবুল উম্ম ১/২৩১; ইবনু তায়মিয়াহ, মজমূ' ফাতাওয়া ২৩/১৩১; ইবনু রাজাব, লাত্বাইফুল মা'আরিফ ১/১৩৮)*। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য :

(১) হাদীছটি যঈফ এবং একই মর্মের অন্য হাদীছটি 'মওযূ' *(যঈফাহ হা/১৪৫২)* হওয়ার কারণে আমলযোগ্য নয়। (২) এরূপ হাদীছের উপর ভিত্তি করে কোন ইবাদত প্রতিষ্ঠা করা যায় না। (৩) হাদীছটি বুখারী-মুসলিম সহ বহু গ্রন্থে বর্ণিত ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী। (৪) সকল ছহীহ হাদীছে এসেছে যে, আল্লাহ প্রতি রাতের তৃতীয় প্রহরে নিম্ন আকাশে অবতরণ করেন এবং ফজর পর্যন্ত বান্দাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, আছ কি কোন আহ্বানকারী, আমি তার আহ্বানে সাড়া দেব... *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২২৩; মুসলিম হা/৭৫৮)*। অথচ অত্র যঈফ হাদীছে উক্ত আহ্বানকে ১৫ই শা'বানের রাতের জন্য খাছ করা হয়েছে। (৫) এই হাদীছটির সুযোগ নিয়ে বিদ'আতীরা এই রাতে ইবাদতের নামে হাযারো রকম বিদ'আতের সৃষ্টি করেছে। (৬) এই রাতে বা দিনে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম কোনরূপ বাড়তি ইবাদত করেননি। (৭) তাবে তাবেঈ বা অন্য বিদ্বানগণের ব্যক্তিগত কোন মতামত বা আমল উম্মতের জন্য অবশ্য পালনীয় নয়। (৮) মতভেদের সময় রাসূল (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ রয়েছে *(আবুদাঊদ, তিরমিযী প্রভৃতি, মিশকাত হা/১৬৫)*। ১৫ই শা'বান উপলক্ষে তাঁদের কোন বিশেষ আমল বা ইবাদত নেই বিধায় এ রাতকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কোন শারঈ কারণ নেই। (৯) রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে, যাতে আমাদের নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত' *(মুসলিম হা/১৭১৮)*। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্ন (৪০/৪৪০) : কোন ব্যক্তি যদি পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্ অনুযায়ী ছালাত, ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ এবং হালাল রুযি ভক্ষণ করে। কিন্তু সে যদি কুরআন-সুন্নাহ্র তাবলীগ না করে বা দ্বীনের দাওয়াত মানুষের মাঝে প্রচার না করে, তা হলে এর জন্য কি তাকে জাহান্নামে যেতে হবে?

টিপু সুলতান
ঝিকরগাছা, যশোর।

উত্তর : ইসলামের মূল দর্শন হল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠাদান। মানব সমাজে আল্লাহ্র দ্বীনের বার্তা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য কুরআন ও হাদীছে মুসলিম উম্মাহ্কে বহু বার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এমনকি যদি একটি আয়াতও কেউ জানে, তা প্রচার করার জন্য রাসূল (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮)*। সুতরাং দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ থেকে কারো পিছিয়ে থাকার কোন সুযোগ নেই। বর্তমানে ফিৎনার যে ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে এবং সঠিক দ্বীন প্রচারকের সংখ্যাও যেহেতু খুবই কম, সে কারণে দ্বীনের দাওয়াত প্রদান করা এখন 'ফরযে আইন' হয়ে পড়েছে। সুতরাং কেউ যদি শরঈ ওযর ব্যতীত দৈনন্দিন ব্যস্ততার অজুহাতে বা অলসতাবশতঃ তাবলীগ বা দ্বীনের প্রচার না করে, তাহলে সে নিঃসন্দেহে গোনাহগার হবে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৪০, সনদ হাসান)*।